তাযকেরা-এ রেযা

বা

আলা হযরতের জীবনী

সংকলক

মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫৩

(জেলা-মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১

YaNabi.in

YaNabi.in

তাযকেরা-এ রেযা

বা

আলা হযরতের জীবনী

জামালী বুক ডিপো
প্রোঃ - আব্দুল কুদ্দুস রেজবী
শেখপাড়া (সাহেব বাজার), মুর্শিদাবাদ
Mob. : 9564306119

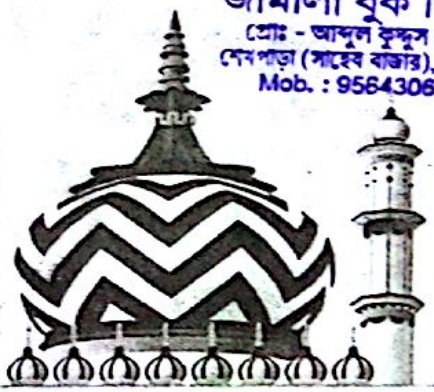

॥ লেখক ॥

মুফতী মুহাম্মাদ ওয়ায়েযুল হাক মিসবাহী

ফাযিলে আল জামেআতুল আশ্‌রাফীয়াহ্

শিক্ষক ঃ জামেআহ্ কাদেরিয়াহ্ মাযহারুল উলূম

ডাকঘর- আলিপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা।

॥ প্রাপ্তস্থান ॥

সাঈদ বুক ডিপো, নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।

কালিমীয়া বুক ডিপো, সোনালী মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।

-ঃ প্রকাশক ঃ-

মোঃ সাঈদুর রাহমান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০, জেলা- মালদহ

(পঃবঃ) ৭৩২২০১, মোবাইল-৯৯০৩৪৯৪৬৭০

সর্বসত্ত্ব ঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১২

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

অক্ষরবিন্যাসে ঃ নূর কম্পিউটার প্রেস

গুপ্ত মার্কেট (দ্বিতল), পাঁচতলা মসজিদের সামনে

কালিয়াচক, মালদা। মোবাইল-৯৭৩৩৩০১০২২

ভূমিকা

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা ফাযিলে বেরেলবী এমন একরাজকীয় মুক্তা যার মর্যাদা ও মূল্য এ যাবৎ সঠিক ভাবে অনুমান করতে পারা গেল না, এরূপ কিরণময় সূর্য যার তাপরাশিতে অগণিত আখিমালা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এমন এক অকূল সাগর যার অগাধ গভীরতায় কোন ডুবুরী পৌঁছতে পারেনি। ভারত ভূখন্ডের গৌরান্বিত ব্যক্তিত্ব পূর্বাঞ্চলের মহান প্রণেতা ও গবেষক এবং ইসলাম জগতের এক মহিয়ান অধিবিদ্য যার বিদ্যা-বুদ্ধি পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরকে স্পর্শ করেছে।

যার কৌশল নখ জটিলতম সমস্যার সমাধান দান করেছে, যার চিন্তাপক্ষী উর্ধবিচরণ করে মহিমা ও পূর্ণতার নক্ষত্ররাজিকে ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে, যার ধ্যান দরিয়া একাধিক জলধীমুক্তাকে উদ্ধার করেছে, যার মেধা উদারতা লোপকৃত বিদ্যাবুদ্ধিকে সজীব জীবনের নব স্বাগতম দান করেছে।

যার সতেজ মেধা ও পুষ্পত স্বভাব ঈমানী বাগান ও ইসলামী হেমন্তকালকে যৌবন সু-স্বাদের পরিচয় দান করেছে, মহান আল্লাহর কৃপায় আজ জ্ঞানী ও বিচক্ষণশ্রেণি সেই যুগসেরা মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম আহমাদ রেযাকে জানতে আরম্ভ করেছেন এবং তার ধ্বনি ও বার্তাকে অপরের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

তাঁর জীবন চরিত্র ও ধর্মীয় সেবার প্রতিটি দিক নিয়ে গবেষণা ও পরিচিতি প্রদানের কাজ আজকে আপন গতি পথে চলমান অবস্থায় রয়েছে।

মহানের অনুকম্পায় বর্তমানে তাঁর মহান মর্যাদা ও পূর্ণতার চর্চা পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার ক্ষুদ্র অধ্যায়ন মুতাবিক তিনশত এর উর্ধে পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধগুলি আরবী, ফার্সী এবং ইংরেজী ভাষাতে অনুদিত হয়ে

আজ জ্ঞানী ও বিদ্যানের চিত্তালয়ের জন্য প্রাঞ্জল প্রদীপ এর কাজ করে চলেছে।

তদুপরি তাঁর জীবন চর্চা নিকেতনে বহু বিদ্যানদের আশ্রয় গ্রহন এবং আমার পরম স্নেহের ভাই মৌলানা নুরুল হাসানের ধারাবাহিক অনুরোধ-এর ভিত্তিতে এপথে যাত্রা করণে অনুপ্রাণিত হলাম।

অতএব মহান আল্লাহর করুণার প্রতি ভরসা রেখে কলম ধরলাম। এবং "তাযকেরা-এ রেযা" নামে সেই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন কাহিনী সম্বলিত অত্র পুস্তকখানা রচনা করলাম।

হে খোদা! হে মালিক! হে দয়ালু! তুমি আমার এ ক্ষুদ্র সেবাকে আপন প্রিয় বান্দার দরবারে নযর হিসাবে গ্রহন কর এবং এটাকে পরকালে আমার পরিত্রাণ প্রাপ্তির মাধ্যম করে তুলো। আমিন বিজাহি সাইয়েদিল মুরসালিন সল্লাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামহু আলাইহি ওয়া আলাইহিম আজমাঈন।

সালামান্তে-

মুহাম্মাদ ওয়ায়েযুল হাক মিসবাহী

YaNabi.in

☆ সূচীপত্র ☆

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	বংশ পরিচয়, জন্ম	-	৫
২।	নাম	-	৬
৩।	বিস্‌মিল্লাহ পাঠ	-	৬
৪।	স্মরণশক্তি	-	৮
৫।	ক্বোরআন পাঠ	-	৮
৬।	পাঠ্যজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ	-	৮
৭।	আধুনিক জ্ঞানাদিতে নিপূনতা	-	১০
৮।	আলা হাযরাত এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান ব্যক্তিবর্গ-		১১
৯।	রাজনৈতিক দূরদর্শীতা	-	১৩
১০।	ইংরেজদের আদালত, সাম্রাজ্য এবং তাদের শাসকদের প্রতি ঘৃণা-		১৯
১১।	তৌহীদ বা একত্ববাদ	-	২৩
১২।	শরীয়ত ও ত্বরীকৃত	-	২৬
১৩।	তাক্বওয়া	-	৩১
১৪।	ইসলাহ-ও ইর্শাদ	-	৩৭
১৫।	এ অপবাদের খন্ডন	-	৪০
১৬।	বিদআত খন্ডন	-	৪৮
১৭।	বাইয়াত ও খেলাফাত	-	৫২
১৮।	গাওসে আযমের নায়েব (প্রতিনিধি)	-	৫৪
১৯।	প্রথম হজ্জ	-	৫৫
২০।	দ্বিতীয় হজ্জ	-	৫৬
২১।	মস্তক চোখে নবী দর্শণ	-	৫৮
২২।	পরলোক গমন করেন	-	৫৯
২৩।	গুরুত্বপূর্ণ ওয়াফাত	-	৬০
২৪।	মাযার শরীফ, নিদর্শণ ও কীর্তি	-	৬২
২৫।	বিরাট অঙ্কের পুস্তক-পুস্তিকা	-	৬২
২৬।	ফাতাওয়া রিযবীয়াহ্	-	৬৩

	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৭।	কান্‌যুল ঈমান	-	৬৩
২৮।	তফসীর	-	৬৪
২৯।	কবিত্ব প্রতিভা ও নাত	-	৬৪
৩০।	সন্তান-সন্ততি	-	৬৫
৩১।	বড় পুত্র	-	৬৫
৩২।	ছোট পুত্র	-	৬৬
৩৩।	খলীফাগণ	-	৬৭
৩৪।	শিষ্যগন	-	৭০
৩৫।	কশ্‌ফ ও কারামাত	-	৭১
৩৬।	ত্বরীকৃত সংক্রান্ত তথ্যাবলী	-	৭৫
৩৭।	নির্জনে বসা	-	৭৭
৩৮।	ফানাফিশ শাইখ এর মর্যাদা	-	৭৯
৩৯।	মাজজুব	-	৮১
৪০।	কতিপয় আরবীয় আলেমগণের অভিমত	-	৮১
৮১।	নিরপেক্ষ বিদ্যানদের আভিমত	-	৮৪
৪২।	বিরোধী বিদ্যানদের অভিমত	-	৮৫
৪৩।	মানকাবাত	-	৮৮
৪৪।	মুজাদ্দিদে সানী	-	৮৯
৪৫।	শাজরা-এ ক্বাদেরিয়াহ্ রিযবিয়া	-	৯২

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযার বংশীয় সাজরা

জনাব শাহ মুহাম্মাদ সাঈদুল্লাহ খান
জনাব শাহ মুহাম্মাদ সাআদাত ইয়ার খান
জনাব শাহ মুহাম্মাদ আযম খান
জনাব মৌলানা শাহ হাফিয কাযিম আলী খান
জনাব মৌলানা শাহ রেযা আলী খান
জনাব মৌলানা শাহ নাকী আলী খান
আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা খান (রাহমাতুহে আলাইহে)

জনাব শাহ মুহাম্মাদ সাঈদুল্লাহ খান ঃ আফগানিস্থান কান্দাহারের এক সম্ভ্রান্ত গোত্র বাড়াইচের পাঠান ছিলেন। মোঘল আমলে তিনি লাহোর আগমন করেন। লাহোরের শিশমহল তারই জাইগীর ছিল, অতঃপর সেখান থেকে দিল্লী গমন করলে "শুজাআত জঙ্গ" (রণবীরত্ব) উপাধি লাভ করেন।

জনাব শাহ মুহাম্মাদ সাআদাত ইয়ার খান ঃ মোঘল সাম্রাজ্যের পক্ষ হতে অর্থ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। রোহেলখন্ড এলাকায় এক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দান করলে শাহী ফরমান পৌছে যে, আপনাকে এই প্রদেশের সুবাদার (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করা হচ্ছে কিন্তু তিনি সে সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

জনাব মুহাম্মাদ আযম খান ঃ মোঘল সরকারের উচ্চস্তরের আসনে আসীন ছিলেন। তিনি দিল্লী হতে বেরেলী গমন করেন। সেখানে মহলা মে'মারাটন চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। অল্প দিনের মধ্যে সরকারী দায়িত্ব হতে পৃথক হয়ে এবাদত ও রিয়াযতে কর্মরত হন।

হযরত মৌলানা হাফিয কাযিম আলী খান ঃ বাদায়ুন শহরের তহশীলদার ছিলেন। তৎকালের এই পদটি বর্তমান যুগের "ডি.এম."

পদের পর্যায়ে ছিল। দুইশত আরোহীর ব্যাটেলিয়ান তার সেবায় থাকত। আটখানা গ্রাম তাঁর জাইগীরে দেয়া হয়।

হযরত মৌলানা শাহ রেযা আলী খান ঃ আপন যুগের অতুলনীয় আলিম ও ওয়ালী ছিলেন। তারই যুগ হতে শাসন রং এর পরিসমাপ্তী ঘটে এবং দরবেশীর রং এর প্রভাব পড়ে। কাজেই তিনি পার্থিব কোন পদ গ্রহন না করে দরবেশী জীবন যাপন করেন।

হযরত শাহ নাক্বী আলী খান ঃ স্বীয় পিতা শাহ রেযা আলীর কাছ হতে যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ আলেম, অদ্বিতীয় তর্কবিদ এবং বেনযীর প্রণেতা ও গবেষক।

জন্ম ঃ আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা ফাযিলে বেরেলী ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী মুতাবিক ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শনিবার বেরেলী শহর মহল্লা জসূলীতে জন্মগ্রহন করেন। জন্ম সূচক নাম 'মুহাম্মাদ' ঐতিহাসিক নাম 'আলমুখতার'[১] তার পিতামহ নাম রাখলেন 'আহমাদ রেযা' এবং এই নামটাই সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করল।

জন্মের তৃতীয় বছর ১২৭৫ হিঃ সনের শিরভাগে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ অনুষ্ঠান হয় তার।[২] মৌলানা গোলাম ক্বাদের বেগ বিস্‌মিল্লাহ পাঠ দানের কার্যভার পালন করেন।[৩]

ইমাম আহমাদরেযার মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ। মক্তবে বিস্‌মিল্লাহ পাঠের ঘটনা থেকেই তার এ অসাধারণ মেধাশক্তির প্রমান পাওয়া যায়।

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযাকে তাঁর শিক্ষক মহাশয় আরবী বর্ণমালার পাঠদান করছিলেন।

তিনি শিক্ষকের মুখে মুখে 'আলিফ', 'বা', 'তা', 'সা' পড়ছিলেন কিন্তু যুক্তাক্ষর "লাম আলিফ" পর্যন্ত এসে থেমে যান। শিক্ষক মহাশয় বললেন পড়ছোনা কেন? তিনি উত্তরে বললেন হুযূর! ইতি পূর্বে আলিফ এবং লাম উভয় অক্ষরই তো পড়লাম, আবার পড়বো

১) হায়াতে আলা হযরত, ২) তাযকেরা-এ রেযা, ৩) ফক্বীহে ইসলাম

কেন? পিতামহ তাঁকে শিক্ষক মহাশয়ের অনুকরণ করার নির্দেশ দান করেন।

নির্দেশ পেয়ে আলা হযরত বিচলিত হলেন। পিতামহের বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁর মনে যুক্তাক্ষরের রহস্য জানতে বিরাট কৌতুহল জেগেছে।

মাত্র তিন/চার বছরের সন্তানের মুখে এ অস্বাভাবিক প্রশ্ন ? যুগশ্রেষ্ঠ আলিম সেই দিনই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, এই শিশুটি একদিন দেশবরেণ্য আলিম হবে।

বললেন প্রিয় বৎস্য! তোমার প্রশ্ন যথার্থ। তুমি প্রথমে যে আলিফ পড়েছিলে আসলে তা ছিল "হামযা" আর এটাই হলো প্রকৃত আলিফ। আলিফ যেহেতু সর্বদা সাকিন থাকে। এবং তা দ্বারা কোন পদ বা শব্দ আরম্ভ করা দুস্কর। এহেতু এখানে লাম-এর সহিত আলিফকে সংযুক্ত করে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে।

আলা হযরত আবার প্রশ্ন করলেন আলিফকে উচ্চারণ করার জন্য যদি অন্য অক্ষরের সাহায্য নিতে হয় তবে এ লাম অক্ষরের বিশেষত্বই বা কি?

এ প্রশ্নটি শুনে যুগশ্রেয় আলিম তাঁকে স্নেহভরা বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর উন্নতি কামনা করতঃ বললেন পুত্র! লাম এবং আলিফ এর মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য তো রয়েছে, তাছাড়া উচ্চারণগত সম্পর্ক হলো (লাম) শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষর হলো আলিফ আর আলিফ এর মর্ধ্যবর্তী অক্ষর হচ্ছে লাম।[১]

যুগীয় আরিফ হযরত আলী রেযা উক্ত যুক্তাক্ষরের প্রকাশ্য দিকটি তুলে ধরে এর নিগুঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি কিংবা অনুসন্ধানের পথ সুগম করে দিলেন। এতে তাঁর (আলা হযরত) মধ্যে সুদূর প্রসারী প্রাথমিক অনুভূতি শক্তির সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে এর পূর্ণ বিকাশের সুফল দুনিয়াবাসী স্বআখিতে অবলোকন করেছে।

নিঃসন্দেহে আলা হযরত একদিকে যেমন ইমামে আযমের

১) হায়াতে আলা হযরত

পদানুসারী ছিলেন অপরদিকে তেমন গাওসে আযমের সুযোগ্য নায়েবও ছিলেন।

স্মরণ শক্তি ঃ- দয়ালু দাতা মহান আল্লাহ আলা হযরতকে মেধাশক্তির ন্যায় স্মরণশক্তিও দান করেছিলেন।

শিক্ষক মশায় পাঠ পড়ালে, তিনি দু-একবার পুস্তক দেখে বন্ধ করে দিতেন। এবং হুবহু মুখস্ত শুনিয়ে দিতেন। এদেখে শিক্ষক মশায় অবাক হয়ে পড়লেন। পরিশেষে একদিন বললেন বাবা! তুমি মানুষ আছো না ফারিশ্‌তা? আমাকে পড়াতে সময় লাগে, তোমাকে কন্ঠস্থ করতে সময় লাগেনা।[১]

কোরআন পাঠ ঃ- তিনি ১২৭৬ হিঃ মুতাবিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চার বছর বয়সে পবিত্র কোরআন পাঠ শেষ করেন।[২]

পাঠজ্ঞানের পূর্ণতালাভ ঃ- আলা হযরত মৌলানা গোলাম কাদের বেগ সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এবং নিম্নের ২১টি বিষয়ের শিক্ষা লাভ করেন স্বীয় পিতা হযরত মৌলানা নাক্বী আলী সাহেবের নিকটে। ১) ইলমে কোরআন, ২) ইলমে হাদীস, ৩) ইলমে তাফসীর, ৪) উসূলে হাদীস, ৫) চার মাযহাবের ফিক্‌হ শাস্ত্র, ৬) উসূলে ফিক্‌হ, ৭) আক্বাএদ, ৮) কালাম, ৯) জদল, ১০) নাহু, ১১) সার্ফ, ১২) মা-আনী, ১৩) বয়ান, ১৪) বদী, ১৫) মানত্বিক, ১৬) দর্শণ, ১৭) তর্কবিদ্যা, ১৮) তফসীর, ১৯) জ্যোতিস্ক বিদ্যা, ২০) অঙ্ক, ২১) জ্যামিতি।[৩]

আপন পিতা ছাড়া নিম্নের মনিষীগণের নিকট কতিপয় জ্ঞানাদি অর্জন করেন।

১) সাইয়াদ শাহ আলো রাসূল মারহারবী।
২) সাইয়াদ শাহ আবু হোসাইন নূরী।
৩) শাইখ আহমাদ বিন দাহলান মক্কী।
৪) শাইখ আব্দুর রহমান মক্কী।
৫) শাইখ হোসাইন বিন সালেহ্।[৪]
৬) শাইখ আব্দুল আলী রামপুরী।

১ ও ২) হায়াতে আলা হযরত, ৩ ও ৪) আল ইজাযাতুল মাতীনাহ্।

তিনি পাঠ বিষয় ব্যাতিতও অন্যান্য বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন।

কোন কোন বিষয়ে তো নিজেই আপন প্রকৃতিগত নির্ভূল যোগ্যতার দ্বারা পথ নির্দেশ করেছেন।

এমন সব বিষয়ের সংখ্যা এক বর্ণনা মোতাবেক ৫৪ তে উপনিত হয়।[১] তবে নতুন গবেষণার ভিত্তিতে এক বর্ণনায়[২] ৭১ এবং অন্য বর্ণনায়[৩] ১০৫টি বিষয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। আলা হাযরাত শুধু উপরোক্ত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা নয় বরং প্রত্যেক বিষয়ে কোনো স্মৃতি ও রেখে গেছেন।

যেসব বিষয়ের কথা উপরে বিবৃত করা হয়েছে, সে সবের কোন কোন বিষয় তিনি নিজেই বর্জন করেছিলেন এবং কোন কোন বিষয় গ্রহন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করে বলেন 'আমি ঐদিন থেকে প্রাচীন দর্শন পরিহার করেছি', যেদিন আমি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, তাতে চোখ ধাঁধাঁনো বানোয়াট ছাড়া আর কিছু নেই। আর এ অন্ধকার ও মরিচা এমন ভাবে মানুষকে গ্রাস করে যে, ধর্মকেও গিলে ফেলে এবং সে অন্ধকার এর জন্য পরকালের ভীতি পর্যন্ত হ্রাস পেয়ে যায়।

এজন্য আমি আমার কর্তব্যাদি সম্পর্কে নিবিড়ভাবে চিন্তা করে দেখেছি, আর জ্যোতিস্ক, জ্যামিতি, নক্ষত্র, লগারিথম এবং বেয়াযী বিষয়গুলিতে একারণে আগ্রহ ছিলনা যে, এসবে আমার যথেষ্ট অনুশীলন হবে বরং এর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক তৃপ্তি। এছাড়া সেগুলোর দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ করা এবং বর্ষপঞ্জী তৈরীর বেলায় সাহায্য পাওয়া যায়। যাতে মুসলমানগন নামায, রোযা ইত্যাদির সময় যাচাই করার ক্ষেত্রে উপকৃত হয়।

আমার মনে তিনটি কাজে যথেষ্ট আসক্তি জন্মে–

১) রাসূলকূল সর্দার সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর মর্যাদা রক্ষণ, কেননা প্রত্যেক ধিকৃত ওয়াহাবী তাঁর শানে মানহানীকর

১) হায়াতে আলা হযরত, ২) কোরআন, সাইন্স আউর ইমাম আহমাদ রেযা, ৩) মৌলানা আহমাদ রেযাকি শা-এরী।

মন্তব্য সংযোজন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শণ করতে আরম্ভ করেছে। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমার রব এ সেবাকে স্বীকৃতি দেবেন। এবং প্রতিপালকের দয়ার ক্ষেত্রে আমার এরূপই আস্থা রয়েছে। তিনি এরশাদ করেন, "আমি আপন বান্দার সহিত তার ভালো ধারণা হিসাবেই আচরণ করি।"

২) বিদআতী সম্প্রদায় গুলোর মূলোৎপাটন করণ। যারা ধর্মের দাবীদার অথচ নিছকই কলহকারী।

৩) যথাসাধ্য স্পষ্ট-বলিষ্ঠ হানাফী হাযহাব মুতাবিক ফাতওয়া প্রদান।[১]

আধুনিক জ্ঞানাদিতে পারদর্শিতা

আলা হযরত পূর্বাঞ্চলিক বিদ্যাসমূহের ন্যায় পশ্চিমাঞ্চলিক বিদ্যা-বুদ্ধিতেও পুরো দক্ষতা রাখতেন।

এভাবে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তিনি অতুলনীয় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

ড. স্যার যিয়াউদ্দিন (ভূতপূর্ব ভাইস চান্সেলার, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়) যিনি জ্যামিতি শাস্ত্রে আপন নযীর রাখতেন না, তিনি জ্যামিতির এক সমস্যার সমাধান বার করতে অপারগ হলে, জার্মান যাত্রার জন্য মন্তব্য করেন।

ড. সোলাইমান আশরাফ বিহারী (চেয়ারম্যান, ইসলামী বিভাগ স্টিভেয) তাকে আলা হযরতের সহিত যোগাযোগ করার পরামর্শ দান করেন।

তিনি হাঁসতে হাঁসতে বললেন মৌলানা! এ নামায, রোযার তো কোন মাসআলা নয়, এ জ্যামিতির এক জটিলতথ্য। যার সমাধান বার করতে আমি অক্ষম হয়ে রয়েছি। একজন মৌলবী এ বিষয়ে কি বলবে?

কিন্তু মৌলানা বিহারী চরম বিনয় ও নম্রতার সহিত তাকে বার বার উক্ত পরামর্শই দেন। অতঃপর সাইয়েদ সাহেব ড. সাহেবকে সঙ্গে করে বেরেলী তশরীফ নিয়ে যান আলা হযরতের সেবায়। সে

১) আল ইজাযাতুল মাতীনাহ্।

সময় আলা হযরতের শরীর ছিল অসুস্থ। অথচ ড. সাহেবের পেশকৃত সমস্যার সমাধান দান করেন কয়েক মিনিটে। এ দৃশ্য দেখে ড. সাহেব আলা হযরতের চেহরা পানে চেয়ে রইলেন এবং মৌলানা বিহারীকে বললেন "বন্ধু! এ ধরণের নবীন আলেম আজ বিরল।"

মহান আল্লাহ তাঁকে এরূপ জ্ঞান দান করেছেন যে বিবেক চিন্তান্বিত।

ধর্মীয় ইসলামী জ্ঞানাদিসহ জ্যামিতি, আলজেবরা, মুকাবালাহ এবং সময় বিজ্ঞান যাবতীয় বিষয়দিতে এপ্রকার পান্ডিত্য ও পারদর্শিতা যে আমার বিবেক চক্ষু বহু চিন্তা ভাবনার পরও সমাধান অবলোকন করতে অক্ষম হয়েগেল।

অথচ হযরত কয়েক মিনিটের মধ্যে উত্তর দান করলেন। বস্তুতঃ এ ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার এর উপযুক্ত। কন্তু নির্জনবাসী বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে পৃথক এবং খ্যাতির অভিলাসী নন।

মহান আল্লাহ তাঁর ছায়া প্রতিষ্ঠা রাখুন এবং তাঁর ফাইয ব্যপক হোক।

মৌলানা! আমি আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আপনি আমার সঙ্কট দূরিভূত করলেন এবং বড় বিপদ হতে নিরাপত্তা দান করলেন।[১]

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান ব্যক্তিবর্গ

ইসলামনের খাঁটি সেবক আলা হাযরাত আধুনিক বিজ্ঞানের মহান ব্যক্তিবর্গ যথা কপারনিকাস, আইজাক নিউটন, আলবার্ট আইন স্টাইন, আলবার্ট এফ পোর্ট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের তথ্যাবলী থেকে ভীত হয়ে ইসলামী নীতি সমূহের মধ্যে ব্যাখ্যা করতঃ উভয়কে একমুখি করার অনর্থক প্রচেষ্টা করেননি। আর না তিনি সে সবের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আধারগুলোর দূর্বলতা এভাবে ব্যক্ত করেন যে, এসব জড়পূজারী ধর্মহীনদের জ্ঞান দৃষ্টির ফল স্বরূপ। অথচ ইসলামের সত্যতা বিবেকের উপর নির্ভর করেনা। যেমন কি বহু আলিম এরূপ বক্তব্য দ্বারা নিজেদের আঁচলকে নিরাপদে রাখেন। বরং প্রকৃত তথ্যাবলীর ভীত্তিত্বে নিখুঁত তদন্তের পর বৈজ্ঞানিকদের

১) ইকরামে ইমাম আহমাদ রেযা।

যেগুলো দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী নীতিমালার অনুকূল সাব্যস্ত হলো সেগুলো দ্বারা ইসলামের সেবা গ্রহন করেন। আর যেগুলো প্রতিকুল, সেগুলোকে তাদেরই নীতি পদ্ধতি সমূহের দ্বারা খন্ডন করেন।

ঠিক এরূপ যেরূপ লৌহ-লৌহকে কর্তন করে। সুবিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হাকিম আলীর নামে এক পত্রে এরশাদ করেন, "অধমের বন্ধু! বিজ্ঞান এভাবে মুসলমান হবেনা যে, আয়াত ও শরয়ী স্পষ্ট উক্তিগুলির অর্থহীন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ইসলামী মাসআলাগুলিকে বিজ্ঞানের মোতাবেক করে নেওয়া হয় তাহলে ইসলাম বিজ্ঞানকে কবূল করল, বিজ্ঞান ইসলামকে নয়।

সে মুসলমান এভাবে হবে যে, যত ইসলামী মাসআলা সমূহে তার দ্বিমত রয়েছে, সে সবে ইসলামী মাসআলাকে দীপ্ত করা হোক এবং সাইন্স এর দলীলগুলোকে অগ্রাহ্য ও ধুলিসাত করা হোক এবং প্রয়োজনে জায়গা বা জায়বা তারই নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে ইসলামী মাসআলাগুলোকে সাবস্ত করা হোক এবং খন্ডন করে একে নিরোত্তর করা যাক, এভাকে বিজ্ঞান আয়ত্বে আসবে।

এবং আপনার ন্যায় বুদ্ধিজীবি বৈজ্ঞানিক এর জন্য মহান মৌলার নির্দেশে এ কিছু মাত্র দুস্কর হবেনা।[1] ইসলামের আধারে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান সেবা বিস্তারিত আকারে দেখার ইচ্ছুক হলে, নিম্নের পুস্তকগুলির অধ্যায়ন যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করি। জায়গার সংকীর্ণতা বিস্তৃত বিবরণের অনুমতি দিচ্ছেনা। সুতরাং এ বিষয়কে এখানেই ইতি করলাম।

১) ফাউযে মুবীন দারবাব্দে হারকাতে যামীন,
২) মুঈনে মুবীন মাহরে দাওরে শামস্ ও সুকুনে যমীন,
৩) নুযুলে আয়াতে ফুরকান বে সুকুনে যামীন ও আসমান ইত্যাদি।

১) ক) ফাউযে মুবীন, খ) মুঈনে মুবীন।

রাজনৈতিক সেবা

রাজনৈতিক বিষয়ে মহা নবী এরশাদ করেন,

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلماهلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تامرنا قال فوا البيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سالهم عما استرعاهم -

বানী ইসরাইলদের রাজনীতি ভার নবীগনের হস্তাগত ছিল, একজন নবী পর্দা করলে, অন্য নবী তার প্রতিনিধিত্ব এর আসনে আসীন হতেন আর আমার পরে কোন নবী নেই এবং অচিরে খলীফা হবে এবং অধিক হবে। লোকেরা আরয করল, সুতরাং আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দান করছেন? তিনি বললেন, যার প্রথমে বাইয়াত করেছ তার বাইয়াত (প্রতিজ্ঞা) রক্ষা কর এবং তাদের প্রাপ্য আদায় কর, আল্লাহ যে দায়িত্ব তাদেরকে প্রদান করেছেন সে ব্যাপারে তাদের থেকে বুঝে নিবেন। (মুসলিম খঃ ২)

সম্ভবতঃ ড. ইকবাল উক্ত হাদীসের অনুবাদ করতঃ বলেন,

"রাজতান্ত্রিক ভীতি হোক কিংবা গনতান্ত্রিক শাসন, রাজনৈতিক দায়িত্বভার হতে পৃথক হলে চেঙ্গেজীই (অন্যায়-অবিচার) থেকে যবে।"

যেহেতু আলা হাযরাত এক ধার্মিক অধিবিদ্য, মহান কবি ও সাহিত্যিক, উচ্চস্তরের দূরদর্শী পরীক্ষক এবং মনোনিত রাসূল প্রেমিক ছিলেন এবং প্রীতির ধর্ম ও স্বভাব হচ্ছে প্রেমাস্পদের পদাঙ্কানুসরণ করা এহেতু তিনি সারাটি জীবন নবী সুন্নাতের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে স্থীর থাকলেন। আর যেহেতু রাজনীতি নবীত্বজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ আচরণ সেহেতু ইমাম আহমাদ রেযা অন্যান্য সুন্নাতসহ নবীত্ব রাজনীতিকে আকড়ে ধরলেন। যেন ধর্মকে চেঙ্গেজী ধংসপাত হতে নিরাপদে রাখতে পারা যায়। তার রাজনৈতিক জীবনকে অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে, তার জন্ম হতে পর্দাগমন যাবৎ সমস্ত রাজনৈতিক

দিকগুলি প্রচন্ড ভয়ঙ্কর ও ভীষণ অসমাধান জনক ছিল। কখনো অসহযোগ আন্দোলন, কখনো হিজরত আন্দোলন আবার কখনো হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিপ্লব ইত্যাদি। কিন্তু আলা হযরতের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সুক্ষচিন্তাধারা ছিল প্রখর উজ্জ্বল।

অতএব অসহযোগ আন্দোলনে তিনি শুধু ইংরেজদের সহিত অসহযোগিতার পক্ষে ছিলেন না।

বরং তিনি হিন্দুদের সহিতও অসহযোগিতার নির্দেশ দান করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মত ছিল "আল কুফরো মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ" অর্থাৎ কুফর একই ধর্ম। তিনি বলেন "প্রীতি গঠন করা প্রত্যেক কাফির ও মুশরিকের সহিত হারাম। যদিও সে যিম্মী কাফির হোক। যদিও সে আপন পিতা, পুত্র, ভাই, আত্মীয় হোক। তিনি প্রত্যেক কাফির ও মুশরিককে ইসলামের কঠোর শত্রু মনে করতেন। যেহেতু তিনি অতীত ও বর্তমানে তাদের ধুর্তামি ও প্রবঞ্চনার প্রতি প্রতক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

তিনি বলেন, "কাফির হার ফার্দো ফির্কা দুশমানে মা-রা মুর্তাদ মুশরিক যাহুদো গিবরো তার্সা।"

সমুদয় প্রকারের কাফির আমাদের শত্রু, সে মুর্তাদ হোক কিংবা মুশরিক চাই ইহুদী হোক কিংবা খ্রীষ্টান।

অতঃপর তিনি এক স্থানে শত্রুর মনের বাসনা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেন, শত্রু স্বীয় শত্রুর বিষয়ে তিনটি ব্যবস্থাগ্রহন করে থাকে যথা–

১) তার মৃত্যু, যাতে বিবাদের বিনাশ ঘটে যায়।

২) যদি তা না হয় তাহলে তাকে দেশান্তর করণ, যেন সে তার কাছে না থাকে।

৩) আর যদি এও না হয়, তাহলে অন্তিম উপায় হল তাকে অক্ষম করে রাখা যাতে সে অধমত্বর জীবন অতিবাহিত করে। বিরোধীগন আমাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহন করলেন। অথচ তারা (মুসলিম) অচেতন হয়েই রয়েছেন। এবং তাদেরকে মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্খীই অনুভব করতে আছেন।

প্রথমতঃ যুদ্ধের ইঙ্গিত হলো, এর পরিস্কার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়

মুসলিমদের ধ্বংসপাত করণ।

দ্বিতীয়তঃ যখন এ বিফল হয়ে দাঁড়ালো তখন হিজরত আন্দোলন পরিচালনা করা হলো, যে কোন প্রকারে এরা বিতাড়িত হোক এবং দেশ আমাদের কাবাডী খেলার জন্য থেকে যাক এবং এরা বিনামূল্যে নিজেদের সম্পদ কোড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে ছেড়ে যায়। অতঃপর যে কোন রূপেই হোক, দেশ আমাদের অধীনে হওয়া দরকার। এবং তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা এবং মাযারগুলো আমাদের পদ-দলিত হওয়ার জন্য থেকে যাবে।

তৃতীয়তঃ যখন এও ফলপ্রদ হল না তখন অসহযোগ আন্দোলনের কুব্যবস্থা গ্রহন করা হয় যে, তোমরা চাকুরী ছেড়ে দাও, কনসেলে ভর্তি নিতে হবে না, ট্যাক্স আদায় করতে হবে না, উপাধি প্রত্যাহার কর। শেষ উপদেশটি এজন্য লাগু করা হয় যে, বাহ্যিকে যা মুসলিমের সম্মান রয়েছে সেও যেন নির্মূল হয়ে যায়। এবং প্রথম তিনটি[১] উপদেশ এজন্য দেয়া হয় যে, যেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং মহকুমাতে হিন্দুরাই বহাল থেকে যায়।

অতএব যেকালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আপন গতিপথে এগিয়ে পড়ল এবং তার ধুর্তামি প্লাবন সাধারণ তো সাধারণ এমনকি অসাধারণদেরকেও স্বীয় আঁচলে নিয়ে নিল তদুপরি আলেমগনও তার ছলনা ফাঁদ হতে মুক্ত থাকতে পারলেন না। তখন আলা হযরত চুপ করে না থেকে, তাদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বললেন "তারা কি ধর্মের ভীত্তিতে আমাদের সহিত কলহ সৃষ্টি করেনি, গাভী কুরবানীকে লক্ষ করে তাদের ভীষণ অন্যায় অনাচার কি ঠান্ডা হয়গেছে? কাটারপুর আরা এবং বিভিন্ন স্থানের ভয়ঙ্কর নাপাক অত্যাচার যেসব বর্তমানে ঘটেছে, সে সবের চিত্র কি মস্তিস্ক হতে মুছে গেছে?

নিষ্পাপ মুসলিমদেরকে নির্দয়ে হত্যা করা হলো, কেরাসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারা হল। নাপাকরা পবিত্র মসজিদগুলিকে ধুলিসাৎ করল, পবিত্র কোরআনের কাগজগুলিকে তন্য তন্য করে পুড়ানো

১) আনওয়ারে রেযা।

হলো এবং এপ্রকারের আরও কার্য কলাপ রয়েছে যে সবের নাম উচ্চরণ করলে কলেজায় কম্পন সৃষ্টি হয়।

তিনি আরও বলেন, সম্মানীয় নিষ্পাপদের রক্তপাত, পবিত্র মসজিদগুলির শাহাদাত বরণ, কোরআনের অবমাননা, এসমস্ত সেই অপবিত্র রক্তপাতকারী সভাসমূহের ফলাফল নয় তো আর কি?

আপনি যে কোন শহরে, যেকোন কাসবায়, আর যেকোন গ্রামে পরীক্ষা করে নিতে পারেন তা এভাবে যে, নিজেদের ধর্মীয় কুরবানীর উদ্দেশ্যে গাভীকে জবাই করেন, দেখতে পাবেন যে সমস্ত এরাই তোমাদের কঠোর শত্রু হয়ে সামনে আসবে। অথচ এরাই তোমাদের সাদরের ভাই, এরাই তোমাদের মুখরচিত বুযুর্গ, এরাই তোমাদের মালিক, এরাই তোমাদের পথ পরিদর্শক। এরা তোমাদের প্রাণ হরণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে কি না?

যান এগুলো ছাড়েন। বর্তমানে হিন্দুদের মুখ্যনেতা শুধু তাই নয় তোমরা হিন্দু পূজোকদের বাহ্যিক ইমাম এবং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলের নরপতি অর্থাৎ গান্ধীজী পরিষ্কার বলে দেন নি যে, মুসলিমরা যদি গাভী কুরবানী পরিহার না করে, তাহলে আমি তরবারীর ভীতি প্রদর্শন করিয়ে বর্জন করাব। আলা হযরতের অন্তরজগতে মুসলিমের সফলতা ও বিজয়লাভের মন বাসনা পুরোদমে বিরাজ করছিল।

তিনি মুসলিম সমাজকে অবনতির নিকৃষ্ট অবস্থা হতে মুক্তিদানের ভরপুর চেষ্টা চালাতে থাকেন এবং কাফির ও মুশরিকদের ছলনা ও চাতুরিগুলিকে দর্পনের ন্যায় পরিলক্ষিত করাতে থাকেন। সুতরাং তিনি মুসলিম গোষ্ঠীকে জীবনপথ এবং অমর রাস্তা প্রদান করতঃ চারটি মূল্যবান প্রস্তাব প্রদর্শন করেন যথা–

১) মুসলিম স্বীয় ধর্ম প্রচারের প্রতি ধ্যান দেন।

২) অপচয় করে পানির ন্যায় টাকা-মুদ্রাগুলোকে মুকাদ্দামা সমূহে প্রবাহিত না করেন।

৩) মুসলিম শুধু মুসলিম ব্যবসিকদের কাছে ক্রয়-বিক্রয় করেন।

৪) ধনবান মুসলিম মুসলিমদের জন্য ইসলামী নীতি পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের সুব্যাবস্থা গ্রহন করেন। হায় দুর্ভাগ্য! আলা হযরতের

উল্লেখিত চারটি প্রস্তাবাদি যদি কার্যকর হতো, তাহলে আমাদের সমাজ কোন স্তরের সফলতা লাভ করত, তার মাত্র কল্পনা করতে পারা যায়। বর্তমানে আমরা অধমত্ব ও দাসত্বের জীবন হতে মুক্তি লাভ করতাম এবং সম্মান ও পদ মর্যাদা আমাদের ভাগ্যে পরিণত হতো। এভাবে আমরা আলা হযরতকে সমাজের এক শ্রেষ্ঠ সহায়ক, মঙ্গলকামী, হিতাকাঙ্খী এবং রাজনীতিবিদ বলতে পারি। সুতরাং আলা হযরতের চারটি মাহাত্বপূর্ণ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করতঃ করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী জ্ঞানাদি বিভাগের অধ্যাপক ড. আঃ রাশীদ লিপিবদ্ধ করেন, অথবা হযরাত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিমবর্গের জন্য ব্যাঙ্ককারীর প্রস্তাব রেখেছিলেন এটা এ কারণে যে সেকালে শুধু ইংরেজ ও হিন্দুগন ব্যাঙ্ককারী করতেন।

মুসলিম জমিদারেরা ব্যঙ্ক হতে ঋণ নিতেন এবং অতিরিক্ত সুদের কবলে এসে নিজেদের জমি জায়েদাদকে তারা বাধ্যত বিক্রি করতেন এবং পরিশেষে নিজেদের অঞ্চল হতে রাজনৈতিক প্রভাবকে বিনষ্ট করতেন। জীবিকার্জন শক্তি এমন এক অস্ত্র যেটা যেকোন সমাজকে রাজনীতি ক্ষমতা প্রদান করে থাকে। আমরিকার অবস্থা সমূহ ইহুদী জীবিকার্জনের প্রতি আক্রান্ত হওয়ার জন্য আমরিকার মত বলিষ্ঠ সাম্রাজ্য হতে নিজেদের ইচ্ছা মুতাবিক বিচার করিয়ে থাকেন। আরব সাম্রাজ্যগুলি জীবিকার্জন শক্তিকে অনিয়মিত ব্যবহার করার জন্য ইসরাইলদের সামন অক্ষম দৃষ্টিগোচর হয়।

সুতরাং করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইবলাগে আম্মা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুদ্দিন আলা হযরতের রাজনৈতিক সেবার সুনাম করতঃ স্বীয় এক মন্তব্য বার্তায় লিখেছেন, আলা হযরতের যুগ ঐযুগ ছিল যাতে তিনি মুসলিমদের সহিত ইংরেজদের অপব্যবহারকে খব যথারীতি প্রকাশ করেছেন। তিনি আঁচ করলেন যে, হিন্দুরা নিজেদের পার্থিব উন্নতির জন্য অন্তর ও মস্তিস্কে প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং যার ফলে মুসলমানগন স্বীয় সম্মান ও অস্তিত্বকে বিক্রী করে দিয়েছেন। হিন্দুরাও জানেন যে, যখনি ইংরেজগন ভারত হতে পলায়ন করবেন, আমরাই তাদের সামনে উপবিষ্ট থাবক এবং

নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠকে কেন্দ্র করে মুসলিম হত্যার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিনত করব।

মুসলিমদেরকে গভীর তন্দ্রা হতে সচেতন করার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের পাণে ধ্যানপাত করলেন। যাতে ইংরেজ ও হিন্দুদের চক্রান্ত মূলক আক্রমন থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক বহাল থাকে।

আলা হযরত এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে পার্থক্য এছিল যে, তিনি সমাজের নাড়ীর পরিচয় রাখতেন এবং তারা সাধারণের নাড়ীর পরিচিতি রাখতেন। পাকিস্তানের ভূতপূর্ব অর্থ মন্ত্রী মৌলানা কৌসার নিয়ামী বলেন, "সর্বাগ্রে একথা বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, ইমাম আহমাদ রেযা পলিটিশন নয়, স্টেটসমেন ছিলেন। রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, মুদাব্বির (দূরদর্শী) ছিলেন। পলিটিশন তথা রাজনৈতিক নেতা সাধারণদের মনবাসনাসমূহের পিছনে চলেন অথচ স্টেটসমেন ভবিষ্যৎ ভেবে অবস্থা সমূহের দিক নির্নয় করেন।[১]

তাঁর দূরদর্শিতা এই ছিল যে, যখন মুহাম্মাদ আলী জিন্না এবং ড. ইকবাল এক জাতিতত্বের কথা বলছিলেন তখন আলা হাযরাত দ্বিজাতি তত্বের কথা উথাপন করেন। প্রথমে মুসলিম নেতাগন এর গুরুত্ব আঁচ করলেন না। অতঃপর বিচক্ষণ নেতারা একথার মাহাত্ব উপলব্ধি করেন বলে মুহাম্মাদ আলী জিন্না ও ড. ইকবাল দ্বিজাতি তত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

তিনি এক জাতি তত্বের বিরুদ্ধে সেই সময় ধ্বনি উত্তোলন করেন যখন আলী জিন্না ও ইকবাল ও তার মূলফগ্রন্থি বন্ধনে বন্দী ছিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করা যায় তাহলে দ্বিজাতি তত্বে আলা হযরত ছিলেন গুরু এবং এই দুইজন ছিলেন শিষ্য।

পাক আন্দোলন কোন মুহূর্তে উন্নতি লাভ করত না যদি তিনি বছরাধিক পূর্বে মুসলমানদেরকে হিন্দুদের ছল-চাতুরি হতে জ্ঞাত না করতেন।[২]

১ ও ২) ইমাম আহমাদ রেযা এক হামাজিহাত শাখসিয়াত।

ইংরেজদের আদালত, সাম্রাজ্য এবং তাদের শাসকদের প্রতি ঘৃণা

আলা হযরত ইংরেজদের আদালত ও কোর্টগুলির প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি তাদের আদলাতসমূহ হতে উপায় প্রার্থনাকে ইসলাম এবং জীবিকার্জনের দিক দিয়ে ধ্বংশকারী মনে করতেন।

সুতরাং ১৩৩১/১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিমগনের অবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে কতগুলো কার্যপ্রণালী পেশ করেছিলেন। তন্মেধ্যে প্রথম তদবীর এ ছিল, "কিছু বিষয়াদি যে সবে সরকারের হাত রয়েছে, সে সব ছাড়া নিজেদের সর্ব প্রকারের লেন-দেন নিজেদের মধ্যে করত এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান নিজেই করত। এসব কোটি কোটি টাকা, স্টাম্প ওকালতির পিছনে ব্যায় হয়ে যাচ্ছে, শতাধিক বাড়ী-ঘর ধ্বংশ হয়ে গেল এবং হয়ে যাচ্ছে, এথেকে দূরে থাকত।[১]

অতঃপর মুসলিমগনের অলসতা ও অজ্ঞতাকে উল্লেখ করে উক্ত প্রস্তাবের সফলতার অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন, "প্রথম প্রস্তাবের উপর এ আমল যে, ঘরের বিচারগুলো আপন দাবী হতে কম হলে, গ্রহনীয় নয়। আর কছোরী গিয়ে যদিও বাড়ীর বাড়ী ধ্বংশ হয়ে যায়, সেও শান্তচিত্তে পছন্দনীয়। আপনি কি সেগুলো সমস্যার রূপগুলিতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন।[২] فهل انتم منتهون

তিনি উপায়টি দান করে একদিকে মুসলমানগনকে আদালত হতে বাধা দেন এবং অপরদিকে ইংরেজদের সহিত অসহযোগিতার চিরপথ পরিদর্শন করেন। যা দ্বারা তাদের উপকারই হয়, অপকার না হয়। তিনি উত্তেজিত অসহযোগিতার পক্ষে ছিলেন না। যা দ্বারা উপকার কম, অপকার বেশী। তিনি শুধু জীবিকার্জনের দিকদিয়ে ইংরেজদের আদালত হতে উপায় প্রার্থনাকে খারাপ মনে করতেন, তা নয়। বরং সেটাকে ইসলামের সম্মানের প্রতিকুল মনে করতেন যে, যে সমাজে বিচার দানের উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদীসকে বিচারক

১ ও ২) তদবীরে ফালাহ্ ও নাজাত ও ইসলাহ্

স্বরূপ ধার্য করা হয়েছে তারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের আদালতে গিয়ে ইসলামকে লাঞ্ছিত করে।

সুতরাং জুমার "দ্বিতীয় আযান" এর মাসআলাকে ভিত্তি করে তাঁরই মত বাহক এবং স্নেহপরায়ন আলেমদের অনুগামীরা ইমাম আহমাদ রেযার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনার মন্তব্য করেন। তিনি এ থেকে অবগত হলে, নিজের এক খালীফা শাহ আব্দুস সালাম জবলপুরীকে বড় দুঃখের সাথে খবর দেন এবং লিপিবদ্ধ করেন, বিরোধীগন অপারগ হয়ে ওয়াহাবীদের নীতি গ্রহন করতে চাচ্ছেন বরং খ্রীষ্টানদের কাছে অভিযোগ। وحسبنا الله ونعم الوكيل দুআ করুন। পবিত্র মহান মৌলা উক্ত খারাপ মন্তব্য এবং অন্যান্য কষ্টদায়ক মানহানীকর পাপাসক্ত ইচ্ছাগুলো যে সবের উপর বৈঠক হয়ে একমত হয়েছে, তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন। কবূল কর হে বিশ্ব বিধাতা।[১] যখন বিরোধীগন ইংরেজী আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন এবং ইমাম আহমাদ রেযার নামে সমন জারি হল তখন যেটা ঘটে, সেটার বিবরণ এক প্রতক্ষদর্শী সাইয়াদ আলতাফ আলী বেরেলবীর ভাষায় শুনুন, "এভাবে হযরতের যুগ ছিল যে, তিনি ইংরেজের আদালতে যাবেন না। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ঘটনা যা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি তা হলো এই যে, বাদায়ুনী আলেমগনের সঙ্গে নামাযে জুমার "আযানে সানী" মেম্বার সংলগ্ন হবে, না মসজিদের চত্তরে, এনিয়ে মতভেদ ছিল। যার কারণে ঘটনাটি মামলা মুকাদ্দামা লড়ায়ের পর্যায়ে পৌছে গেল। বাদায়ুনীগন বাদী ছিলেন এবং তারা নিজেদের শহরের আদালতে মুকাদ্দামা উপস্থিত করেন। মৌলানা সাহেবের নামে আদালত থেকে সমন এল। তদুপরি তিনি উপস্থিত না হলে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় শহস্রাধিক ভক্তরা মৌলানা সাহেবের বাড়ীতে সমাবেত হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় বরং আশপাশের রাস্তা ও গলিতে নিয়মিত ভাবে তাব খাটিয়ে দিলেন। দিবা-রাত্রি এ রকম সংকল্পের সহিত সাবধানতা

১) ইকরামে ইমাম আহমাদ রেযা,

Ya Nabi.in

অবলম্বন করলেন যে, যখন তাঁরা প্রাণ ত্যাগ করে দিবেন তখন কানুনের কর্মীগন মৌলানাকে স্পর্শ করবে।[১]

আলা হযরত ইংরেজদেরকে ইসলামের চিরশত্রু মনে করতেন। অতএব তাদের আদালতে উপস্থিতিকে ও ইসলামের অবমাননা বলেই অনুভব করতেন।

মনে হয় এসমস্ত প্রমানাদির ভিত্তিতে সাইয়াদ আলতাফ আলী বেরেলবী এ মন্তব্য করেন যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আধারে হযরত মৌলানা আহমাদ রেযা অবশ্যয় স্বাধীনতাকে পছন্দ করতেন।

ইংরেজ এবং ইংরেজী সাম্রাজ্য হতে তাঁর আন্তরিক ভাবে ঘৃণা ছিল। "শামসুল ওলামা" এবং এধরণের কোন উপাধি ইত্যাদি অর্জন করার তাকে এবং তার সন্তানদ্বয় মৌলানা হামিদ রেযা ও মুস্তাফা রেযা সাহেবকে কোন সময় ধ্যান হয়নি।

রাজ্যের ব্যবস্থাপক এবং যুগ শাসকদের সহিত আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না।[২]

তিনি ইংরেজদের আদালতের সাথে তাদের সরকার হতে ও ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দলোনদ্বয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ অসহযোগ অন্দোলনের কিছু সংখ্যক নেতারা কয়েক বছর পূর্বে তুর্কিদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের রক্ষনার্থে মুসলিম সৈন্যগনকে প্রেরণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রমুখ নেতা মৌলানা মঈনুদ্দিন আজমেরী একথাকে স্বীকার করেন অথচ তিনি আলা হাযরাতের সহিত বিরোধীতা রাখতেন। অসহযোগ আন্দোলনের একটি প্রস্তাব নং ৫ এও ছিল যেটাকে দুই বুযুর্গব্যক্তি (মৌলানা আহমাদ রেযা এবং মৌলানা আশরাফ আলী) সমর্থন করেছেন এবং সেটা এই যে, বৃটিশ সরকারকে সৈন্য সাহায্য না দেয়া হয়।[৩] তিনি ইংরেজ রাজাদের প্রতিও অবজ্ঞা রাখতেন।

১ ও ২) রোযা-নামায, করাচি ক্রমিক সংখ্যা ২৫, জানুয়ারী ১৯৭৯
৩) কালেমাতুল হক মুদ্রিত দিল্লি ১৯২৫

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ যে তিনি খামের উপর টিকিটও উল্টো করে লাগাতেন। সাইয়াদ আলতাফ আলী বেরেলবী লিপিবদ্ধ করেন, "সাইয়াদ আলহাজ আইউব আলী রেযবীর বিবরণ মোতাবেক হযরত মৌলানা ডাক-এর টিকিট খামের উপরে সর্বদায় উল্টো ভাবে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ রাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড ওয়ার্ড এবং পঞ্চম জার্জ এর মস্তক নিচে।"[১]

ড. ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটির অধ্যাপক আবরার হোসাইন এক পত্রে লিপিবদ্ধ করেন, "গতকাল এক বিদ্যার্থি আলা হাযরাতের পত্রের ফটো প্রেরণ করল। আলা হযরতের ঠিকানা লিখার নিয়ম অনেক চিত্তাকর্ষক এবং রাজনৈতিক তত্ত্বাবলীকে প্রকাশ করে।

ঠিকানা লিপিবদ্ধ করতঃ তিনি রাণীর মাথা নিচে রাখেন অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে শুরু করেছেন।[২]

আলা হযরত এও চাইতেন না যে, খামের উপর বেশী টিকিট ব্যবহার করে, ইংরেজ সরকারকে সাধারণ উপকারও দেয়া হোক।

মারাঠ নিবাসী এক ধর্ম প্রিয় উচ্চস্তরের ধনবান হাজী আলাউদ্দীন একটি মাসআলা জানার জন্য মৌলবী মুহাম্মাদ হোসাইন মারাঠীর সহিত আলা হযরতের সেবায় হাযির হন, "হযরত জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার পত্রাদি আসে সে সবে টিকিট অনেক থাকে। অথচ /. খাম পাওয়া যায়।" হাজী সাহেব বললেন হুযূর /. এর টিকিট তো সাধারণ মানুষদের চিঠিসমূহে ব্যবহার করা হয়। এরশাদ করলেন "অর্থহীন খ্রীষ্টানদের কে টাকা দান করা কিরূপ?

হাজী সাহেব সমর্থন করলেন এবং পরিত্যাগের অঙ্গিকার দিলেন।[৩]

---

১) আখবারে জং করাচি সংখ্যা নং ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৯

২) চিঠি অধ্যাপক আবরার হোসাইন বিজ্ঞান বিভাগ আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটি, ইসলামাবাদ, লিখিত ২৫ নভেম্বর ১৯৮০

৩) হায়াতে আলা হাযরাত ১ম খন্ড।

তৌহীদ তথা একত্ববাদ

আলা হযরত ফাযিলে বেরেলী নিখুঁত তৌহীদের ধারক ও বাহক ছিলেন। এর বিপরীত কোন উক্তি বা যুক্তিকে আদৌ স্থান দেননি। তিনি তৌহীদের এরূপ পাঠদান করেন যে, অন্যান্য তৌহীদীগন তৌহীদের দাবীদার প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও তদ্রুপ পাঠ দানে সক্ষম হতে পারেন নি।

নবী পাকের আলোতে তার বক্তব্য এছিল যে তৌহীদের উপর ঈমান বা পুরো বিশ্বাস তখনি সঠিক বলে গন্য হবে, যখন রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ এর পবিত্র সত্ত্বা এবং তার সমস্ত বৈশিষ্ট ও কামালকে তার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় আর সমূদয় কলঙ্ক ও দোষত্রুটিকে তার সম্বন্ধে অসম্ভব বলে বিশ্বাস স্থাপন করা হবে। অন্যথায় সেটা তৌহীদ হবে না, বরং সেটা হবে প্রবৃত্তির অনুগামী তৌহীদ।

মহান আল্লাহ এর চিরজ্ঞানী হওয়া তাঁর পাক সত্তার জন্য এক জরুরী বৈশিষ্ট। কেহ যদি তাঁর অবিনশ্বর জ্ঞানের ক্ষেত্রে একথা বলে যে, "তিনি যখন চান অদৃশ্যকে জেনে নেন।" সে তাঁর অনাদি জ্ঞানকে অস্বীকার করল, সর্বদায় উপস্থিত বলে সমর্থন করলনা। বরং ইচ্ছার অধিনে ভেবে তাঁকে অনিচ্ছাকালের জন্য অজ্ঞ ভেবে ফেলল অথচ এ মহানের সত্ত্বার ক্ষেত্রে এক বিরাট কলঙ্ক যা থেকে সেই পাক জাতের পবিত্র হওয়া জরুরী। কাজেই বলতে বাধ্য যে, সে একাকী মহান খোদার পরিচয় রাখেনা বরং অজ্ঞতার কলঙ্কধারী কোন অপর বস্তুকে খোদা ভেবে রেখেছে। অতএব তৌহীদের উপর তার বিশ্বাস কোথায়? এভাবে সত্যবাদী হওয়া মহান বিচারপতি আল্লাহ-এর বিষয়ে এক আবশ্যকীয় কামাল, তাঁর মিথ্যুক হওয়া অসম্ভব।

কেহ যদি সেই পবিত্র সত্ত্বার বিষয়ে একথা ব্যক্ত করে যে, "তিনি মিথ্যা বলতে পারেন" সে চির সত্যবাদী মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে এরকম দোষধারী কোন অন্য জিনিসকে খোদার নাম দিয়ে খোদা ভাবছে। সে যখন আল্লাহ এর সঠিক পরিচিতি পেলনা, তাহলে তৌহীদের উপর তার ঈমান কি করে থাকল। এই ধরাধামে তৌহীদ এর বিষয়ে বিভিন্ন মতালম্বী লোক দেখাতে পাওয়া যায়।

কেহ বলল যে আল্লাহ এর কোন অস্তিত্ব নেই এ কথা নাস্তিকগন বলে থাকেন।

কেহ বলল আল্লাহ এর অস্তিত্ব রয়েছে, তবে তিনি সমসগ্রজগতের একাকী স্রষ্টা নন। বরং তিনি শুধু আক্বলে আওমাল কে সৃষ্টি করেন। আবার কেহ আল্লাহর চিরজ্ঞানকে অস্বীকার করে তার পবিত্র সত্ত্বাকে কলঙ্কিত করে, এভাবে এরা তৌহীদের দাবীকর হয়েও আসল তৌহীদের পরিচিতি লাভে সক্ষম হলেন না। এমনকি তৌহীদ-এর সাথে তাদের দূরের ও কোন সম্পর্ক থাকলনা।

আলা হযরত ফাযিলে বেরেলী তৌহীদের খাঁটি পরিচয় দান করতঃ লিপিবদ্ধ করেন, বস্তুর অস্বীকৃতি তিনটি নিয়মের ভিত্তিতে হয়ে থাকে

১) প্রথমতঃ- বস্তুটিকে অস্বীকার করা যেমন কেহ বলল মানুষ বলতে কিছু নেই।

২) দ্বিতীয়তঃ- তার অবশ্যকীয় গুন সকলকে অস্বীকার করা যথা কেহ ব্যক্ত করলো, "মানুষ এর অস্তিত্বকে স্বীকার করছি। তবে এ এমন জিনিস যাকে প্রাণী কিংবা নাতিক বলা যাবে না।"

৩) তৃতীয়তঃ- তার প্রতিকূল সমূদয় গুনকে তার জন্য সাব্যস্ত কর। ধরুন কেহ বলল, "মানুষ বলতে গর্ধব বা অশ্যপ্রাণী সুতরাং পরের দুইজন যদিও ভাষা দ্বারা মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতিদান করল কিন্তু তারা বস্তুত মানুষের পরিচয় রাখেনা। তারা নিজেদের বাতিল ধারনায় এমন এক জিনিসকে মানুষ ধারণা করে রয়েছে, যেটা কোন ক্রমেই মানুষ নয়।

অতএব মানুষের অস্বীকৃতি এবং তা থেকে অজ্ঞাতার বিষয়ে এই দুইজন এবং প্রথম ব্যক্তি যে মানবাস্তিত্বকে পরিস্কর অস্বীকার করেছিল, সকলেই অস্বীকৃতির বিষয়ে একই পর্যায়ের। শুধু তাদের ভাষা ভাব-ভঙ্গিমাতে তারতম্য রয়েছে।

বিশ্বস্রষ্ঠা মহান আল্লাহ এর নিমিত্ত সমূদয় পূর্ণতামূলক বৈশিষ্ট অবশ্যকীয় এবং সকল দোষ ত্রুটি সত্তাগত ভাবে তার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

যেহেতু এসব পরিপন্থী হচ্ছে তার কামিল সত্তার।

কখনো কাফেরদের মধ্যে এমন কেহ পাওয়া যাবে না, যেব্যক্তি পূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার কিংবা মাআযাল্লাহ তার উপরে কলঙ্ক অর্পন করছে না।

সুতরাং নাস্তিক প্রথম প্রকারের অস্বীকারকারী যে, সে (মহানের) অস্তিত্বকে আদৌ স্বীকার করেনা এবং অবষিষ্ট সমূদয় কাফের দ্বিতীয় দুই প্রকারের অস্বকারকারী যে, এরা সত্তাগত অবশ্যকীয় কনো কামালকে অস্বীকার করছে অথবা সত্ত্বার প্রতিকূল কলঙ্ককে তার নিমিত্ত সাব্যস্ত করছে।

মোট কথা মহান আল্লাহ এর পরিচিতি না রাখার বিষয়ে নামধারী আস্তিক এবং প্রকাশ্য নাস্তিক উভয়েই সমান।

তবে ভাষার ভাব ভঙ্গিমার আধারে তফাৎ বর্তমান মাত্র নাস্তিকগন অস্তিত্ব প্রদানকারী মহান আল্লাহর আস্তিত্বকে মূলতঃ স্বীকার করছে না। আর রাগাক্রান্তরা নিজেদের কাল্পনিক ধ্যানসমূহের নাম আল্লাহ রেখে, মাত্র শব্দের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

"দেখুন তো যে ব্যক্তি আপন প্রবৃতিকে খোদারূপে গহন করেছে।"[১]

অতঃপর নামধারী তৌহীদীগণের এক এক করে তাদের তৌহীদের মূলরূপকে বিস্তারিত আকারে তুলে ধরেছেন আর প্রমান করেছেন যে এরা তৌহীদের দাবীকর হলেও তৌহীদ এর প্রতি বিশ্বাসী নন। যুগব্যাপী কলহের মাঝে তৌহীদ সম্পর্ক তাঁর খাটি পাঠ স্মরণীয়। তৌহীদ-এর বিষয়ে বিস্তারিত দেখার ইচ্ছুক হলে, তার সুবিখ্যাত ফাতাগ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

---

১) ফাতাওয়া রিযবীয়াহ ১ম খন্ড পৃঃ ৭৩৬

শরীয়ত ও তরীকৃত

ইমাম আহলে সুন্নাত ফাযিলে বেরেলবীর সারাটি জীবন শরীয়ত সেবা এবং তার শেচনকার্যে নিয়োজিত থাকে। তিনি নিজেই শরঈ আদর্শে আদর্শবান ছিলেন। এবং সমস্ত মুসলমানকে শরঈ ছাঁচে ঢালা দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন। শরীয়ত বিরোধী কোন কর্মপন্থাকে আশ্রয় দিতেন না। এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে এক পাও তুলা পছন্দ করতেন না। সর্বদায় জামাতসহ নামায আদায় করতেন। ব্যধি দূর্বলতার কারণে মসজিদে হাযির হওয়ার শক্তি না থাকায় চারজন লোক চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে নিয়ে আসতেন আবার নিয়ে যেতেন। অথচ জামাত ত্যাগ করতেন না। ওয়াফাতের কিছুক্ষণ পূর্বে স্বীয় প্রিয় পাত্রদেরকে ওসীয়ত করেছিলেন তাতে একথা লিখিত ছিল, "যথাসাধ্য শরীয়তের অনুকরণ বর্জন করো না।"

তিনি যেরূপ শরীয়তের নিয়মনুবর্তিতা মেনে চলে ছিলেন অদ্রুপ তরীকৃতের নীতি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তবে তার তরীকৃত শরীয়ত থেকে পৃথক কোন রাস্তা ছিল না। তার নিকট ফতওয়া পথে চলার নাম শরীয়ত এবং তাকৃওয়ার নিয়ম-নীতি মেনে চলার নাম ছিল তরীকৃত। কাজেই যে তরীকৃত মানবকে শরীয়ত হতে দূরে রাখে তা তার কাছে অধর্ম, শয়তানী পথ বলে বিবেচ্য, তা তরীকৃত নয়। শরীয়তের মহান গুরুত্ব এবংতার সাথে তরীকৃতের বলিষ্ঠ সম্বন্ধ কি রকম? তা নিয়ে তিনি নিজের এক পুস্তিকা মাক্বালা-এ ওয়ারাফা-র মধ্যে বিষদ বিবরণ দান করেন। এখানে আমি তার অত্র বিবরণের আংশিক তুলে ধরছি, যদ্বারা পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করবেন যে, শরীয়তের মাহাত্ব এবং তার সাথে তরীকৃতের অবিছিন্ন সম্পর্ক তার অকাট্য বিশ্বাস এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তিনি এরশাদ করেন, "শরীয়ত হচ্ছে প্রস্রবন এব তরীকৃত তা

১ ও ২) ইমাম আহমাদ রেযা হাকা এক কে উজালে মে।

থেকে নির্গত একটি দরিয়া। বরং এরূপ দৃষ্টান্ত হতে শরীয়ত অনেক উর্ধে। কারণ প্রস্রবন হতে জল বেরিয়ে এসে সাগর রূপে যে সব ভূমির উপর প্রবাহিত হয়ে থাকে সে সব ভূমির শেচনের বিষয়ে সাগরটি প্রস্রবনের মুখাপেক্ষী নহে এবং তা থেকে উপকারিতা অর্জনকারীর জন্য সেই সময় আসল প্রস্রবনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শরীয়ত এমন এক প্রস্রবন যে, তা থেকে নির্গত দরিয়া অর্থাৎ তরীকৃতের জন্য সর্ব মুহূর্তে অত্র প্রস্রবনের দরকার রয়েছে। যদি তা থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে শুধু এমন নয় যে, আগামী সাহায্য বন্দ হয়ে যাবে। বরং বর্তমানে যে পরিমান জল এসে গেছে তা সাময়িকের জন্য পান, স্নান, ক্ষেত্র এবং উদ্যান সমূহের শেচনের বিষয়ে কার্যকর হবে না। কারণ এই প্রস্রবন হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হতেই এই দরিয়া মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। না না এখনও ভূল বলছি যদি এমন হত যে, নদী শুকিয়ে গেল, পানীর অবসান ঘটল, উদ্যান ও বনভূমি সজীবতা হারাল, লোকেরা তৃষ্ণায় ছটপট করছে, না না তাও নয় বরং এখানে সেই প্রস্রবন হতে সম্পর্কচ্যুত হলেই পুরোটি সাগর শিখাধারী অগ্নিতে রূপায়িত হয়ে যায় যার শিখা সমূহ হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় না, হায়! যদি শিখাগুলো দৃষ্টিগোচর হতো তাহলে সম্পর্ক বিচ্ছেদকরীগন, যারা জ্বলে কালো বর্ণের মাটি সদৃশ হয়েগেছে, তারা অবশিষ্ট থাকতো এবং তাদের যঘন্য পরিনাম লক্ষ করে শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু তা কোথায়? সে তো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যা অন্তর সমূহে প্রজ্জ্বললিত হচ্ছে। সুতরাং অভ্যন্তরে হৃদয়দগ্ধ হলো এবং ঈমান পুড়ে কৃষ্ণকায় মাটি হলো এবং বাহ্যিক সেই জল পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন প্রকাশ্যে দরিয়া এবং গোপনে অগ্নি ব্যতীত কিছু নেই। হায়, হায়, হায়! পর্দাটি লক্ষাধিক পথিককে উচ্ছেদ করে দিল। আসুন নিজের গতি পথে অগ্রসর হয়ে দেখুন। দরিয়া এবং প্রস্রবনের উপমা হতে আর এক বিরাট পার্থক্য বর্তমান যার দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, উপকারিতা অর্জনকারীদের জন্য তখন প্রস্রবনের সাথে সম্পর্ক না থাকে এবং জল অবশিষ্ট থেকে অগ্নিতে রূপান্তরিত হয় তবুও সর্ব মুহূর্তে সেই জলের পরীক্ষা করা জরুরী তা এরূপ যে, এ পাক মিষ্ট দরিয়া যা সেই বরকতময় প্রস্রবন হতে বেরিয়েছে এবং সন্দেহ নিকতনের উপত্যকাগুলোতে তার তরঙ্গ সমূহ লক্ষপাত হচ্ছে। এখানে তার সাথে এক নাপাক প্রচন্ড লবনাক্ত দরিয়াও প্রবাহমান। মহান আল্লাহ বলেন "এটা মিষ্ট অতিব মধুর এবং লোনা অতিব তিক্ত।"

লবনাক্ত দরিয়া কি? শয়তানের বহু ধারনা ও প্রবাঞ্চনা সমূহ। কাজেই মিষ্ট দরিয়া হতে লাভবানদের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে যে, প্রত্যেক নব তরঙ্গের সাথে তার রং সাদ ও বাসকে আসল প্রস্রবনের রং সাদ এবং বাস এর সাথে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জানিনা তরঙ্গটি সেই প্রস্রবন হতে বেরিয়েছে অথবা শয়তানের পেচ্ছাবের দূর্গন্ধযুক্ত, লবনাক্ত স্রোত ধোকা দিচ্ছে? এখানে ভয়ঙ্কর মূহুর্ত এযে, অত্র পবিত্র প্রস্রবনের সুমতার সুন্নতার কারণে তার স্বাদ অবিলম্বে জিহবা হতে সরে পড়ে। এবং এর রং, স্বাদ গন্ধ কিছু স্মরণে থাকে না। তদুপরি স্বাদ, ঘ্রান, দৃষ্টি শক্তিগুলোর অভ্যন্তরিন অনুভব শক্তি অকেজ হয়ে দাড়ায়। কাজেই মানুষ প্রস্রবন হতে পৃথক হয়ে পড়লে গুলাপ ও পেচ্ছাব এর মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধি করতে লক্ষম হয় না। তাই শয়তানের দূর্গন্ধময় লবনাক্ত পেচ্ছাব গট গট করে পান করতে আরম্ভ করে এবং অনুভব করছে যে, তরীকৃত দরিয়ার মিষ্ট মধুই পান করছি। অতএব বলা বাহুল্য যে, শরীয়ত প্রস্রবন এবং দরিয়ার দৃষ্টান্ত হতে অনেক উর্ধে। পাক শরীয়ত এলাহী নূরের এমন এক প্রদ্বীপ যে, ধর্ম জগতে এর ব্যতিরেকে অন্য কোন আলোর অস্তিত্ব নেই। তার আলোর বৃদ্ধি কোন সীমা নেই। আলোটির বৃদ্ধিপ্রাপ্তীর পথের নাম হচ্ছে ত্বরীকৃত। অতঃপর আলোটি বৃদ্ধি লাভে প্রভাত হয় আবার সূর্য-এ রূপায়িত হয় আবার

এ অপেক্ষা ও অনন্ত স্তর সমূহ অধিক উন্নতি পথে প্রতিয়মান হয় এবং আসল নূর উদ্ভাসিত হয় এটি জ্ঞানের দিক দিয়ে 'মারেফাত' এবং নিশ্চয়তার দিক দিয়ে 'হক্বীকৃত' সুতরাং বাস্তবে সেই একটি শরীয়ত এবং শ্রেণিসমূহান্তরে এটিই বিভিন্ন নামে পরিচিত। আলোটি উজ্জ্বল প্রভাত-এর সাদৃশ হলে ইবলীস হিতাকাঙ্খীরূপে হাজির হয়ে নূর বাহককে বলে "প্রদ্বীপ নিস্প্রভ কর কেননা প্রভাব সম্পূর্ণরূপে চমকপ্রদ হয়ে পড়েছে। যদি সে তার প্রতারণা ফাঁদে না পড়ল এবং প্রদ্বীপ আলো উন্নতি লাভ করে দিনে রূপায়িত হল, তখন ইবলীস বলছে কি এখন ও প্রদ্বীপ নিস্প্রভ করবেনা অথচ সূর্য পরিস্কার ভাবে উদয়মান? যদি এলাহী হেদায়ত অত্র বান্দার সহয়তায় থাকে, তাহলে সে "লা হাওলা" পাঠ করে অভিষপ্তকে বিতাড়িত করে হে আল্লাহর দূশমন! যাকে তুই দিন বা সূর্য বলে ব্যক্ত করছিস তা হচ্ছে সেই প্রদ্বীপেরই নূর। যদি তা নিভিয়ে দি, তাহলে নূর কোথা থেকে আসবে। পরিশেষে সেই ধ্রুতবাজ, নিরাশ, অকৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং বান্দা মহান করুণাময় আল্লাহর অনুকম্পা দৃষ্টিতে প্রকৃত নূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর যদি ফাঁদে পড়ে গেল এবং মনে করল যে, কথাতো সত্যি যে যখন দিন হয়ে গেছে তখন প্রদ্বীপের কি প্রয়োজন? এদিকে প্রদ্বীপ নিস্প্রভ করতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো যে, নিজের অঙ্গসমূহ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। যেমন টি পবিত্র কোরআন এরশাদ করল,

ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور۔

(সূরা-এ নূর, আয়াত নং ৪০)

অন্ধকারপুজ রয়েছে একের উপর এক। যখন আপন হাত বের করে তখন তা দেখা যাওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই। বরং যাকে আল্লাহ আলোদান করেন না তার জন্য কোথাও আলো নেই। এরা ঐ সব লোক, যারা তরীকৃত এমন কি হকীকৃতের পর্যায়ে পৌঁছে

গিয়ে নিজেদেরকে শরীয়ত হতে মুক্ত অনুভব করত। ইবলীসের প্রবাঞ্চনায় পড়ে আল্লাহর ফানুসকে (আলোকবর্তিকা) নিস্প্রভ করে দিয়েছে। হায় যদি তাদের এই জ্ঞানটুকু থাকত যে, প্রদীপ নিস্প্রভ করে যে অন্ধকারে আমরা এখন নিমজ্জমান, যদি প্রদীপের মালিক মহান নূরময় আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হতে পারি, তাহলে তিনি আমাদের প্রতি দয়াপূর্বক নিস্প্রভ প্রদীপকে পুনরায় দীপ্তিমান করে দিবেন। কিন্তু এখানে তাও নয়। কারণ অভিশপ্ত দুশমন ইবলীস লণ্ঠন নিস্প্রভ করিয়ে দিয়ে নিজের মনগড়া বাতি তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এরা একে নূর মনে করছে অথচ তা বাস্তবে আগুন। এ প্রকারের লোকেরা শরীয়তের প্রতি অবমাননা করতঃ বিভিন্ন প্রকারের অর্থহীন উক্তিসমূহ উত্থাপন করে থাকে এবং শরীয়ত পন্থী আলেমগনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। কিন্তু নির্বোধেরা জানেনা যে, প্রকৃত নূর হচ্ছে শরীয়ত। এবং আমরার যে পথে রয়েছি, তা সম্পূর্ণ ধোকার টাটি। হে অজ্ঞরা! এ কথার সত্যতা আজ নয়তো কাল চক্ষু বন্দ হলেই, অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবি। সার কথা হচ্ছে এযে, প্রতিটি মুহুর্তে, হর সেকেন্ডে, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে মরন যাবৎ প্রত্যেক মুসলমাদের জন্য শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। এবং তরীকৃতের পথিকদের জন্য আরো মাত্রাধিক্য। কারণ রাস্তা যত সুক্ষ হবে তত পথপরিদর্শকের অধিক প্রয়োজন হবে। সুতরাং মহা নবী এরশাদ করেন, المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون ـ

"শরীয়তের জ্ঞান না থাকলে এবাদতে মগ্ন হওয়া ঠিক ঐরূপ, যেরূপ চাকি চালক গর্ধব।[২]

হযরত মৌলা আলী বলেন, قصم ظهري اثنان جاهل متنسك وعالم متهتك

"দুই ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠদেশকে ভেঙ্গে দিয়েছে, মূর্খ উপাসক (আবিদ) এবং ঐ আলেম যে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে পাপকার্যে রত।"

হে প্রিয়! শরীয়ত সৌধ স্বারূপ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

১) সুরা-এ নূর আঃ নং ৪, ২) হুলয়া

YaNabi.in

ভিত্তি স্বরূপ এবং একে কার্যকরকরণ নির্মান স্বরূপ। অতঃপর যাহেরী কর্মপন্থা সমূহ হচ্ছে প্রাচীর সদৃশ যে গুলোকে নির্মান করা হয়েছে ভিত্তির উপরে বায়ু মন্ডলে। আর যখন অট্টালিকা উঁচু হয়ে আকাশকে স্পর্শ করল, এরই নাম হচ্ছে তরীকৃত। প্রাচীর যত উঁচু হবে তত বেশি প্রয়োজন হবে ভিত্তির। শুধু ভিত্তির প্রয়োজন হবে এমন কথা নয় বরং উপরাংশ নিম্নাংশের মুখাপেক্ষী হবে সর্বত ভাবে। যদি প্রাচীরের নিম্নাংশকে স্থানচুত করা হয়, তাহলে তার উপরাংশ ও ভূতলে পতিত হবে নিঃসন্দেহে। নাদান ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান নজরবন্দ করে তার নির্মান সৌধ আকাশ পর্যন্ত উঁচু দেখাল এবং তার অন্তরে একথা নিক্ষেপ করল যে, এখন আমি ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধে অতিক্রম করে চলেছি। সুতরাং অত্র ভিত্তির সাথে আমার সম্পর্কযুক্ত থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। পরিশেষে ভিত্তি হতে প্রাচীরকে পৃথক করার পরিনাম এমন দাঁড়াল যা পবিত্র ক্বোরআন এরশাদ করেছে, فانهار به في نار جهنم

"তার সৌধ তাকে নিয়ে নরকে পতিত হল।"[১] কাজেই মাননীয় ওলীগন বলেন, "মূর্খ সাধক হচ্ছে শয়তানের কৌতুক বা উপহাস।" যেমনটি মহা নবী এরশাদ করেন– فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد

"এক জন ফকীহ (শরীয়তের জ্ঞানী) শয়তানের উপরে শহস্র উপাসক অপেক্ষা ভারী হিসেবে বিবেচ্য।"[২]

বিদ্যাহীন সাধকদেরকে শয়তান আঙ্গুল সমূহের উপর নৃত্য করায় এবং মুখে লাগাম ও নাকে নাকিল দিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে টেনে নিয়ে বেড়ায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

"এবং তারা নিজেদের অন্তরে ভাবছে যে পূণ্যের কার্যাদিতে রত।"

তক্বওয়া ঃ খাটি একত্ববাদী, শরীয়ত ও ত্বরীকৃত মাহক আলা

১) ক্বোরআন, ২) তিরমিযী

হযরত ফাযিলে বেরেলীর তাক্বওয়ার মর্যাদাও ছিল মহৎ। তার কলঙ্কহীন প্রাঞ্জল জীবনের কতেক ঘটনাসমূহ উল্লেখ করছি। যেসব দ্বারা অনুমান হবে যে, তাক্বওয়াই নয় বরং ওরা-এর উচ্চস্তরের অধিকারী ছিলেন এবং অর্থাৎ তার ওলী মাত্র পরহেজগারগন।[১] পবিত্র আয়াত মুতাবিক তিনি ছিলেন আল্লাহর ওলী এবং আরিফ।

আলা হযরতের জীবনের শেষ রামযান ছিল ১৩৩৯ হিঃ সনে। সেকালে প্রথমতঃ বেরেলীতে প্রচন্ড গরম, দ্বিতীয়তঃ বয়সের পবিত্র শেষাংস তদুপরি অধিক দূর্বল এবং কঠিন ব্যধিক্রান্ত ছিলেন তিনি। এ মুহূর্তে শরীয়ত অনুমতি দান করে যে, শাইখে ফানি (চরম বৃদ্ধ) যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে ফিদয়া আদায় করবে।

এবং দূর্বল রোগীর জন্য অনুমতি দিচ্ছে যে, রোজার কাযা করবে। কিন্তু আলা হযরতের ফতওয়া নিজের বিষয়ে কিছু আর ছিল। তিনি বললেন, বেরেলীরতে প্রখর গরম হওয়ার কারণে আমার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু পর্বতমালার উপরে শীত পড়ছে এখান থেকে নৈনিতাল নিকটে, ভুওয়ালী পাহাড়ের উপর রোযা পালন করা সম্ভব হবে। আমি যেহেতু তথা যাওয়ার শক্তি রাখি সেহেতু সেখানে হাজির হয়ে আমার রোযা রাখা ফরয।

অতএব রমজান সেখানেই কাটালেন আর সম্পূর্ণ রোযা রাখলেন। (সুবহানাল্লাহ)

২৫ শে সফর ১৩৪০ হিঃ সনে তিনি এন্তেকাল করেন। এন্তে কালের পূর্বে কয়েক মাস ধরে এরূপ ব্যধিগ্রস্থ ছিলেন যে, চলা ফেরার শক্তি ছিলনা শরীয়ত এমতাবস্থায় অনুমতি দান করে যে, এ প্রকারের রোগী ঘরে একা নামায আদায় করবে অথচ আলা হযরত জামাতসহ নামায আদায় করতেন। চারজন লোক চেয়ারে বসিয়ে তাকে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং নিয়ে যেতেন। যতক্ষণ এভাবে উপস্থিতির শক্তি ছিল, জামাআতে জোগদান করতে থাকেন।

১) কোরআন

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, অধিবিদ্য আলেমেদ্বীন আমার চরম ও পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ আহমাদ মিসবাহী স্বীয় শিক্ষক হাফিযে মিল্লাত থেকে বর্ণনা করেন, "একদা মসজিদে নিয়ে যাবার লোক ছিল না। জামাতের সময় হয়ে আসলো, মনঅস্থির লাচার হয়ে নিজেই কোন প্রকারে মসজিদে হাজির হন এবং জামাত সহ নামায আদায় করেন, আজ সুস্থতা, শক্তি এবং সব রকমের সুবিধা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নামায ও জামাত পরিত্যাগের পরিবেশে এক মহৎ শিক্ষারূপে বিবেচ্য।[১]

আলা হযরত নিজের জমিদারী অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন শুলবেদনার কঠোর দাওরা হত। একদিন একা ছিলেন তিনি বলেন জোহরের সময় ব্যাথা শুরু হয় এঅবস্থায় যেরূপ সম্ভব হল অযু করলাম এখন দাঁড়াবার শক্তি নেই মহান রবের দরবারে দুআ করলাম এবং মহান নবীর কাছে সাহায্য প্রার্থী হলাম। মহান মৌলা ব্যাকুলের ধনি শুনেন। আমি সুন্নাতগুলোর নিয়ত করলাম। ব্যথা মোটেই ছিলনা। সালাম ফিরালাম আবার ঐ রূপই ব্যাথা ছিল। অবিলম্বে দাঁড়িয়ে ফরযের নিআত করলাম, ব্যথা সরতে থাকল। সালামান্তে পূণরায় ব্যথা ফিরে আসে। পরের সুন্নত সমূহ আদায় করলে বেদনা বন্দ হয়ে যায়।

সালামের পর আবার বেদনা দেখা দিল আমি বললাম আসর পর্যন্ত যন্ত্রণা হতে থাকা। সয্যায় শুয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকি। এ কারণে কোন শান্তি ছিল না।[২]

মিসবাহী সাহেব কিবলা বলেন, এখানে একথা বলুন যে নামাযাবস্থায় বেদনা তুলে নেয়া হত কিংবা আল্লাহ এর দিকে ধ্যান এবং এবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্য বেদনা অনুভূত হতনা। যাই হোক এটা মহানের দরবারে আলা হযরতের মাকবূল ও পরিচিতি স্বাদের এক যথেষ্ট দলীল।[৩]

১) জুমালুন নূর, ২) মালফুযাত খঃ ২, ৩) ইমাম আহমাদ রেযা আউর তাসাওউফ।

ইমাম আবু হানীফা পুরোটি দিন ফিক্‌হ ইত্যাদি সংকলন কাযে রত থাকতেন।

এবং রাতে নফল এবাদত বন্দেগী পালন করতেন। তবে তিনি রাতের কিয়দাংশে বিশ্রাম করতেন। একদা পথিমধ্যে তাঁকে কেউ দেখে বলল। ইনি সেই ব্যক্তি যার পুরোটি রাত এবাদতে কাটে অতঃপর সেকাল থেকে সারা নিশি এবাদত ও রাত্রি জাগরণ গ্রহন করেন।

ঠিক এভাবে কেহ আলা হযরতের নিকট পত্র লিখলেন। পত্রটিতে অন্যান্য উপাধিসহ "হাফিয" লিখা ছিল। অথচ আলা হাযরাত তখন নিয়মিত হাফিযে ক্বোরআন ছিলেন না। যদিও সমস্ত কালামপাক তাঁর মুখ ও কলমের আওতায় ছিল। শেরে বেশা-এ আহলে সুন্নাত হযরত মৌলানা হাশমাত আলী খান ১৩৩৭ হিঃ সনের চোখ দেখা দৃশ্যের বিবরণ দান করেন যে, একপত্রে আলা হাযরাত নিজ উপাধিসহ "হাফিয" দৃষ্টিপাত করলে খোদাভীতিতে অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং কাঁদতে আরম্ভ করেন। এবং বললেন এ থেকে ভয় পাচ্ছি যে, আমার পুনরুত্থান সে সব লোকের মধ্যে না হয় যাদের বিষয়ে পবিত্র ক্বোরআন এরশাদ করে–

"তারা এটা পছন্দ করে যে, তাদের এরকম মহৎগুলোর বিবরণ করা যায় যে গুলো তাদের মধ্যে অবর্তমান।"

ঘটনাটির পর পাক ক্বোরআন কন্ঠস্থ করার পাকা মন্তব্য করেন। এবং প্রতিদিন এশার পর অযু করে জামাতের পূর্বে এভাবে মুখস্থ করেন যে, কেহ ২ পারা কিংবা তা থেকে অধিক তাঁকে শুনাতেন অতঃপর তিনি শুনিয়ে দিতেন। এভাবে ২৯ শাবানের পর আরম্ভ করে ২৮ শে রামযান পর্যন্ত পুরো ক্বোরআন কন্ঠস্থ করে তারাবীতে শুনিয়ে দেন।[১]

১) তারজুমানে আহলে সুন্নাত

ভেবে দেখুন! ঘটনাটি ইমামে আযামের ঘটনার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখে। তার কারণ এ ছিল যে, "পুরোটি রাত এবাদত করেন" এখানেও একথা কেহ "হাফিয" লিখে দিল অথচ সে সময়ে তিনি নিয়মিত হাফিয ছিলেন না।

খোদাভীতি থাকলে এরূপ জটিল হতে জটিলতম জিনিস অতি সহজে অর্জন করা যায়।

ঘরে ফটো ও ছবির কোন স্থান ছিলনা পর্দাকালে টাকা-মুদ্রা সমূহ বার করে দেন যেন রহমতের ফারিশ্‌তাবর্গের শুভাগমনে কোন প্রকারের সন্দেহ না থাকে।

বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এ ছিল যে, একদা পিলিভীত যাত্রা কালে গাড়ী পৌছতে বিলম্ব ছিল। স্টশনে এক আরামদায়ক চেয়ারে বসার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। তিনি বললেন এতো বড় গৌরবী চেয়ার! তাতে আসীন হলেন কিন্তু পিঠ ঠেকালেন না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ওযীফারত থাকলেন।

আলা হযরতের দরবারে কোন এক ভদ্রলোককে নাপিতের পার্শে বসতে হয়। এ কারণে আগামী তিনি যাতায়াত বন্দ করে দিলেন। এ দেখে আলা হযরত বললেন আমিও এ প্রকারের অযন্ত্রকারীকে পছন্দ করি না।

পিতা-মাতার আনুগত্যের বিষয়ে ও অতুলনীয় ছিলেন তিনি।

পিতার পর্দা গমনের পর আপন কর্মলাগাম প্রিয়া জননীর হস্তে সমর্পন করেন। তার অনুমতি বিহীনে নফল হজ পালনে ও তৈরী ছিলেন না। যা কিছু পাকা-মুদ্রা সঞ্চয় হত, সবি মাতার সেবায় হাযির করে দিলেন। তার অনুমতি না পেলে পুস্তক-পুস্তিকা পর্যন্ত ক্রয় করতেন না।

পিলিভীত এর প্রখ্যাত বুযুর্গ শাহজী মুহাম্মাদ শের মিঞার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিস সূরতীর সহিত তশরীফ নিয়ে যান।

দেখলেন শাহ সাহেব প্রকাশ্য ভাবে মহিলাদের কাছ হতে বাইয়াত

YaNabi.in

নিচ্ছেন। শরীফ নির্দেশাদির প্রতি পূর্ণ গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে তিনি সাক্ষাৎ বিহীনে প্রত্যাবর্তন করলেন। অন্য কেহ হলে বিমুখ হয়ে পড়ত কিন্তু শাহ সাহেবের বিনয় ও হকপ্রীতির বৈশিষ্ট্য এভাবে উদ্ভাসিত হল যে সন্ধ্যার স্টেশন পর্যন্ত পৌছাবার জন্য তশরীফ নিয়ে গেলেন। এবং সকালের ঘটনাকে লক্ষ করে বললেন যে, মৌলানা! আগামীতে মেয়েদেরকে পর্দার পিছনে রেখে বাইয়াত নিব। অতঃপর আলা হযরত তার সহিত মুসাফা ও আলিঙ্গন করলেন। তার তাকওয়া জীবন সম্বন্ধে বহু ঘটনা রয়েছে, এখানে আরও একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। মনে রাখবেন যে কারো জীবন হতে অবগত হওয়ার জন্য তার প্রতিবেশির বিবরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু প্রতিবেশীর সহিত কিছু না কিছু মনান্তর হয়ে যায়। যেহেতু তারা দুনিয়ার সার্থে পরহেযগার পড়সীর অর্থহীন অভিযোগ করে থাকে।

মুহাম্মাদ শাহ খান উর্ফ হাজী মহুন খান এক সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং আলা হযরতের প্রতিবেশী ছিলেন। তার বয়স ছিল আলা হযরত থেকে বেশী। একদা সাইয়াদ আইউব আলী ও সাইয়াদ কানাআত আলী উভয়েই দেখলেন যে হাজী সাহেব বড় আদরের সাথে আস্তা না রিযবিয়াতে ঝাড়ু দিচ্ছেন। উক্ত সাইয়েদদ্বয় এটাকে অস্বাভাবিক ভেবে আগে বাড়লেন এবং হাজী সাহেব থেকে ঝাটা নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এটা মানতে পারলেননা হাজী সাহেব। এবং বললেন শাহযাদে! এ আমার গৌরব যে নিজের পীরের আস্তানা-এ আলীয়াতে ঝাটা দিচ্ছি। আমি হুযূর থেকে বয়সে বড় তার বাল্যকাল দেখলাম, যৌবন দেখলাম আর এখন বার্ধক্য দেখছি। জীবনের প্রতি অবস্থায় যুগ অতুলনীয় পেয়ে তার হাতে হাত দিয়েছি। বৃদ্ধকালে সবাই বুযুর্গ হয়ে যায়। তাঁকে বাল্যকালে সময়ের গৌরব এবং যুগের বেনযীর দেখলাম।

ইসলাহ ও ইরশাদ

উচ্চস্তরের খোদাভীরু যুগশ্রেষ্ঠ পরহেযগার আলা হযরত ইসলামের দেওয়ানা ছিলেন। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের সেবায় অতিবাহিত হয়। তিনি কোন সময় চাইতেন না যে ইসলামের ছায়াতে কুফর পালিত হোক।

সুতরাং কুফরকে চিহ্নিত করে ইসলামের খাঁটি রূপকে পেশ করেছেন এবং সংশোধন ও সংস্করণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের উপর পুরো দমে আমল করেছেন। আলা হযরতের এই শান্তিদায়ক আন্দোলনকে কেহ কেহ তকফীরী তথা কাফির চিহ্নিত করণ আন্দোলন বলে থাকেন এবং নিজেদের ঐ সমস্ত বড়দের নাম উচ্চারণ করেন যাদেরকে আলা হযরত কাফির বলিয়া ফাতওয়া প্রদান করেছেন। কিন্তু ঘটনার মূলরূপ এই যে, কতিপয় অহঙ্কারী ব্যক্তিবর্গ ইসলামের মাপকাঠি এভাবে পেশ করেছেন যাতে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি গরীব ও অসহায় মুসলিম কাফির বলে চিহ্নিত হন।

রাসূলের প্রেমিকগন যাদেরকে তিনি নিজের করেছিলেন উক্ত অহঙ্কারী তাদেরকে কাফির বলে চিহ্নিত করেন। শির্ক ও কুফরের কলঙ্ক চাপিয়ে তাদেরকে শহীদ করেন এবং করান। তাদের ঘর বাড়ীকে ধুলিসাৎ করতঃ ধন সম্পদকে লুন্ঠন করেন। এবং তাদের মহিলাদের হালাল বলে ঘোষিত করে নির্যাতন করেন এবং ঐ সমস্ত ব্যবহার করেন যেসব এক মুসলিম এক হারবীর সহিত করে থাকে। এ সমস্ত সংঘটিত হয় অথচ দাবীদার দাবী জানাচ্ছে যে, আঁচলের কলঙ্ক দেখাতে হবে না ভূলে যাও। যা হবার ছিল হয়ে গেছে হত্যাকারীর হাত চুম্বন কর। হত্যাকারী ও তাদের মিত্রদের প্রতি কুৎসা কর না। ভেবে দেখুন! এ কোন দেশ যেখানকার নিয়মই আলাদা ও পৃথক।

মূল ঘটনা এই যে, আলা হযরত অসাধারণের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করতঃ পূণ্যবান ধর্মপরায়ন সাধারণদেরকে তাদের ভুল ফতওয়া হতে রক্ষা করেন।

YaNabi.in

তিনি সাধারণদের সহায় ও রক্ষক ছিলেন। তিনি পুরোপুরিভাবে অবগত ছিলেন যে, আলেমদের মাধ্যমে অশান্তির উৎপত্তি হচ্ছে।

অতএব তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করা অপরিহার্য। তিনি যে, তাদেরকে কাফির বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তা অর্থহীন ছিলনা। তিনি পাগল ছিলেন না বরং এমন বুদ্ধিজীবি ছিলেন যে সহস্র বুদ্ধিজীবী তার বুদ্ধি মত্তার সমানে হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়। তবে তিনি একাজ কেন করলেন? মূলতত্ব এই যে, কোন রোগীকে যদি জ্বর হয় তাহলে ডাক্তার ও কবিরাজ সেটাকে জ্বর বলবেন। আর যদি কেহ অপরাধী হয় তাহলে জজ তাকে মুজরিম তথা অপরাধী বলেই ব্যক্ত করবেন। এবার চিকিৎসক ও কবিরাজের বিষয়ে এ মন্তব্য করা যে, যাকে দেখলেন জ্বর বলে দিলেন এবং জজের বিষয়ে একথা বলা যে, যাকে ইচ্ছা অপরাধী বলে ঘোষণা কলে দিলেন। এ অবাকজনক ব্যাপার? আলা হযরত যাদেরকে কাফের বলেছিলেন, তাদের আঁচল কলঙ্কবিহীন ছিলনা এমন কি তাদের ভক্তগন ও একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের ধর্মগুরুদের উক্তিগুলোর যদি ঐ অর্থ গ্রহন করা যায় যা আহমান রেযা নিয়েছেন তাহলে তাঁরা সুনিশ্চিত কাফের বলে গন্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে না ব্যাধিগ্রস্ত তৈরী করা হয়, আর না অপরাধী সাজান হয়। তাঁরা স্বীয় কর্মাদির ভিত্তিতে রোগী ও অপরাধী হয়ে গেছেন।

ডাক্তার ও বৈদ্যের দায়িত্ব এই যে, রোগের নিখুঁত তদন্ত করে নির্দেশ দিবেন এবং জজের কর্মভার এই যে অন্যায় চিহ্নিত করে উপদেশ জারী করবেন।

ঠিক এরূপ অবস্থা কুফর এবং শির্কের। যে কোন ব্যক্তি নিজ কর্ম ও বচনের ভিত্তিতে কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়।

কারো কাফির বলাতে কাফির হয়ে যায় না, তবে তার কুফরকে চিহ্নিত করে, তাকে সেজনই কাফির বলতে পারেন যিনি কুফরের নাড়ির পরিচয় রাখেন।

কোন সাধারণ অযোগ্য ফতওয়া প্রদান করতে পরেন না।[১]

বিভিন্ন ঘটনাসমূহের অধ্যায়ন এবং নিখুঁত তদন্তের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি অনর্থক কাউকে কাফের বলে চিহ্নিত করতেন না। কুফর এর কারণগুলো বর্তমান থাকা সত্ত্বেও চিঠি-পত্রের দ্বারা তদন্ত ও খোঁজ করে ঘটনার মূলরূপ হতে জ্ঞাত হতেন এবং দলীল ও প্রমানকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যে এর পর যেন কারো কিছু বলার সুযোগ না থাকে পত্রাদিতে যোগাযোগ করতেন। সাম্বাধিত ব্যক্তি সঠিক পথ অবলম্বন করলে ভালো কথা অন্যথায় শরঈ দায়িত্বভার পালন করতেন।

অতএব তিনি কাফের এর ফতওয়া নির্দেশ দানের পূর্বে তাদেরকে উপর্যুপরি চেতনা বাণী দান করলেন এবং অন্তে লিপিবদ্ধ করলেন, "এটা সর্বান্ত আহবান, তদুপরি যদি সামনে না আসেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমি দায়িত্বভার পালন করে নিয়েছি। কারো চিৎকার এবং হৈ চৈ এর প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না। মানানো আমার কাজ নয়, মহান আল্লাহ এর কুদরতের আওতাভুক্ত এবং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত দান করেন।[২]

যে সব পুস্তিকার বচনগুলির প্রতি তার আপত্তি ছিল সাবধানতা দানের পরও এসবের রচয়ীতাগন কোন ধ্যানপাত করলেন না। বরং যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে থাকলেন ১০, ২০ বছর পুরো দমে সমঝোতা দানের পর তিনি কলম ধরলেন এবং ১৩২০/১৯০২ সনে "আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ" নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হলো। হারাম শরীফের শিক্ষক আঃ কাদের শালবী বলেন "আমাদের আলেম শ্রেয় সুস্পষ্ট প্রমান নূর প্রাপ্ত হয়েই তকফীর এর রাস্তা গ্রহন করেন সেই দিনের ভয়ে যে দিন আঁখিগুলো খুলেই থেকে যাবে।[৩]

১) উজালা, ২) মুজাদ্দিদে ইসলাম, ৩) হোসামুল হারামাইন।

এক অপবাদের খন্ডন

বিরোধীগন বলেন যে, মৌলানা আহমাদ রেযা মহা নবীকে খোদার সমকক্ষ মনে করতেন। এই অপবাদের মারাত্মক হেতু হচ্ছে এযে, তিনি মহা নবীর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা আকর্ষক উক্তিমালা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইলমে গাইব (অদৃশ্য জ্ঞান) সম্পর্কে তার রচিত গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করলে পরিস্কার আঁচ করতে পারা যায় যে, অত্র অপবাদের সাথে তার দূরের ও কান সম্পর্ক লক্ষপাত হয় না। এখানে আমি তার গ্রন্থ সমূহ হতে কতকগুলি উক্তিমালা উল্লেখ করছি যদ্বারা সেই অপবাদের বাস্তবরূপ প্রতিয়মান হয়ে যাবে। তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

* খোদার জ্ঞান সত্ত্বাগত এবং সৃষ্টির জ্ঞান প্রদত্ত্ব, খোদার জ্ঞান চিরস্থায়ী এবং সৃষ্টির জ্ঞান অস্থায়ী, খোদার জ্ঞান অবিনশ্বর এবং সৃষ্টির জ্ঞান নশ্বর, খোদার জ্ঞান অসৃষ্ট এবং সৃষ্টির জ্ঞান সৃষ্ট, খোদার জ্ঞান কুদরতের উর্ধে এবং সৃষ্টির জ্ঞান কুদরতের আওতায়, খোদার জ্ঞান অমর ও আবশ্যিক এবং সৃষ্টির জ্ঞান ধংশশীল ও সম্ভব।[১]

* অন্যত্র এরশাদ করেন "সৃষ্টি জ্ঞানকে আমি না খোদার জ্ঞানের সমান ধারনা করি, না অপরের জন্য সত্ত্বাগত জ্ঞানের বিশ্বাস পোষণ করি এবং (কোন সৃষ্টির জন্য) খোদা প্রদত্তর মাধ্যমে আংশিকই স্বীকার করি, সম্পূর্ণ নয়। এর উর্ধে কোন ব্যক্তি কোন মত বা ধারণাকে আমার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করবে, সে প্রতারক মিথ্যুক এবং আল্লাহর দরবারে তার বিচার।[২]

* অদৃশ্য জ্ঞান মহিয়ান আল্লাহর জন্য বিশেষ একথা অবশ্যয় সত্য। আর হবেনা কেন মহান বিশ্ববিধাতা এরশাদ করে–

"তুমি বলে দাও! ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত কেহ আলেমুল গাইব নেই।" এ আয়াতে সেই সত্ত্বাগত এবং বেষ্টনকারী জ্ঞানই লক্ষার্থ যে, এটাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত এবং তারই জন্য বিশেষ। এবং আতাঈ অর্থাৎ অপরের দান কৃতও অবেষ্টনকারী জ্ঞান

১) ইম্বাউল মুস্তাফা, ২) খালেসুল এতেকাদ।

তথা আংশিক হতে জ্ঞাত এবং আংশক হতে অজ্ঞ, মহান আল্লাহ ক্ষেত্রে অসম্ভব। (খোদার সাথে) এর বিশেষত্বর কোন প্রশ্ন জাগেনা। মহান আল্লাহ প্রদত্ত্ব আবেষ্টনকারী অদৃশ্যজ্ঞানাদি নবীগন প্রাপ্ত হয়েছেন। একথাও সত্য, আর তা কেনই বা হবে না।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন–

"আল্লাহর শান এ নয় যে (হে সর্ব সাধারণ) তোমাদেরকে দৃশ্যেকে আদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবেন তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তার রাসূলগনের মধ্য থেকে যাকে চান।"[১] কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমূদয় এলাহী জ্ঞানকে পূর্ণাকারে বেষ্টন করা জ্ঞান ও শরীয়ত ভিত্তিতে অসম্ভব। বরং সমস্ত পূর্বা-পরের সমস্ত জ্ঞানকে একত্রিত করা হয়, তবুও এর সমষ্টির সম্পর্ক এলাহী জ্ঞানাদির সাথে কিছু হবে না। এমন কি এরূপ ও সম্পর্ক হবে না যেরূপ বিন্দুর দশ লক্ষাংশের মধ্যে একাংশের সম্পর্ক দশ লক্ষ সাগরের সাথে রয়েছে। যেহেতু বিন্দুর অংশটি ও সীমিত এবং গভীর সাগর ও সীমিত। আর সশীমের সাথে সশীমের কোন সম্পর্ক হবে। অতএব বিন্দুর উক্তাংশ পরিমান সাগরগুলো হতে পরস্পর জল নিতে আরম্ভ করি, তাহলে অবশ্যই একদিন এরকম আসবে যে, সাগরগুলোর সমাপ্তি ঘটবে। কারণ সেসব হচ্ছে সসীম। পক্ষান্তরে অসীম হতে আপনি যতই বৃহতাংশগুলো নিয়ে যান সর্বদায় এগুলো সসীমই হবে। এবং তা অসীমই থাকবে এবং তার সাথে কক্ষনই বৃহতাংশগুলির কোন সম্পর্ক হবে না। এ রয়েছে আমাদের ঈমান মহান আল্লাহর প্রতি।[২]

এই অপরাধের দ্বিতীয় বিরাট কারণ হচ্ছে আলা হযরত এর প্রচুর প্রেম ও প্রীতি মহা নবী আলাইহিস সালাম এর সাথে। এই প্রেমের স্থলে যারা শুধু বিবেকের সাহায্যে সমালোচনা করেন তারা প্রেমের আদব বিধি-বিধান হতে দূরে রয়েছেন। বরং প্রেমের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কৃত্রিম মহব্বতে বিবেক নিস্খবর হয়ে যায় আর তার প্রেম তো অকৃত্রিম ও খাঁটি ছিল। এখানে বিবেক-বুদ্ধির পথ কোথায়? আলা হযরত প্রেমের বলে অগ্রে চলছেন এবং

১) খালেসুল এতেকাদ, ২) আদ্দাওলাতুল মক্কীয়া।

মহা নবীকে স্মরণ করছেন প্রীতিও সম্মান রীতি-নীতিকে সামনে রেখে।

মহা নবীর সাথে মাননীয় সাহাবীদের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষপাত করলে, তার ওয়াফাৎ কালে হযরত ওমার-এর আত্তহারা অবস্থার অনুমান করতে সক্ষম হবেন। মনে হচ্ছে নবী করীমের ওয়াফাৎ নয়, বিদ্যুৎ পতিত হল। তাঁর প্রেমে আত্তহারা অবস্থায় যা ব্যক্ত করেন, শুনেছেন।

পণ্য-দ্রব্য-ধনসম্পদ এবং আল আওলাদের সাথে প্রেম হয়ে থাকে তাদেরই জন্য। খোদার উদ্দেশ্যে কি করে? কিন্তু এই প্রেম রহস্য সনাক্তকারী মালমুদ্রা, পরিবার এবং সন্তান-সন্ততির সাথে প্রেম রাখেন একমাত্র আল্লাহর জন্য। এতে কোন কৃত্রিমতা নেই। কারণ তিনি যা কিছু ব্যক্ত করেছেন নির্জনতায়। লোকেরা অনুভব করেন নি যে, তার মতামতগুলো কোন দিন প্রকাশিত হবে। যার বিষয়ে শুনতে পাওয়া যায় যে, তিনি খোদা ও রাসূলকে একই স্তরের মনে করতেন অর্থাৎ শির্কের ধারক ছিলেন তিনি এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে এরশাদ করেন, "আলহামদুলিল্লাহ আমি ধনের সাথে ধন হিসাবে প্রেম স্থাপন করিনি। তার সাথে প্রেম রেখেছি একমাত্র খোদার রাহে ব্যয় করণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সন্তান-সন্ততির সাথে আওলাদ হিসেবে প্রেম নেই। তাদের সাথে আমার প্রেম এ জন্য যে আদর স্নেহ এক নেক পন্থা এবং এর উৎস হচ্ছে আওলাদ। এবং এ আমার অবলম্বনাধীন নয়, আমার প্রাকৃতিক আকাঙ্খা।[১] এখন মহা নবীর সাথে তার আন্তরিকতার প্রতি লক্ষপাত করুন।

তাকে প্রশ্ন করা হল মহা নবীর হলফ গ্রহন করে তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা কি জরুরী হবে? তিনি প্রত্যুত্তোরে বললেন 'না' অতঃপর আরয জ্ঞাপন করা হল মহা নবীর কি হলফ গ্রহন করা জায়েয? এরশাদ করলেন 'না' পূণরায় জিজ্ঞাসা বাদ হল তাহলে কি তা সন্তাসন বিরোধী? উত্তর প্রদান করলেন 'হ্যাঁ'।[২]

১) আলমালফুয, খঃ ৪, ২) আলমালফুয, খঃ ৩,

মহা নবীর মান-মর্যাদা তো অনেক উচ্চস্তরের। যে সমস্ত মহিয়ান সত্ত্বাদের বংশগত সম্পর্ক তার সাথে রয়েছে, তাদের প্রতি এ প্রকারের আদব ও সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতেন যে এর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সাইয়াদ তথা নবীর বংশের সন্তানকে শিক্ষক আদব শিক্ষার্থে প্রহার করতে পারেন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন বিচারক যিনি এলাহী হুদুদ (খোদার পক্ষ থেকে ধার্যকৃত হদসমূহ) স্থিত করতে বাধ্য যদি তার সামনে হদ সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ হদ ক্বায়েম করা ফরয এবং তিনি হদ লাগাবেন, তার জন্য নির্দেশ রয়েছে যে, শাস্তি দেয়ার নিয়ত করবেন না বরং অন্তরে এ নিয়ত করবেন যে, সাহেবজাদার চরণে পাঁক লেগেছে আমি তা পরিস্কার করছি।[১]

এ ছিল তার আদব নবী সম্পর্কের সাথে। এখন মহা নবীর পাক দরবারের সাথে তার আদব ও ভক্তির বিবরণ শুনুন। পূর্ব যুগে পথ যাত্রা সুবিধাজনক ছিলনা এবং রাস্তা ছিল প্রচুর ভয়ানক। কাজেই কিছু লোকেরা হজ্জযাত্রীদেরকে নবী শহরের জিয়ারত হতে বাধাদানে প্রচেষ্টা চালাতেন। এরূপ তারাই করতে পারেন যাদের অন্তরে খুঁত রয়েছে। আলা হযরত যেহেতু পূর্বেই এরকম দৃশ্য দেখে অবগত ছিলেন। এহেতু হাজীদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন- "পবিত্র জিয়ারত ওয়াজিব এর কাছাকাছি। অনেকেই কৃত্রিম বন্ধু হয়ে বিভিন্ন রকমের ভয় দেখিয়ে থাকেন। সাবধান কারো কথার প্রতি কর্ণপাত করে কোন মুহূর্তে বঞ্চিতর (মাহরুমির) কলঙ্ক নিয়ে প্রত্যাবর্তন করিও না। জীবন একদিন অবশ্যয় যাবে। এ অপেক্ষা অধিক প্রিয় কি হতে পারে যে, জীবন তার পথে থেকে বেরোবে। এবং দেখা গেছে যে, যেজন তার আঁচল ধরেছে তাকে তিনি স্বছায়াতে আরামের সাথে নিয়ে গেছেন। বাধার আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয় নি। আলহামদুল্লিাহ।"[২]

সুধী পাঠকবর্গ! আপনারা দেখলেন যে, সত্য প্রেমিককে প্রেরণা দান করে প্রেমাস্পদের আঁচলে কিরূপে আবদ্ধ করছেন, কিন্তু যখন সে প্রেমিক নিকটে গিয়ে অত্যন্ত প্রেম আবেগে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা

১) আলমালফুয, খঃ ৩, ২) আনওয়ারুল বাশারাহ।

করছে। হঠাৎ তিনি আহবান করছেন সেই প্রেমিককে, সাবধান! পাক জালীকে চুমো কিংবা তার উপরে হস্ত স্থাপন করার বিষয়ে সতর্ক থাকো, যেহেতু এ আদব বিরোধী। বরং চার হাতের দূরত্ব অপেক্ষা নিকটে যেওনা। তার এ দয়া কম নয় যে, তিনি তোমাকে নিজের দরবারে আহবান করে সামনে উপস্থিত করলেন। তাঁর পবিত্র নজর যদিও প্রতিটি ঠাঁয়ে তোমার পানে ছিল, এখন বিশেষরূপে বর্তমান, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রেম-প্রীতির অনুমান কৃত্রিম আকাঙ্খা সমূহের দ্বারা হয় না। বরং মজবুত অকৃত্রিম বাসনাসমূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বর্তমানে জিয়ারতকারীদের অবস্থা এই যে, পবিত্র দরবারে উপস্থিত কালেও দেশের স্মরণ তাদেরকে চিন্তিত করতে থাকে। এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম, যারা অত্র দরবারে মরন কামনা করেন এবং এ ভয়ে যে দোওয়া হয় তো কবুল হয়ে যাবে, মরণের দোওয়া করতেও বিরত থাকেন। এবার খাঁটি প্রেমিকের কথা শুনুন তিনি ব্যক্ত করছেন– "মরনের সময় নিকটে এবং আমার দেল ভারত.তো ভারত এমন কি সম্মানিত মক্কা নগরে ও মরন বরণের ইচ্ছুক নয় নেক বাসনা এটাই যে, পাক মাদীনাতে ঈমানের সাথে মরন এবং বরকতময় বক্বীতে দফন ভাগ্যে জুটে।"[১]

তিনি রাসূল প্রেমে আত্তহারা ছিলেন, বলেই অপরের অপোক্তা প্রেম দেখে বিষন্ন হয়ে পড়ছেন এবং অশ্রু ভরা নয়ন, দুঃখ ভরা বুক নিয়ে চিৎকার করে উঠছেন। তার ধ্বনি আদব ও সম্ভাসনের এক বিরাট টুকরো যাতে কোরআনী গৌরব ঝক ঝক করছে।

শুনুন গভীর আক্ষেপে কি বলছেন "হায়, হায়, হায়! হে ইসলাম! কি হল তোর সম্মান? তোর নাম স্মরণকারীর দৃষ্টি হতে কোথায় সরে পড়ল?

কি হল তোর স্বাদ ও মিষ্টাত্ব? ইন্না লিল্লালি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওহে নিজের জীবনের প্রতি সৈরাচারিরা। ওহে সরলপ্রাণ অজ্ঞ অপরাধীরা? কোন খবর রেখেছ? শুন, সেই ক্রোধান্বিত আল্লাহ

১) হায়াতে আলা হযরত।

যিনি তোমাদেরকে সৃজন করলেন, যিনি নয়ন, কর্ণ, হৃদয় হস্ত এবং চরণ তাছাড়া লক্ষাধিক নিয়ামতসমূহ দান করলেন, যার দরবারে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং নির্জন একা, সহায়হীন সঙ্গহীন তার দরবারে দন্ডায়মান হতে হবে এবং তোমাদের মামলা হাজির করা হবে। আবার তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার প্রেমকে গুরুত্ব না দিয়ে অমুক অমুককে তার উপরে প্রাধান্য দিলে।

শুন, তার মহিমা, তার অনুগ্রহ, তার প্রিয়তম হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এরই অনুগ্রহ গুলোকে যদি স্মরণ কর তুবও মহান খোদার শপথ পিতা, শিক্ষক, পীর, মনিব, বিচারক, বাদশাহ যাবতীয় সমুদয় জাহানের মঙ্গলাদি অত্র অনুগ্রহগুলোর ক্রোড়াংশকে পৌছতে পারবেনা।

শুন! তিনি সেই ব্যক্তি যিনি ভূমিই ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আপর বর এর একত্ব এবং নিজের রেসালাত (রাসূল হওয়া) এর সাক্ষ বহন করার পর সর্বাগ্রে যে কথা তার স্বরণে এসছিল তা তোমদেরই স্বরণ। লক্ষপাত কর! তিনি আমেনা খাতুনের নয়ন নূর, না, না। তিনি আরশবিধাতার আরশ নক্ষত্র, সমস্ত নভোমন্ডল ও ভূ মন্ডলের নূর আল্লাহর নূর, মায়ের পাক শেকম হতে পৃথক হয়েই সাজদায় পতিত হয়েছেন এবং কমল ও বিষন্ন ধ্বনিতে বলছেন হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত। কি কোন সময় কোন বাবা, গুরু, মুর্শিদ, মালিক, হাকিম, রাজা, আপন পুত্র, শিষ্য, মুরীদ, গোলাম, চাকর, প্রজার প্রতি এরূপ নজর রেখেছে? কোন দিন না। ওরে তিনি সেই প্রিয়তম হাবীব মেহেরবান, দয়ালু যাকে কবরে অবতরণ করা হয়েছে (এ মুহূর্তে) ফায্‌ল অথবা কুসুম বিন আব্বাস কর্ণপাত করে শুনছেন যে তিনি ধীরে ধীরে আরজ করছেন হে আমার মালিক! আমার উম্মত, আমার উম্মত। সুবহান্নাহ! ভূমিষ্টর পর তোমায় স্মরণ কি কক্ষনো কোন বাপ, ওস্তাদ, ছাত্র, মুরীদ, মনিস, সেবক, প্রজার প্রতি এমন ধ্যানপতা করেছে, এমন বেদনা রেখেছে? আস্তাগফিরুল্লাহ! ওরে তিনি সেই যে তুমি চাদর টেনে সন্ধ্যা থেকে নাসিকা ধ্বনি বের করে প্রভাত করছ, তুমি বেদনা,

ব্যাথা, অশান্তিতে পার্শ পরিবর্তন করছ, ছটপট করছ, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, কন্যা, স্ত্রী, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, দুই-চার রজনী জাগরণ করে অন্তে ক্লান্ত হয়ে সরে পড়ল এবং যারা সরলনা, বসে বসে তাদের উপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন হচ্ছে, ঘুমের চাপ আসছে এবং সেই প্রিয় নিস্পাপ অপরাধহীন তিনি তোমার উদ্দেশ্যে জেগে রইলেন অথচ তুমি ঘুমিয়ে রয়েছ, এবং তিনি তুমুল ক্রন্দনরত আর কাঁদতে কাঁদতে সকাল করে দিলেন এ বলে যে, হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত। কি কোন মুহূর্তে পিতৃদেব, নিপুন, বুযুর্গ, মনিব, বিচারপতি, সম্রাট, নিজের তনয়, বিদ্যার্থী, মুরীদ, মনিস, খাদেম প্রজারপ্রতি এভাবে ধ্যানপাত করেছে। এভাবে বেদনা রেখেছে? না কোন দিন না। ওরে শুন! কর্ণপাত করে দেখ, বেদনা ব্যধি পীড়া অথবা আপদ, বিপদে, পিতা-মাতার স্নেহ-মমতার কি যাচাই করবে (কারণ) না এব্যাপারে তোমার চুক না মাতা পিতার প্রতি দুঃখ। এভাবে পরীক্ষা কর যে, মাতা-পিতা অগণিত অনুগ্রহ সমূহ আমাদেরকে দান করলেন এবং তুমি নিমতাবলীর পরিবর্তে বিদ্রোহ কর, অবাধ্য হও, তারা শত শত বলেন, একটিকে ও মান্যতা না দাও (এমুহূর্তে) মায়ের কুৎসিত, বাবার কুৎসিত, রাত-দিন কুৎসিত, সর্ব মুহূর্তে কুৎসিত। এবার দেখ মাতা-পিতা কিভাবে কলজায় জড়িয়ে ধরছে? কিন্তু সেই প্রিয় পাত্র, সেই সর্বাঙ্গ দয়া, সেই নিআমত সমূহের দাতা, তিনি আপাদমস্তক শান্তি রয়েছেন যে, তোমার লক্ষাধিক দুষ্টামি পরিলক্ষিত করছেন, ক্রোড়াধিক ভুল-ভ্রান্তি নজরপাত করছেন তবও তিনি তোমার মায়া-মমতা থেকে বিরত থাকছেন না। না অতুষ্ট বোধে বিমুখ হয়ে পড়ছেন। শুন, ধ্যানপাত কর! তিনি কি বলছেন–

ওরে আমার পানে এস, ওরে আমার দিকে এস। আমায় ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? দেখ তিনি এরশাদ করছেন তুমি প্রজাপতির মত অগ্নিতে পতিত হতে যাচ্ছ এবং আমি তোমার কোমরবন্দ ধরে থামাই। কি কোন দিন পিতা গুরু, পীর, মনিব, কাজী, নরপতি, নিজের নন্দন শিষ্য মুরীদ, রাখাল, চাকর প্রচার প্রতি লক্ষপাত করেছে, বেদনা, মায়া রেখেছে? আস্তাগফিরুল্লাহ ওরে পৃথিবীর সময়

হচ্ছে রজনী চক্ষু বন্দ হলেই প্রভাত, ক্বেয়ামত অতি সত্তর আসবে। জান ক্বিয়ামত কি?

যে দিন পলায়ন করবে মানুষ স্বভ্রাতা, মাতা, পিতা, স্ত্রী, সন্তানাদি হতে। প্রত্যেকেই সেই দিন অবলুন্ঠিত থাকবে। অপরকে স্মরণে রাখতে সম্ভব হবে না। সেই দিন বুঝবে যে অমুক অমুক তোর উপকারে আসতে পারছে কি? কখনো নয়। এবং আল্লাহ তাআলার কসম অত্র দিন সেই প্রিয়তম হাবীবই কাজে আসবেন। অথচ অন্যান্য নবীদের জন্য আরজী সম্ভব হবে না। সকলেই "নফসী, নফসী" ব্যক্ত করবেন। অপরের তো কোন প্রশ্ন উঠেনা তবে শুন সেই অসহায়দের সহায়, সেই অসঙ্গীদের সঙ্গী, সেই সুপারিস নয়ন তারকা, সেই মাহবূব হাশর মাঠের শোভা, সেই স্নেহময় কৃপাময় আমাদেরকে বললেন আমি রয়েছি সুপারিস নিমিত্ত, আমি আছি সুপারিস-এর জন্য।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইনসাফকে সামনে রাখুন! তার অনুগ্রহ সমূহর সাথে জগতের অনুগ্রহগুলোর কি তুলোনা হতে পারে? তাহলে কি রকম কঠোর অকৃতজ্ঞতা যে, যে ব্যক্তি তার দুর্নাম করবে তোমার অন্তরে তার সম্মান, তার প্রেম, তার ধ্যান, তার খাতের নামেরও কি কিছু থাকবে?

এলাহী কলেমা পাঠকদের খাঁটি ইসলাম দান কর, সাদক্বা তোমার মহান হাবীবের হুরমতের।[১]

হক ও বাতিল এক অপরের পরিপন্থী তাই হক কথা ব্যক্ত করলে অসত লোকেরা তা কোন দিন মেনে নিতে পারেন না। এবং ব্যক্তকারীর মান-সম্মান কিভাবে বিলীন হবে, এই প্রচেষ্টয় থাকেন। আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা তৌহীদ ও রেসালাত পদমর্যাদাকে অখুন্ন রাখতে সর্ব মুহূর্তে হক-এর পতাকাকে উঁচু রেখেছিলেন। কাজেই বাতিল পন্থীগন তার চির শত্রু হয়ে পড়েন। এবং শত্রুতার নেশায় অন্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ তুলে ধরেন

১) হোসামুল হারামাইন (ফতওয়া সারাংশ) মুদ্রিত লাহোর

YaNabi.in

বিদআত খন্ডন

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা কারো সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত না করে বিদআত তথা শরীয়ত পরিপন্থী কার্যাদির রীতিমত খন্ডন করেছেন।

তিনি যেগুলো কর্মপন্থাকে বিদআত বলে সে সবের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, এটাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নিম্নে বিবৃত নীতিসমূহকে মেধাতে উপস্থিত রাখতে হবে।

প্রতিটি ঐ জিনিস যেটা মহা নবীর যুগে স্বীয় চলিত অবস্থায় অবর্তমান, সেটাকে বিদআত বলা হয়। পবিত্র হাদীস এবং ইমামগনের উক্তিসমূহ অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক বিদআত পাপ নয়। বরং পাপ ঐ বিদআত যেটা কোন সুন্নাতকে লোপ করে কিংবা শরঈ পদ্ধতির ভীত্তিতে বাধাকৃত জিনিস সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। মিশকাতের ভাষ্য গ্রন্থ "আশে'আতুল লামআত" এর মধ্যে উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীসবীদ শাইখ আব্দুল হাক দেহেলবী বলেন, যেটা শরঈ নিয়ম সমূহ এবং সুন্নাত এর অনুকুল এবং তাহতে নির্ভুত অনুমানের সাহায্যে অর্জন করা হয়েছে সেটাকে বিদআতে হাসানা তথা উৎকৃষ্ট বিদআত বলা হয়। আর যেটা এ সবের প্রতিকূল সেটার নাম করণ করা হয় বিদআতে দালালা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদআত। এ থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, কোন জিনিসের নব আবিস্কার হওয়া বিদআতে দলালা বলে বিবেচ্য হবার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ সে কোন সুন্নাত কিংবা শরঈ কানুনের বিপরীত না দাঁড়িয়েছে।

যদি কোন বস্তুর নতুন আবিস্কার হওয়া বিদআতে দালালা-এর কারণরূপে দাঁড়ায় তাহলে মহা নবী নিজের উম্মতবর্গকে ইসলামের মধ্যে ভালো প্রচলন করণের অনুমতি দান করতেন না অথচ তিনি এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে উৎকৃষ্ট পথ আবিস্কার করবে তাহলে তাকে আবিস্কার করণের পূণ্য প্রদান করা হবে এবং আমলকারীদের পূণ্যেরও সে আধিকারী হবে অথচ তাদের পূণ্যে কোন হ্রাস হবে না এবং যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট পথ আবিস্কার করবে

তাহলে তাকে আবিস্কার করণের পাপ হবে এবং তাদের ও পাপসমূহের আধিকারী হবে যারা এর প্রতি আমল করবে অথচ তাদের পাপরাশিতে কোন হ্রাস হবে না।"

উপরোক্ত হাদীস হতে বিদআতের দুই প্রকার বেরিয়ে এল একটি "বিদআতে হাসানা" অপরটি "বিদআতে সাইয়াহ"। মিশকাতের ভাষ্য গ্রন্থ মিরকাতের মধ্যে হযরত মুল্লা আলী ক্বারী বিদআতে হাসানার তিন প্রকার- ১) জায়েয, ২) মুস্তাহাব, ৩) ওয়াজিব এবং বিতআতে সাইয়াহ দুই প্রকার- ১) মাকরূহ ও ২) হারাম, লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে বিদআতের সর্বমোট সংখ্যা পাঁচে উপনিত হয়। শাইখ নওবী ও শাইখ ইযযুদ্দীন প্রভৃতি ইমামগন বিদআতের উপরোক্ত পাঁচ প্রকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

হাদীস ঃ "যে ব্যক্তি আমার ধর্মে এরূপ জিনিস প্রচলন করবে যেটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা বর্জনীয়" এর ব্যাখ্যায় মিরকাত এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে, "এর অর্থ হচ্ছে, যেজন ইসলামের মধ্যে কোন এমন মত পোষণ করল যার জন্য কিতাব ও সুন্নাতের বাহ্যিক কিংবা অন্তর্নিহিত দিক কিংবা উভয় হতে অর্জনকৃত প্রমান না থাকে তাহলে সেটা অগ্রাহ্য"। সুতরাং "প্রত্যেক বিদআত গুমরাহী" হাদীসটির ব্যাখ্যায় শাইখ দেহেলবী বলেন প্রত্যেক বিদআতে সাইয়েতনা পাপের কাজ"। ইমাম গাযযালী বলেন "বাধাকৃত ঐ বিদআত যেটা সুন্নাত বিরুদ্ধ।"।

উল্লেখিত ভূমিকার আলোকে বিদআতের বিষয়ে আলা হযরত এবং বিরোধী আলেমগনের মত পর্থেক্য এভাবে আঁচ করুন যে তাদের নিকট প্রতি নব আবিস্কৃত বস্তু বিদআতে দলালাতে গণ্য অথচ ইসলামের মহাব্যক্তি ইমামগণের অনুস্মরণে আলা হযরতের মত এই যে, কোন নব আবিস্কৃত জিনিসকে বিদআতে দলালা বলতে পারা যাবে না যতক্ষণ সে কোন সুন্নাতকে রহিত না করেছে অথবা শরঈ কানুনের ভিত্তিতে বাধাকৃত জিনিসসমূহের অন্তর্ভূক্ত না হয়েছে। তাঁর বক্তব্য এই যে, যদি নব আবিস্কার হওয়ার কারণে কোন বস্তুকে বিদআতে দলালা তথা হারাম বলা হয় তাহলে ইসলামের নেযাম

ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এবং এ দাবী প্রমান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে যে, ইসলাম ক্বেয়ামত অবধী প্রত্যেক যুগে মানব জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান রাখে।

সুতরাং তিনি যেগুলো কর্মকে বিদআতে দলালা বলেছেন সেগুলো হয়ত কোন সুন্নাতের পরিপন্থী কিংবা শরঈ নীতির আধারে বাধাকৃত সমূহের মধ্যে আসছে। পক্ষান্তরে বিরোধী আলেমগন প্রত্যেকে নতুন বস্তুকে বিদআতে হারাম বলে ঘোষণা করেন। এবং মুসলিম সমাজে নতুন নতুন কলহ বিবাদের দরজা খুলছেন।

ধরুন! মীলাদ ও ক্বেয়াম যদিও আপন প্রচলিতরূপে মহানবীর পবিত্র যুগে ছিলনা কিন্তু ধর্মীয় ইমামগণের মাসআলা মোতাবেক না কনো সুন্নাতকে নির্মূল করে আর না শরঈ কানুনের আঁধারে বাধাকৃত সমূহের মধ্যে পড়ে। অতএব এসব বিদআতে হাসানার অন্তর্ভূক্ত।[১]

মোট কথা আলা হযরত সে সবকে বিদআতে দালালা বলে খন্ডন করেছেন সে সব হয়ত কোন সুন্নাতকে বিনাশ করছে অথবা শরঈ নীতিগুলির আলোতে নিষেধকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করছে।

আলা হযরত হারাম ও বিদআতমূলক কর্মপন্থারগুলোর চরম বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিদআত খন্ডনের শতাধিক দৃষ্টান্ত তাঁর তালীমাত এর মধ্যে পাওয়া যায়। তন্মেধ্যে কিয়দাংশ এখানে উল্লেখ করছি-

মৃত্যুর বাড়ীতে বিয়ে অনুষ্ঠানের ন্যায় আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিমন্ত্রণ সম্বন্ধ এক প্রশ্ন পত্রের উত্তর দান করতঃ লিপিবদ্ধ করেন-"ওহে মুসলমান! এ জিজ্ঞেস করছ যে এটা বৈধ না অবৈধ? বরং এ জিজ্ঞেস কর যে, এ আপবিত্র প্রথা কিরূপ জঘন্য কঠোর পাপ এবং প্রচুর ঘৃণা সমূহের অন্তর্ভূক্ত।"

অপর এক জায়াগায় বলেন, "মৃত্যুর পক্ষ হতে আহারের দাওয়াত নাজায়েয যেহেতু শরীয়ত উৎসবে দাওয়াত রেখেছে, শোকাবস্থায় নয় এবং এ ঘৃণীত বিদআত।"[২]

সাধারণ ভাবে বিরোধীগন আহলে সুন্নাতকে "কবর পূজক" নামে স্মরণ করে থাকেন। এই স্পষ্ট শির্ককে আহলে সুন্নাকের সঙ্গে জড়িত

১) জালীয়ুস সাউত, ২) জালী।

করা সম্পূর্ণাকারে অন্যায়। যেহেতু আলা হযরত কবরপূজা এবং কবরের সামনে সাজদা করা যাবতীয় শির্কমূলক কর্মপন্থার যথাযথ খন্ডন করেছেন। এবং কয়েকটি পুস্তিকা ও রচনা করছেন। সম্মান সূচক সাজদার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, "ওহে মুসলমান! ওহে মুসলমান! নবী শরীয়তের আনুগামী ভাগ্যবান।" জেনে রাখ এবং অবশ্যই জেনে রাখ যে, সাজদা আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য শোভনীয় নয়। অপরকে উপাষনামূলক সাজদা ঐক্যমতে অবশ্যই ঘৃণীত শির্ক এবং স্পষ্ট কুফর। আর সম্মানসূচক সাজদা নিঃসন্দেহে হারাম এবং কঠিন পাপের কাজ। এর কুফর হওয়াতে আলেমগনের মতান্তর এবং ফকীহদের এক দল হতে তকফীর বর্ণিত। এবং গবেষণা ও তদন্তের ভিত্তিতে সেটা বাহ্যিকে কুফর বলে বিবেচিত। তবে যথা শুল, রবি-শশীর জন্য মতান্তর বিহীনে সাজদা কুফর এর অন্তর্গত।

তাছাড়া পীর, মাযারকে সাজদা করণ অবশ্যই অবশ্যই না জায়েয ও অবৈধ এবং হারাম, মহাপাপ এবং চরম ঘৃণীত।[১]

এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেখার ইচ্ছুক হলে তার শিক্ষাজীবনএর অধ্যায়ন জরুরী যা আজও তাঁর শতাধিক গ্রন্থাদিতে চন্দ্র, সূর্যের ন্যায় দ্বীপ্তিমান।

Ya Nabi.in

১) আয়য়ুব্দাতুয যাকীয়াহ।

বাইয়াত ও খেলাফত

আলা হযরত ১২৯৪ হিঃ ১১৮৭ খ্রীঃ সনে আপন বুযুর্গ পিতা শায নাকী আলী সাহেবের সাথে শাহ আলে রাসূলের খিদমতে যান। এবং তার হাতে বাইয়াত গ্রহন করে ক্বাদেরী সিলসিলায় দাখিল হন। এবং সেই সাথে ইজাযত ও খেলাফত তথা পীরত্বের অনুমতি লাভ করেন।[১]

সাইয়েদনা আলে রাসূলের অভ্যাস ছিল যে, তিনি বছরাধিক আধ্যাতিক সাধনা করানোর পর উপযুক্ত মনে করলে, কাউকে খেলাফত দান করতেন। অথচ আলা হযরতকে সাধনা বিহীনে বাইয়াতের সাথে সাথে তা দান করলেন।

এ দেখে তার সুযোগ্য সাজ্জাদা নশীন আবুল হোসাইন নূরী বললেন, "নিয়ম বিপরীত এ তরুনকে খেলাফত দান করলেন?" তিনি বললেন প্রিয় পৌত্র! লোকেরা মরিচা ভরা অন্তর সমূহ নিয়ে আসে, যেগুলোকে পরিস্কার করতে সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর যুবকটি উজ্জ্বল পরিস্কার দেল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যেটাকে পরিস্কার করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। মাত্র সম্পর্কের দরকার ছিল যা বাইআত দ্বারা অর্জন হয়েগেছে। সুতরাং তাকে সাধনা বিহীনে খেলাফত এর অমূল্য মুকুট দান করলাম এবং স্নেহের পাত্র মনে রেখ "এ সেই নবযুবক যদি ক্বেয়ামত ময়দানে খোদা আমাকে জিজ্ঞেস করেন আলে রাসূল! তুমি দুনিয়া হতে কি নিয়ে এসেছ? তাহলে আমি একে পেশ করব।[২]

তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতই দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিলেন যে, তরীক্বতের অন্যান্য শাইখগন ও বিভিন্ন সিলসিলাসমূহের খেলাফত দান করেন।

উপরোক্ত সিলসিলাসমূহের তালিকা নিম্নে দেয়া হল–

১) ইমাম আহমাদ রেযা নং, ২) ইমাম আহমাদ রেযা নং ।

১) ক্বাদেরিয়া বারকাতিয়াহ জাদীদাহ,
২) ক্বাদেরিয়া আবাঈয়াহ কাদীমাহ,
৩) ক্বাদেরিয়া উহদালিয়াহ,
৪) ক্বাদেরিয়া রায্যাক্বিয়াহ,
৫) ক্বাদেরিয়া মুনাওওয়ারিয়াহ,
৬) চিশ্‌তিয়াহ নেযামিয়া কাদীমাহ,
৭) চিশ্‌তিয়াহ মাহবুবিয়াহ জাদীদহ,
৮) সোহারওয়ারদিয়াহ ওয়াহিদিয়াহ,
৯) সোহারওয়ারদিয়াহ ফাদলিয়াহ,
১০) নাকশ্‌বান্দিয়া আলাঈয়াহ সিদ্দিকিয়াহ,
১১) নাকশ্‌বান্দিয়া আলাঈয়াহ আলাবিয়াহ,
১২) বাদিইয়া,
১৩) আলাবিয়াহ মানামিয়াহ, ইত্যাদি।[১]

তিনি উপরোক্ত সিলসিলাগুলোর ইজাযত ও খেলাফত এবং চার মুসাফাহা এর সনদ অর্জন করেন। ১) জিল্লিয়াহ, ২) খিযরিয়াহ, ৩) মুআম মারিয়াহ, ৪) মানামিয়াহ।

উপরন্তু নিম্নের যিকর ওয়াযিফাহ এবং আমলের অনুমতি প্রাপ্তিও তার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল।

১) খাওয়াস্‌সুল ক্বোরআন, ২) আসমাএ এলাহিয়াত, ৩) দলা-এলুল খাইরাত, ৪) হিসনে হাসিন, ৫) হিযবুল বাহার, ৬) হিযবুন নসর, ৭) হিযবুল বার, ৮) হিযবুন আমীরিন, ৯) হিরযুল ইয়ামানী, ১০) দুআ-এ মুগনী, ১১) দুআ-এ হায়দারী, ১২) দুআ-এ ইযরাইলী, ১৩) দুআ-এ সুর ইয়ানী, ১৪) কাসীদা-এ গৌসিয়াহ, ১৫) সালাতুল আসরার, ১৬) কাসীদা-এ বোরদাহ ইত্যাদি।

১) আ ইজাযাতুল মাতীনা।

গাওসে আযমের নাএব

আলা হযরত স্বীয়কালে আলেম ও সূফী উভয়দলের পথপ্রদর্শক ছিলেন। বরং তিনি বড়পীর গাওসে আযমের যোগ্যতম নাএব ও প্রতিনিধি। একথার সাক্ষ্য বহন করে সে সময়ের সমস্ত আরাবীয় ও অনারবীয় আধ্যাত্মিক গুরুদের গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। এখানে কতিপয় আধ্যাত্মিক মনিষিদের অভিমত ও বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করছি। যাতে দাবী প্রমানহীন না থাকে।

১) পবিত্র মক্কার সনামধন্য আরিফ শাইখ আবুল খাইর লিপিবদ্ধ করেন, "তিনি (আলা হযরত) দ্বিপ্রহরে মারেফাতের দীপ্ত রবি, ব্যক্ত ও গুপ্ত জ্ঞানসমূহের তথ্যাবলীর সমাধানকারী।"

২) নবী উদ্যানের ফুল সম্মানিত মক্কার আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতা সাইয়েদ আবুল হোসাইন মারযুকী লিখছেন–"মারেফাত সমূহের এমন সাগর যা থেকে মাসআলা-মাসায়েল তরঙ্গিনীসমূহের মত ছাপয়ে উঠে মহান আল্লাহ এর অনুগ্রহে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাবগুলির প্রতি অতি যত্নবান।"

৩) জীলানী ও সিমনানী বাগানের পুষ্প আলা হযরত শাহ আলী হোসাইন আশরাফী একদা অযু করছিলেন হঠাৎ তাঁর চক্ষুদয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। এদেখে মুহাদ্দিসে আযম সাইয়াদ মুহাম্মাদ বললেন, হুযূর! কি ব্যাপার কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন প্রিয় বৎস! "কুতুবুল ইর্শাদ" এর জানাযা যাকে ফিরিশতা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, তা দেখে আমি ক্রন্দনরুপী।

তিনি "কুতুবুল ইর্শাদ" আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযাকে লক্ষ করে বলেন। "কুতবুল ইর্শাদ" উপাধিটি কি রকম মাহাত্বপূর্ণ, দিব্যজ্ঞানীদের নিকট অপ্রকাশিত নয়।

৪) আলীপুর জেলা সিয়ালকোট নিবাসী বিখ্যাত বুযুর্গ সাইয়াদ জামাআত আলী শাহ মুহাদ্দিস নাক্সবান্দী (১৮৩৩/১৯৫১) বর্ণনা করেন আমি স্বপনযোগে বড়পীর গাওসে আযমের যিয়ারত লাভ করলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করলাম হুযূর! বর্তমানে এই পৃথিবীতে আপনার নাএব কে? তিনি প্রত্যুত্তোরে বললেন, "আহমাদ রেযা বেরেলবী

আমার প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে।"

অতঃপর পীর সাহেব কিব্লা আলা হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নটির বিবরণ দান করেন। মনে রাখবেন যে, পীর সাহেব কিব্লা অখন্ড ভারতবর্ষের এক মহান ব্যক্তিত্ব। ১১৮ বছর এ পবিত্র আয়ু পান। ৪৪বার হজ্জ ও যিয়ারত পালন করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মশহুর দাজ্জাল গোলাম আহমাদ কাদয়ানী তার মুকাবেলায় আসলে অপমানিত হয়ে পলায়ন করে।

অতএব ধর্ম ও বিবেক জগতে তার স্বপ্নটির প্রতি ধ্যান দেয়া উচিৎ।

প্রথম হজ্জব্রত

১২৯৫ হিঃ; ১৮৭৮ খ্রীঃ সনে স্বীয় পিতা শাহ নাকী আলীর সহিত হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারত এবং পবিত্র কাবার হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে যান।

উক্ত সফরে পবিত্র মদীনা অভিমুখে যাত্রাকালে একটি নযম লিপিবদ্ধ করেন যেটা অন্তরঙ্গতা সমূহের দর্পন স্বরূপ এবং যার অক্ষরে অক্ষরে প্রেমসুবাস বেরোচ্ছে।

উক্ত নযম এর প্রথম চরণ এরূপ–

হাজীও আও শাহানশাহকা রাওযা দেখো
কাবা তো দেখ চুকে, কাবা কা কাবা দেখো।

অর্থাৎ ওহে হাজীগন! এসো রাজাধিরাজের রাওযা দর্শন করো, কাবা তো দর্শন করে নিয়েছো সুতরাং কাবার কাবা দর্শন করো।

উক্ত সফরে পবিত্র হারামাইন তথা মক্কা-মদীনার আলেমগন যথা শাফেঈ মুফ্তী সাইয়াদ আহমাদ দাহলান, হানাফী মুফতী আব্দুর রহমান সিরাজ প্রভৃতি আলেমগন হতে হাদীস, তফসীর, ফিকহ এবং উসূলে ফিকহের সনদ অর্জন করেন এবং হারামাইন শরীফে মাগরিবের নামাযের পর একদা শাফেঈ বুযুর্গ হোসাইন বিন সালেহ আলা হযরতের হাত ধরে নিজের বাড়ী নিয়ে যান। অথচ উভয়ের

মাঝে কোন পরিচয় ছিল না এবং প্রেমভরা নযরে বেশ কিছুক্ষণ তার নূরানী কপাল পানে চেয়ে রইলেন এবং প্রেম চিত্তে বলেন–

انى لاجد نور الله من هذا الجبين

অবশ্যয় আমি এ কপালে আল্লাহ এর নূর অবলোকন করছি। তিনি আলা হযরতকে সিহাহ সিত্তার সনদ দান করেন। আর দান করেন কাদেরী সিলসিলার ইজাযত এবং তার নাম রাখেন যিয়াউদ্দিন আহমাদ।"

দ্বিতীয় হজ্জ

১৩২৩ হিঃ ১৯০৫ খ্রীঃ সনে আলা হযরত দ্বিতীয়বার হজ্জ ও যিয়ারত এর উদ্দেশে তশরীফ নিয়ে যান। এ সফরে হেজাযবাসী আলেমগন তার প্রতি প্রাণঢালা সম্মান প্রদর্শন করেন।

হুসামুল হারামাইন (১৩২৪/১৯০৬) আদদাওলাতুল মাক্কীয়াহ (১৩২৩/১৯০৬) কিফ্লুল ফাক্বীহ (১৩২৪/১৯০৬) ইত্যাদি কিতাব পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারনা অর্জন করা যায়।

পবিত্র মক্কায় দেয়া সম্বর্ধনার চোখ দেখা দৃশ্য সাইয়াদ ইসমাঈল মাক্কী নিজেই বর্ণনা করেন "দলে দলে মক্কাবাসী আলেমগন তার নিকট সমাবেত হন, তাদের মধ্যে অনেকেই তার কাছে সনদ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সুতরাং তাদের কয়েকজনকে ইজাযত প্রদান করে ধন্য করেন।

উক্ত সফরে তার সাথে ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম মৌলানা হামিদ রেযা। তিনি আল ইজাযাওল মাতীনা এর ভূমিকায় লিখেছেন, "ইজাযত লাভের জন্য নিম্নের বুযুর্গ আলেমগন আলা হযরতের সন্নিধ্যে আসেন।

১) সাইয়াদ আব্দুল হাই (ওয়াফাত ১৩৩২/১৯১৩)
২) শাইখ হোসাইন জামাল,
৩) শাইখ সালেহ কামাল (ওয়াফাত ১৩২৫/১৯০৭)
৪) সাইয়াদ ইসমাঈল মাক্কী (ওয়াঃ ১৩৩৮/১৯১৯)
৫) সাইয়াদ মুস্তাফা খলীল,

৬) শাইখ আহমাদ খদরাবী,
৭) শাইখ আব্দুল কাদের কুদী,
৮) শাইখ ফরীদ,
৯) সাইয়াদ মোহাম্মাদ ওমার

তাছাড়া অন্যান্য আলেম ও মহান ব্যক্তিগন তার নিকট আসতে আরম্ভ করেন। অনেককে মক্কায় ইজাযত প্রদান করেন আর অনেককে বেরেলী ফিরে এসে ইজাযতের সনদ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর হাবীবের পাক মাদীনায় গমন করেন।

এখানেও তাকে বিপুল সম্বর্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর চোখ দেখা বর্ণনা করেন শাইখ করীমুল্লাহ মুহাজির মাদানী। তিনি বলেন আমি কয়েক বছর ধরে পবিত্র মাদীনায় অবস্থান করে আসছি, ভারত হতে হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে আসেন তাদের মধ্যে আলেম, পূণ্যবান এবং পরহেযগার ছিলেন প্রায় সবাই। আমি যা লক্ষ করেছি তারা শহরের অলিতে গলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাতোনা। কিন্তু ফাযিলে বেরেলবী আলা হযরতের শান ও মর্যাদা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক। তার আগমনের সংবাদ শুনে এখানকার মহান আলেমগন দলে দলে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে আরম্ভ করেন। আর তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

এ আল্লাহ এর অনুগ্রহ যাকে চান দান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[১]
(আরবী হতে বঙ্গানুবান)

পবিত্র মাদীনাতেও বহু আলেম আলা হযরতের নিকট ইজাযত অর্জন করেন। অনেককে মৌখিক ইজাযত প্রদান করেন এবং অনেককে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বেরেলী ফিরে সনদগুলো প্রেরণ করা হবে। যথা শাইখ ওমার বিন হামদান, সাইয়াদ মামুন বাবরী

১) আল ইজাযাতুল মাতীনাহ।

এবং শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ প্রভৃতি।

সুতরাং স্বদেশ ফিরারপর সনদগুলো প্রেরণে বিলম্ব হলে তারা তার সেবায় স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যে পত্রাবলীও লিপিবদ্ধ করেন যথা সাইয়াদ ইসমাঈল খলীল। এরকম এক প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় লিখিতপত্র ১৬ই যিলহজ (১৩২৫/১৯০৭) এর মধ্যে এভাবে তাগাদা করেন–

وعدتم الحقير واخاه بارسال الاجازة بمرويا تكم فلم تات فكان اقرب الناس اليكم ابعدهم او كنا نسيا منسيا

আপনি অধম এবং তার ভাইকে

নিজের বর্ণনাগুলোর ইজাযত প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ অবধী ইজাযত পৌছলনা। যেজন আপনার অধিক নিকটতম ছিল সে দূরবর্তী হয়ে গেল কিংবা আমরা স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলপ্ত হয়ে গেলাম। (আরবী হতে বঙ্গানুবাদও সার)

এভাবে আরো বিভিন্ন চিঠিপত্র ফাযিলে বেরেলবীর দরবারে পাঠানো হয়।

আরবীয় আলেমগনের প্রেরিত পত্রগুলো হতে অনুমান হয় যে, তারা আলা হযরতকে বিপুল প্রেম-এর নযরে দেখতেন,

এবিষয়ে বিস্তারিত জানার ইচ্ছুক হলে "ফাযিলে বেরেলবী ওলামা-এ হেজায কি নাযার মে" গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

মস্তক চোখে নবী দর্শন

আলা হযরত ছিলেন মহা নবীর অকৃত্রিম আশিক। তিনি দ্বীনকে বাতিলের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র করে সুন্নাতকে পুর্নজ্জীবিত করেন। সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ে নবী প্রেমের সেই বাতি ম্লান হতে চলেছিল সেটাকে পুনরায় গুরু থেকে প্রজ্জলিত করেন। তিনি নিঃসন্দেহে ফানাফির রাসূলের সমুচ্চ আসনে আসীন ছিলেন।

বারংবার স্বপ্নযোগে মহানবীর সাক্ষাৎ দ্বারা ধন্য হন। একদা মহা নবীর যবরদস্ত প্রেমিকের ভাগ্যজাগ্রত হয়ে উঠে এবং সৃষ্টিপ্রাণ রাসূলকুল সর্দার সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে মস্তক নয়নে দিদার করেন

সাইয়াদ জাফার শাহ ফুলওয়ারীর আপন বুযুর্গ পিতার উর্স এর সময় বর্ণনা করেন "দ্বিতীয় বার যখন তিনি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান। জাগ্রত অবস্থায় দিদারের একান্ত আশা নিয়ে মুওয়াজাহা শরীফে দরূদ শরীফের ওযীফা পাঠ করতে থাকেন। দ্বিতীয় রাত আসলো মুওয়াজাহা শরীফে হাযির হলেন। বিচ্ছেদের জালায় অস্থির হয়ে, তিনি একটি "নাতিয়া গযল" পেশ করলেন, সেটার মাতলা তথা প্রথম চরণ নিম্নরূপ–

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

তিনি মাদীনার মনোরম উদ্যানে ভ্রমন করছেন। ওহে বসন্ত! এ তোমার খুশীর দিন। তিনি নাতিয়া গযলটি পেশ করে আদব ও বিনয়ের সাথে অপেক্ষমান বসে রয়েছেন। ইতিমধ্য ভাগ্য পুস্প প্রস্ফুটিত হলো এবং তিনি জাগ্রতাবস্থায় মহানবীর দিদার লাভে ধন্য হন।[১]

পর্দা করেন

আলা হযরত ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিং/২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রীঃ জুমার দিন বেলা ২টা ৩৮ মিনিট বেরেলীতে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৌলানা হাসান রেযা খান, যিনি এই বিদায়ী সফরের রুহ সঞ্চারক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন তিনি বলেন, "আলা হযরত ওসীয়ত লিখয়েছেন অতঃপর তা কার্যকর করিয়েছেন। ওয়াফাতের সব কাজ ঘড়ি দেখে সময়ে এরশাদ হতে থাকে। যখন দুটা বাজতে চার মিনিট কম ছিল তখন সময় জিজ্ঞেস করলেন। কেহ আরয করুল এখন একটা বেজে ৫৬ মিনিট। বললেন ঘড়ি রেখে দাও হঠাৎ বললেন ফটো সরিয়ে নাও, উপস্থিত সকলেই চিন্তায় পড়ে গেলেন, এখানে ছবি এলো কোথা হতে, নিজেই এরশাদ করলেন এ কার্ড, খাম ও টাকা-পয়সা অনন্তর একটু নিম্নসরে আপন ভাই মৌলানা মুহাম্মাদ রেযা খান সাহেবকে বললেন অযু করে এসো, কোরআন

১) হায়াতে আলা হযরত।

মজীদ নাও, তিনি তখন ফিরে আসেননি, এদিকে মৌলানা মুস্তাফা রেযা খানকে বললেন– এখানে বসে বসে কি করছো? সূরা-এ ইয়াসীন ও সূরা-এ রা'দ শরীফ তেলাওয়াত করো।

পবিত্র জীবনের আর কয়েক মিনিট বাকী রয়েছে। নির্দেশ মোতাবেক সূরা দুটি পাঠ করা হলো, তিনি এমন মনযোগ সহকারে শ্রবন করলেন যে, যে যে আয়াত স্পষ্ট ভাবে শুনেন নি সে সব আয়াতগুলো নিজেই তেলাওয়াত করে বলে দিলেন। সফরের ঐসব দোওয়া যেগুলোর পাঠন যাত্রাকালে সুন্নাত রয়েছে, পরিপূর্ণভাবে বরং পূর্বের তুলোনায় বেশী পড়লেন অতঃপর পবিত্র কলেমা "লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সম্পূর্ণ পাঠ করলেন। যখন এর শক্তি আর রইল না এবং শেষ নিশ্বাস বুকে এসে পৌছিল। এদিকে ওষ্ঠাধর দুটির স্পন্দন এবং অন্তরের যিকর করার মাত্রা শেষ হয়ে আসছে হঠাৎ পাক মুখমন্ডলে নূরের একটি ঝলক চমকপ্রদ হয়ে উঠে, যাতে প্রতিফলন ছিল যেমন কি দর্পনের উপর পতিত চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়। এ আলোকরশ্মি অদৃশ্য হইতেই সেই নূরাণী রুহ পবিত্র দেহ থেকে উড়ে গেল। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন।"

তিনি নিজেই ততকালীন এর্শাদ করেছিলেন "যার চোখের সামনে এক ঝলক উদ্ভাষিত হয় তিনি এর দীদারের প্রবল আগ্রহে এমনি পরকালের দিকে চলে যান যে, যাওয়ার সময় কোন অবস্থার কথায় তখন তার কাছে অনুভূত হয় না।"[১]

গুরুত্বপূর্ণ ওয়াফাত

আযমগড় দারুল উলূম আশরাফিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা হাফিযে মিল্লাত আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী আজমের দরগাহ শরীফের সাজ্জাদানশীন দেওয়ান সাইয়াদ আলে রাসূল সাহেবের মাননীয় মামা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ১২ রাবীউস্ সানী ১৩৪০ হিঃ সনে এক সিরীয় বুযুর্গ দিল্লিতে তশরীফ আনেন। তার আগমন

১) সাওয়ানিহে আলা হযরত।

সংবাদ শুনে তার সহিত সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন বড় শান শওকাতের বুযুর্গ। তার স্বভাব ছিল অধিক স্বনির্ভরতা। মুসলমানগন যেরূপ অন্যান্য আরাবীয়দের খিদমত করেন তদ্রুপ তারা খিদমত করতে চাইতে নযরানা পেশ করত কিন্তু তিনি সেগুলো গ্রহন করতেন না। আর বলতেন "আমি আল্লাহর রহমতে অভাবমুক্ত, আমার এসবের প্রয়োজন নেই।"

তার এ স্বনির্ভরতা ও দীর্ঘদিনের সফরের কথা সত্যই আশ্চর্যজনক মনে হলে। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত এখানে আপনার আগমনের কারণ কি? বললেন উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিলো কিন্তু হাসিল হলো না, সে কারণে আফসোস করছি।"

ঘটনা হচ্ছে যে, ২৫ শে সফর আমার ভাগ্য জাগ্রত হলো। স্বপ্নে মহা নবীর যিয়ারত করলাম। দেখলাম এক অত্যান্ত শানদার দরবার বসেছে। নূরানী ব্যক্তিগনের তথায় সমাবেশ ছিল আর রাজাধিরাজ মহা নবী প্রধান আসনটি অলঙ্কৃত করে আছেন পুরো সমাবেশে নিরবতা বিরাজ করছিল, এ দেখে অনুভব করলাম কারো আগমনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমি নবী দরবারে বিনয়চিত্তে আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণদ্বয়ে উৎসর্গ। কার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে?

তিনি বললেন আহমাদ রেযা হিন্দীর। হুযূর আহমাদ রেযা কে? এরশাদ হলো হিন্দুস্থানে বেরেলীর বাসিন্দা। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো, পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম "আহমাদ রেযা বড়ই মর্যাদাবান প্রখ্যাত আলেম।" আমার অন্তরে উক্ত আলেমের সহিত সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ জন্মালো। আমি ভারতে এলাম, বেরেলী পৌছলাম জানতে পারলাম যে তিনি পর্দা করেছেন। আর সেই ২৫ শে সফরই তার এন্তেকালের দিন ছিলো, এই দীর্ঘ সফর তার সাক্ষাতের জন্যই করেছি। কিন্তু আফসোস তার সাক্ষাৎ সম্ভব হলো না। এ ঘটনা থেকে আলা হযরতের ওয়াফাতের প্রকৃত মাহাত্বের অনুমান হয়। বর্ণনাকারী আস্থাশীল এবং ঘটনা স্বপ্নের অতএব অনুদারতা কিংবা গোড়ামি ভাব নিয়ে ঘটনাটিকে হেয় করা আদৌ উচিৎ হবেনা।

মাযার শরীফ

বেরেলী শযরের সৌদাগরা মহল্লাতে দারুল উলূম মানযারে ইসলামের উত্তরপার্শে তাঁর এক শানদার মাযার শরীফ। প্রতি বছর ২৪-২৫ শে সফর তার পবিত্র উর্স পালিত হয়।

উপ মহাদেশের প্রত্যান্ত অঞ্চল হতে লক্ষাধিক সাধারণ ও অসাধারণ সকলে উর্স শরীফে যোগদান করেন।

নিদর্শন ও কীর্তি

আলা হযরতে প্রশংসিত জ্ঞান স্মৃতির মধ্যে তার বিরাট অঙ্কের গ্রন্থ-পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

এক অনুমানের ভিত্তিতে তার লেখা পুস্তক-পুস্তিকাগুলো প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি।

মৌঃ রাহমান আলী তার লিখিত "তাযকেরা-এ ওলামায়ে হিন্দ" -এ (যেটাকে ১৩০৫/১৮৮৭ সনে লিখতে আরম্ভ করেন) আলা হাযরাতের ৫০ খানা কেতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি লিপিবদ্ধ করেন আজ তার লেখা কেতাবাদি পছাত্তরে উপনিত হয়েছে।[১] সে সময় তার বয়স প্রায় ৩১ হবে। এবং ১৪ বছর বয়সে ফতওয়া লিখন আরম্ভ করে জ্ঞান জগতে পদার্পন করেন। এভাবে প্রায় ১৮ বছরের প্রচেষ্টার ফলই ছিল তার ৭৫ টি লেখা পুস্তক। এরপর তিনি আরও দীর্ঘ ৩৫ বছর জীবদশ্যায় ছিলেন। তার লেখনীও রীতিমত জারী ছিল। সুতরাং জীবনের প্রাথমিক অবস্থা যদি এ হয়, তাহলে শেষাংশ কিরূপ শানদার হবে। এর অনুমান করুন।

১৩২৩/১৯০৪ সনে যখন তিনি দ্বিতীয়বার পবিত্র হারামাইনের যিয়ারত উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে যান তখন লেখা সংখ্যা ২০০ বলে উল্লেখ করেছেন।

তখন তার বয়স ছিল প্রায় ৪১। এতদ্যাতিত বিভিন্ন বিষয়ের ৮০টি নির্ভরযোগ্য কেতাবাদির ব্যাখ্যা তথা টিকা সংযোজন করেন।

১) তাযকেরা-এ ওলামা-এ হিন্দ

তদপরি ফিকহ্ শাস্ত্রে তার জগতবিখ্যাত অবদান হলো "ফাতাওয়া রিযবীয়াহ" ফাতাওয়াটি ১২টি খন্ডে রয়েছে এবং প্রত্যেক খন্ড সহ প্রাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত।

ফাতাওয়া জগতের ইতিহাসে তার এ অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আলা হযরত উক্ত ফাতাওয়ার কয়েকটি পাতা নমূনা সরূপ হারাম শরীফ লাইব্রেরীর ম্যানেজার সাইয়াদ ইসমাঈল খলীলের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি পাতাগুলো অধ্যায়ন করে ১৬ই যিলহজ ১৩২৫/ ১৯০৭ সনে তিনি তার লিখা এক পত্রে এভাবে অভিমত প্রকাশ করেন।

لقد تفصل علينا سيدنا بعدة اوراق من فتاواه انموذجة نرجو الله عز شانه ان يسهل ويقارب لكم الا وقات لا تمامها فى اقرب حين فانهاحرية بان يعتنى بها جعلها الله تعالى لكم ذخر اليوم المعاد و والله اقول والحق اقول انه لو رائها ابو حنيفة النعمان لاقرت عينه ولجعل مؤ لفها من حملة الاصحاب ـ

আমাদের শ্রেয় ফাতাওয়া সম্বলিত কয়েকটি পাতা নমূনা হিসাবে প্রদান করেন মহান আল্লাহ-এর দরবারে আমার আশা রয়েছে যে, তিনি ফাতাওয়ার কার্য সম্পাদনের জন্য তার সময়ে সুবিধা দান করবেন। যেহেতু এটা নিছক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রনয়ন করা হয়েছে এ কারণে মহান আল্লাহ তাকে পরকালে উজ্জলমুখী করবেন এবং আমি শপথ করে বলছি আর সত্য বলছি যদি এ ফাতাওয়াগুলো ইমাম আযম দেখতেন তাহলে অবশ্যই তার নয়নদ্বয় শীতলতা বা শান্তি অর্জন করত এবং এসবের লেখককে স্বীয় গুরুত্বপূর্ণ শিষ্যদের মধ্য শামিল করতেন।[১]

শিক্ষা জগতে তার আর একটি অবদান হলো পবিত্র ক্বোরআনের উর্দু অনুবাদ যেটা "কানযুলঈমান" নামে ১৩৩০/১৯১১ সনে প্রথমবার প্রকাশিত হয়।

১) আল ইজাযাওল মাতীনা।

তারই খলীফা জগৎবরেণ্য আলেম সাইয়াদ নাইমুদ্দিন মুরাদাবাদী "খাযা-এ নুল ইরফান" নামক একখানা তফসীর রূপী পার্শ টিকা উক্ত তরজমার সহিত সংযোজন করেন। পৃথিবীর বুকে কোরআনের অনুবাদ তো অনেক রয়েছে, কিন্তু আলা হযরত কৃত অনুবাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হলো এতে আল্লাহ ও তার হাবীবের ইশক, প্রেম, প্রেমের ব্যাথা ও জ্বালা এবং আদব রয়েছে। উপরন্তু এলাহী বাণীর সম্ভব মত সমস্ত বৈশিষ্ট ও কামালাত এর ভিত্তিতে সরল ও সুস্পষ্ট তরজমা করেন।

মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ সাইয়াদ মুহাম্মাদ আশরাফ অনুবাদটি আদ্যপ্রান্ত গভীর নযরে অধ্যায়ন করে বলেন, "এর উপমা না আরবিতে রয়েছে আর না ফার্সিতে আর না উর্দুতে। এর এক একটি শব্দ নিজের স্থানে এভাবে রয়েছে যে, অন্য শব্দ তথায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এটা বাহ্যিকে একটি অনুবাদ তবে বাস্তবে কোরআনের সঠিক তাফসীর বরং সত্য ঘটনা এই যে, উর্দু ভাষাতে কোরআন।"[১]

মৌলানা কৌসার নিয়াযী একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তিনি ও তার অনুবাদ পাঠ করে এ অভিমত প্রকাশ করেন "কানযুল ঈমান" সকল উর্দু অনুবাদগুলোর মধ্যে প্রীতিবৃদ্ধিকারী ও আদব শিক্ষাদানকারী অনুবাদ। এটা রাসূল প্রেমের ধনাগার এবং ইসলামী মারেফাতগুলোর ভান্ডার।"[২]

কবিত্ব ও নাত

আলা হযরত একজন জ্ঞানসাগর ও উচ্চস্তরের ফকীহ হওয়ার সাথে সাথে কবিত্বর ময়দানে ও অতুলনীয় ছিলেন। নাত পাঠনকে কবিত্ব পথ রূপে গ্রহন করেছিলেন তিনি।

তার নাতগুলো অন্তরাবেগের ভিত্তিহীন বিকাশ ছিলনা বরং ছিল প্রেমপ্রীতির আদব সমূহের দর্পন স্বরূপ। এভাবে তাকে উর্দু সাহিত্যে নাত পাঠকদের শিরমনি বলা যথার্থ।

তার বিদ্যাবুদ্ধির কাছে কবিতা পাঠন কোন মর্যাদা রাখেনা। কিন্তু

১) আল মিঃ ইমাম অহমদ রেযা নং

২) ইমাম আহমাদ রেযা এক হামা সিফাত শাখসিয়াত।

এখানে এ বিষয়ে আলোকপাত এজন্য করা হল যে, কবিতা পাঠনে নাত পাঠন নিজস্ব এক স্থানের অধিকারী এবং এটা একজন আলেমের জন্য শোভনীয় বটে তবে আদব সীমাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ অতি আবশ্যক। একথার বৈশিষ্ট ও কামালাত আঁচ করার জন্য নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত চিন্তাবীদ ডা. মাসউদ আহমাদ মুজাদ্দেদী লিপিবদ্ধ করেন, "পেশোয়ার নিবাসী মুহাম্মাদ সিদ্দীকুল কাদেরী আপন পীর সাইয়াদ আহমাদ হতে বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি হজ্জ উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যান এবং মহা নবীর দরবাকে হাজির হন তখন তিনি দেখেন যে, মসজিদে নববীর বাইরে এক সমাবেশ রয়েছে এবং মজলিসের সবাই রাওযার আভিমুখে বসে রয়েছেন আর ছিলেন সেখানে রামপুরের নবাব।

এক নাত পাঠক এ নাত পড় ছিল, যার প্রথম চরণ নিম্নরূপ–

حاجیو! او شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

"ওহে হাজীগন! রাজাধিরাজের রাওযা দর্শন করো, কাবার দর্শন করে নিয়েছ এখন কাবার কাবা দেখ।" আমোদের জগতে সভায় রোদন দৃষ্টিগোচর হয়। পাক মদীনার আলেমগন তার অতুলনীয় বচন শুনে ধ্বনি উত্তলন করেন–

كل صاحب المشاهدة وصاحب مقام الفنافي الرسول صلى الله عليه وسلم

কপালের চোখে দেখতেন এবং ছিলেন তিনি রাসূল প্রেমে পদমর্যাদার অধিকারী।[১]

সন্তান-সন্ততি

আলা হযরতের গৃহে দুই সন্তান এবং পাঁচ সন্ততির জন্ম হয়। দুই পুত্র উভয়েই প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন হন। বড় পুত্র মৌলানা হামিদ রেযা, রাবীউল আওয়াল ১২৯২/১৮৭৫ সনে বেরেলীতে জন্মগ্রহন করেন। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মান হামিদ রেযা। শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে জ্ঞানার্জন করেন এবং ১৯ বছর বয়সে পাঠ্য বিষয়গুলো শেষ

১) ফাযিলে বেরেলবী উলামাএ হেজায কি নাযার মে।

করে ফারাগাত লাভ করেন। আরবী সাহিত্যের উপর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। এ কথার সাক্ষ বহন করে আলা ইজাযাতুল মাতীনাহ এর আরবী ভূমিকা। তাছাড়া আদদাওলাতুল মাক্কীয়াহ, আলফুয়ূযাতুল মালাকিয়াহ এবং হোসামুল হারামাইন কেতাবাদির অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। ৭০ বছরের দীর্ঘায়ু পান। তার পিতার আসনে আসীন থাকেন প্রায় ২৩ বছর।

"দারুল উলূম মানযারে ইসলাম" শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীসের পাঠ দান করেন।

জ্ঞান ও মহিমাগত ভাবে স্বীয় পিতার দর্পন ছিলেন। আলা হযরত তাকে পরম স্নেহের নযরে দেখতেন সুতরাং তিনি বলেন–

حامد منی وانا من حامد

অর্থ ঃ হামিদ আমার প্রাণ এবং আমি হামিদের প্রাণ।

তিনি নিম্নের কেতাবগুলো প্রনয়ন করেন।–

১) আস্ সারিমুর রাব্বানী আলা ইসারাফিল কাদেয়ানী,

২) সাদ-দুল ফেরার,

৩) নাতিয়া দেওয়ান,

৫) মাজমুয়াহ ফাতাওয়া।

তিনি ১৭ই জোমাদাল উলা ১৩৬২/১৯৪২ সনে নামায অবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় পুত্র ঃ– মৌলানা মুস্তাফা রেযা (উর্ফ মুফতিয়ে আযম) ২২ই যিলহজ ১৩১০/১৮৯২ সনে জন্মগ্রহন করেন। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ মুস্তাফা রেযা।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তার বড় ভায়ের কাছে। অতঃপর মৌলানা রহম এলাহীর নিকটে। ধর্মীয় বিষয়গুলোর পাঠ অর্জন করেন স্বীয় বুযুর্গ পিতার নিকট হতে।

ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর বিশেষ রোল ছিল।

সুতরাং ১৩৪৩/১৯২৪ সনে শ্রদ্ধানন্দ এর ইর্তেদাদ তথা ধর্মত্যাগ ফিৎনার মুকাবেলা করেন। এবং তবলীগ মিশনে স্থির থাকেন।

১৩৬৬/১৯৪২ সনে স্বাধীনতা আন্দোলনে অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্সের সবাবেশে যোগদান করেন। এবং ইসলামী শাসনের কর্মরূপ ব্যবস্থাপনার যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদশ্য ছিলেন।

তিনি বহু পুস্তক-পুস্তিকার প্রণেতা ছিলেন, তাঁর লেখা পুস্তকাদির মধ্যে ফাতাওয়া মুস্তাফাবীয়াহ, ইদখালুস সিনান, আল মৌতুল আহমার প্রভৃতি আজও স্মৃতিরূপে বর্তমান।

উপরন্তু সুয়া কোটি মুরীদ ও খালীফাগনের এক বৃহদাঙ্ক রেখে যান।

এক নির্ভরযোগ্য অনুমানের ভিত্তিতে তার পবিত্র জানা জানাযায় যায় ২৫ লক্ষ জনগন যোগদান করেন।

১৩ই মুহাররাম ১৪০২ হিঃ মুতাবেক ১১ই নভেম্বর ১৯৮১ খ্রীঃ ৯২ বছরের দীর্ঘ আয়ু পেয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।

খলীফাগন

আলা হযরতের অসংখ্য খলীফা ছিলেন যারা ভারত, পাক এবং পবিত্র হারামাইন তথা মক্কা ও মাদীনার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিলেন। "আলইজাযাতুল মাতীনাহ" গ্রন্থটি অধ্যায়ন করলে হারামাইন-এর খলীফাগনের সংখ্যার এক মোটামুটি অনুমান পাওয়া যায়।

আলা হযরত ৭টি বিভিন্ন সনদ তথা অনুমতি প্রমান লিপিবদ্ধ করেন, যেগুলো অনুমতি প্রাপ্তগনের নামও শ্রেণি অনুযায়ী সাধারণ রদওবদল এর সাথে প্রদান করেন।

প্রথম সনদ– ১) শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই হাসানী,

দ্বিতীয় সনদ–২) সাইয়াদ ইসমাঈল খলীল মক্কী,

অতঃপর কিছটা পরিবর্তন করে নিম্নের ব্যক্তিবর্গকে দান করেন–

৩) সাইয়াদ মুস্তাফা খলীল মক্কী,

৪) সাইয়াদ মামূন মাদানী,

৫) শাইখ আস্আদ্ দাহ্হান (মক্কা)

৬) শাইখ অব্দুর রাহমান (মক্কী)
৭) শাইখ আবিদ হোসাইন মালেকী মফতী।
৮) শাইখ আলী বিন হোসাইন (মসজিদের হারামের শিক্ষক)
৯) শাইখ জামাল বিন মুহাম্মাদ
১০) শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবুল খাইর,
১১) শাইখ আব্দুল্লাহ দাহ্হান,
১২) শাইখ বাকর রাযী,
১৩) শাইখ আবুল হোসাইন মারয়ুকী,
১৪) শাইখ হাসান,
১৫) শাইখুদ দালাএল সাইয়াদ মুহাম্মাদ সাঈদ,
১৬) শাইখ ওমার মাহরুসী,
১৭) শাইখ ওমার বিন হামদান,

তৃতীয় সনদ ঃ-
১৮) শাইখ আহমাদ খদরবী,

চতুর্থ সনদ ঃ - প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সাথে।
১৯) শাইখ আবুল হাসান মারয়ুকী মাক্কী,
২০) শাইখ হোসাইন মালেকী মাক্কী,
২১) শাইখ আলী বিন মালেকী মাক্কী,
২২) শাইখ মুহাম্মাদ জামাল,
২৩) শাইখ সালেহ কামাল মাক্কী,
২৪) শাইখ আব্দুল্লাহ মিরদাদ,
২৫) শাইখ আহমাদ আবুল খাইর মিরদাদ,
২৬) সাইয়াদ সালিম বিন ঈদ,
২৭) সাইয়াদ আলাবী বিন হাসান,
২৮) সাইয়াদ আবু বাকার বিন সালিম,
২৯) শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসমান,
৩০) শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ,

পঞ্চম সনদ ঃ-
৩১) শাইখ আব্দুল কাদের কুর্দী,

ষষ্ঠ সনদ ঃ-

৩২) সাইয়াদ মুহাম্মাদ আবু বাকার রাশীদী,

সপ্তম সনদ ঃ-
৩৩) সাইয়াদ মুহাম্মাদ সাঈদ বিন সাইয়াদ মুহাম্মাদ মগরেবী, পবিত্র মক্কা-মদীনার এরা ঐসব আলেম, যাদেরকে তিনি লেখনী অনুমতি পত্র দান করেন।

আর যাদেরকে মৌখিক অনুমতি দান করেন, তাদের সংখ্যা কি রকম? বলতে পারলাম না।

ভারত-পাকের খলীফাবৃন্দ ঃ-

পবিত্র হারামাইনের আলেমগন ছাড়া ভারত ও পাকে তার শতাধিক খলীফা ছিলেন।

যে সকলের নামসমূহ আমার ক্ষেত্রে জানা সম্ভব হয়েছে, তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল-
১) বড় পুত্র হুজ্জাতুল ইসলাম মৌলানা হামিদ রেযা,
২) ছোট পুত্র মুফতি-এ আযাম মৌলানা মুস্তাফা রেযা,
৩) মালেকুল ওলামা সাইয়াদ যাফরুদ্দিন বিহারী,
৪) সাইয়াদ দিদার আলী মুহাদ্দিস,
৫) সাদরুশ শারীয়াহ আমজাদ আলী আযমী,
৬) সাদরুল আফাযিল সাইয়াদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী,
৭) সাইয়াদ আহমাদ আশরাফ কেছৌছী আলিমে রাব্বানী,
৮) শাইখ আহমাদ মুখতার সিদ্দিকী,
৯) শাইখ আব্দুল আহাদ কাদেরী,
১০) মুবাল্লিগে ইসলাম শাইখ আব্দুল আলীম মিরাঠী,
১১) শাইখ লাল মুহাম্মাদ খান মাদরাসী,
১২) শাইখ ওমার বিন আবু বাকার,
১৩) শাইখ রাহীম বখশ আরা,
১৪) কুতুবে মাদীনা শাইখ যিয়াউদ্দীন মুহাজির মাদানী,
১৫) শাইখ শফী মুহাম্মাদ,
১৬) শাইখ হাসনাইন রেযা খান,
১৭) শাইখ মুহাম্মাদ শরীফ কোটলী,

১৮) শাইখ এমামুদ্দীন কোটলী,
১৯) মুফ্‌তী গোলাম জান,
২০) শাইখ আহমাদ হোসাইন আমরোহী,
২১) কুতুবে সি পি আব্দুস সালাম জবলপুরী,
২২) সাইয়াদ আব্দুল বাকী জবলপুরী,
২৩) সাইয়াদ ফাতহ আলী শাহ,
২৪) সাইয়াদ আহমাদ কাদেরী,
২৫) শাইখ ওমারুদ্দীন হাযারা,
২৬) শাইখ হাবীবুল্লাহ কাদেরী,
২৭) সাইয়াদ সোলাইমনা আশরাফী বিহারী,

শিষ্যবৃন্দ

আলা হযরতের শিষ্যগণের তালিকাও বিশাল লম্বা। তাদের অধিকাংশ ভারতে ও পাকিস্তানে রবি-শশীর ন্যায় চমকপ্রদ হন। এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে তার বার্তাসমূহকে দূর-দূরান্ত পৌছালেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ও তার ছাত্রগন পক্ষমূলক গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করেন। কোন নবীন গবেষককে এদিকে ধ্যানপাত করা উচিৎ।

তার যে সকল শিষ্যদের নাম আমার জানা আছে, তারা হলেন এঁরা–

১) শাইখ হাসান রেযা খান,
২) হযরত মৌলানা মুহাম্মাদ রেযা খান,
৩) হুজ্জাতুল ইসলাম মৌলানা হামিদ রেযা খান,
৪) আলেমে রাব্বানী সাইয়াদ আহমাদ আশরাফ,
৫) মুহাদ্দিসে আযাম সাইয়াদ মুহাম্মাদ আশরাফ,
৬) মালেকুল ওলামা সাইয়াদ যাফরুদ্দীন বিহারী,
৭) হযরত মৌলানা আব্দুল আহাদ,
৮) হযরত মৌলানা হাসনাইন রেযা খান,
৯) হযরত মৌলানা সুলতান আহমাদ খান,
১০) হযরত সাইয়াদ আমীর আহমাদ,

১১) হযরত মৌলানা হাফিয য়াকুনুদ্দীন,
১২) হযরত মৌলানা হাফিয আব্দুল কারীম,
১৩) হযরত মৌলানা সাইয়াদ নূর মুহাম্মাদ চট্টোগ্রামী,
১৪) হযরত মৌলানা মুনাওয়ার হোসাইন,
১৫) হযরত মৌলানা অয়েযুদ্দীন,
১৬) হযরত সাইয়াদ সোলাইমান আশরাফ বিহারী,
১৭) হযরত মৌলানা সাইয়াদ শাহ গোলাম মুহাম্মাদ বিহারী,
১৮) হযরত মৌলানা সাইয়াদ হাকীম আযীয গৌস বেরেলবী,
১৯) হযরত মৌলানা নাওয়াব মির্যা বেরেলবী,
২০) হযরত মৌলানা সাইয়াদ আব্দুর রাশীদ পাটনা।[১]

কারামাত ও কশ্‌ফ

আলা হযরতের পুরোটি জীবন খোদাভীতি পরহেযগারীতা, ইখলাস, অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি বৈশিষ্টতে ভরপুর ছিল।

শরীয়ত সীমাতে এভাবে স্থির ছিলেন যে, এক পলকের জন্য তার কোন ধাপ শরীয়ত সীমাকে অতিক্রম করেনি। এ এমনি এক প্রাঞ্জল বৈশিষ্ট যাকে কারামাত সম্রাট গাওসে আযাম বড়পীর ক্বিবলা কারামাত বলে নাম দেন। সূফী শ্রেষ্ঠ ইমাম মহিউদ্দীন বিন আরাবী বলেন, "এতে ধুর্তামি ও মক্কারের কোন স্থান নেই। কাজেই এ যদি বর্তমান থাকে, তাহলে অন্যান্য অলৌকিকময় কার্যাদি কারামাত হিসাবে বিবেচ্য হবে, অন্যথায় হবে না।" তবে মহানের দয়াতে আলা হযরতের পাক জীবনে বহু কারামাত এরকমও রয়েছে যে সব জীবনীর গ্রন্থাদিতে বিস্তারিত আকারে বিবৃত হয়েছে। এবং সাধারণ লোকেরাও কারামাত বলে আঁচ করেন।

এখানে আমি কিছু কারামাত এরূপ উল্লেখ করছি যেগুলোকে সাধারণ লোকেরাও কারামাত বলে উপলব্ধি করেন।

(১) মীলাদ অনুষ্ঠানে মহানবীর আগমন ঃ– জবলপুরে অবস্থান কালে আলা হযরত পবিত্র মীলাদ অনুষ্ঠানে মহা নবীর বৈশিষ্ট ও কামালাত এর বিবরণ দান করছিলেন। হঠাৎ মেম্বার হতে অবতরণ

১) সাওয়ানিহে আলা হযরত।

করলেন এবং দন্ডায়মান হয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করতে আরম্ভ করলেন।

উপস্থিত জনগন অদ্ভুত হয়ে রইলো যে বক্তব্যের মাঝে হঠাৎ একি ঘটল?

কিছুক্ষণ পর বক্তব্য আরম্ভ করে জলসার সমাপ্তি ঘটালেন। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মুফতী বরহানুল হাক জবলপুরী ও অন্য এক বুযুর্গ। তারা পৃথক পৃথক বৈঠকে বিবরণ দান করেন, "বক্তব্য চলা কালে আমাদের চোখগুলো বন্ধ হয়ে গেল। আমরা এক অদ্ভুত নূরের জালওয়া তথা ছটা দেখলাম যা পুরো আকাশকে পরিবেষ্টন করছিলো। জালওয়াটিতে আমরা ধ্যানরত ছিলাম। এ মুহূর্তে আমাদের কর্ণে আসতে আরম্ভ করে সালাত ও সালামের ধ্বনি। পরে আমাদের চোখ খুলে যায়। আলা হযরত বললেন এটা সারকার অর্থাৎ মহা নবীর দয়া ছিল যে, তিনি তশরীফ নিয়ে আসেন। শ্রোতাগন বুঝলেন যে মেম্বার হতে অবতরণ করে সালাত ও সালাম পাঠের কারণ কি ছিলো।

এরকমই ঘটনা গৌসে আযমের এক বক্তব্য অনুষ্ঠানে ঘটেছিল।[১]

(২) ফাঁসি থেকে রেহাই ঃ- জনাব আমজাদ আলী খান ভইসুড়ী আলা হযরতের এক বিশেষ মুরীদ ছিলেন।

শিকার করতে গিয়ে তার গুলি শিকার এর পরিবর্তে মানুষকে লাগে। পুলিস অভিযোগ করলে তার হত্যা সাব্যস্ত হয় এবং তার জন্য ফাঁসির শাস্তি শুনানো হয়। এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বাড়ীর লোকেরা জেল পৌছল। তিনি বললেন নিশ্চিন্ত থাকো। প্রভাতে বাড়ী এসে নাস্তা করবো। কারণ আমার পীর কিবলা আমাকে বলেছেন যে, যাও আমি তোমায় স্বাধীনতা দিলাম।

এখন তার অটোল বিশ্বাস ও পূর্ণ ভরসা দেখুন।

ফাঁসির তক্তায় তাকে দাঁড় করে দিল অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদ হলো নিজের আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। তিনি বললেন এখন আমার সময় আসেনি। এশুনে সবাই তাঁর মুখ পানে চেয়ে রইলো। আশ্চর্য একেন

১) ইমাম আহমাদ রেযা আউর তাসাওউফ।

উন্মাদ ফাঁসির তক্তায় দাঁড় হয়ে রয়েছে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগে শুধু ফাঁদ টানার দেরী অথচ বলছে এখন আমার সময় আসেনি।

ইতি মধ্যে লন্ডন থেকে ফোন এল যে রানী ভিক্টোরিয়াকে তাজ পরানোর খুশীতে এত খুনি, এত বন্দীকে মুক্তি দেয়া হোক। সুতরাং তাকে নামানো হলো, তিনি বাড়ী এসে দেখলেন যে, তার মৃত্যু দেহকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চলছে এবং বাড়ীর সবাই দুঃখ ভরা নয়নে কান্নারত।

এরূপ পরিস্থিতিকে তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন আমাকে নিজের পীর কিবলার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল, কাজেই আমি বলেছিলাম নাস্তা বাড়ী এসে করবো। নাস্তা আনো কিন্তু এখন নাস্তা কোথায়।[১]

(৩) মন্দিরে যুগের আবদাল ঃ- হাজী কেফায়াতুল্লাহ বর্ণনা করেন আলা হযরত বেনারস তশরীফ নিয়ে যান। একদা দুপুরে এক জায়গায় নিমন্ত্রন ছিল। সঙ্গে আমি ছিলাম। নিমন্ত্রন দায়িত্ব পালন করে ফিরার পথে তিনি টমটম চালককে বললেন এদিকে অমুক মন্দিরের সামনে হয়ে গাড়ী চালাও।

আমি চিন্তিত হলাম যে, আলা হযরত কখন বেনারস তশরীফ নিয়ে আসেন এবং কিভাবে এখানকার গলিসমূহ থেকে অবগত হলেন আর এ মন্দিরের নাম বা কখন শুনলেন? আমি এরূপ চিন্তায় ছিলাম গাড়ীটি মন্দিরের সামনে পৌছল দেখলাম এক সাধু মন্দির হতে বেরিয়ে সোজা টমটম গাড়ীর দিকে ছুটে পড়লেন এবং কাছে এসে গাড়ী দাঁড় করালেন এবং আলা হযরতকে আদবের সহিত সালাম করে কানঘুসা কিছু কথা বললেন, যা আমার বোধগম্যের বাইরে ছিল, অতঃপর সাধু মন্দিরে চলে গেলেন এধাকে গাড়ীও চলতে আরম্ভ করলো, আরয করলাম হুযূর! এ ব্যক্তি কে ছিল? তিনি বললেন, "যুগের আবদাল"

আরয করলাম, "মন্দিরে"

তিনি বললেন, আম খান পাতার হিসাব করবেন না।[২]

১) ও ২) ইমাম আহমাদ রেযা আউর তাসাওউফ সীরাতে আলা হযরত

(৪) কশফের দ্বারা জানা ঃ- কশফের দ্বারা জেনে নিয়েছেন মুহাদ্দিস সাইয়াদ দিদার আলী সদরুল আফাযিল সাইয়াদ নাইমুদ্দিন মুরাদাবাদী-র সেবায় তাশরীফ নিয়ে যান। সাদরুল আফাযিল বললেন আলা হযরত এক খোদাভীত আলেমেদীন রয়েছেন। চলুন আমরা উভয়েই তার দর্শন লাভ করি। তিনি বললেন, আমি তার পরিচয় রাখি, "তিনি পাঠান বংশীয় চরম কঠোর সভাবের একজন ব্যক্তি।"

যাক কোনরূপে সাদরুল আফাযিল তাঁকে আলা হযরতের দরবারে নিয়ে পৌছলেন।

যখন তারা মহল্লা সৌদাগরাঁ বেরেলীতে আলা হযরতের সেবায় উপস্থিত হলেন। এবং তার সহিত মুসাফাহ হলো, মুহাদ্দিস সাহেব বললেন হুযূর কি রকম আছেন?

তিনি বললেন সাইয়াদ সাহেব কি জিজ্ঞেস করছো? "আমি পাঠান বংশীয় চরম কঠোর সভাবের একজন ব্যক্তি।"

হযরত মুহাদ্দিস একথা শুনে অবাক হয়ে বলেন যে, মুরাদাবাদে আমরা উভয়ের মধ্যে যা আলোচনা হয়েছিলো তা তিনি কশফের দ্বারা জেনে নিয়েছেন। সুতরাং তিনি আলা হযরতের হস্ত চুম্বন করলেন এবং অবিলম্বে হাতে হাত স্থাপন করে, বাইয়াতের পদমর্যাদা লাভ করলেন এবং খেলাফত মুকুট পরিধান করে নিজেকে ধন্য করলেন।[১]

(৫) অন্তরের নিহিত কামনা হতে অবগত ঃ- একদা এক বৈঠকে আলা হযরত বললেন প্রত্যেকের ইসমে আযম "পৃথক পৃথক রয়েছে, সমাবেশে উপস্থিত সকলের জন্য ইসমে আযম" আলাদা আলাদা বার করলেন। কিন্তু সাইয়াদ কানায়াত আলী সাহেবের ইসমে আযম অবশিষ্ট থেকে গেল। এদিকে আসরের আযান হয়ে গেলে সভার সমাপ্তি ঘটে। সাইয়াদ সাহেবের দুঃখ ভরা মনে ইসমে আযমেরই ধ্যান বিরাজ করছে। নামাযের জন্য তকবীর বলা হলো। হাইয়া আলাল ফালাহ এর পর আলা হযরত দাঁড় হয়ে ডান পা জানামাযে রাখেন, সেই কালে সাইয়াদ সাহেব আশাহীন মনে বলতে

১) তাজাল্লিয়াতে ইমাম অহমদ রেযা।

লাগলেন আজ প্রথম ঘটনা যে, আমি বঞ্চিত থাকছি। ততক্ষণাত আলা হযরত তার দিকে ফিরে ফরমাইলেন "আপনার জন্য ইসমে আযম 'ইয়া খালিক ইয়া আল্লাহ" অতঃপর নামাযের জন্য তকবীরে তাহরীমা পাঠ করলেন এবং নামায আরম্ভ করলেন।[১]

তরীকৃত সংক্রান্ত কতিপয় তথ্যাবলী

শরীয়তের বিষয়ে এমাম আহমাদ রেযার জ্ঞান দক্ষতা অতি জলন্ত ময়, তবে তরীকৃতের বিষয়ে তার অগাধ পান্ডিত্যকেও অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই তিনি সব রকম প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। প্রশ্ন চায় শরীয়তের হোক কিংবা তরীকৃতের। তিনি নিজের জ্ঞান তিতীর্ষ কে বঞ্চিত ফিরিয়ে দেন নি। তরীকৃত সম্পর্কে তার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী তার বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারা এখনও এ পথের পথিক হয়ে নিজেদেরকে সফলকাম করতে ইচ্ছুক, তারা অত্র তথ্যাবলীর ভিত্তিতে চলমান হলে উদ্দেশ্যের সফলতায় নিজেদেরকে ধন্য করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিস্তারিত আকারে সে সব হতে অবগতির জন্য তার অমূল্য গ্রন্থাদির অধ্যায়ন আবশ্যিক। এখানে তার নিবেদিত কতকগুলো প্রশ্নমালার উত্তরমালা উল্লেখ করছি, যদ্বারা পাঠকবর্গ উপকৃত হতে সক্ষম হবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নকে "আরয" এবং আলা হযরত এর জবাবকে "এর্শাদ" বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

আরয ঃ মুজাহাদার অর্থ কি?

এর্শাদ ঃ সমস্ত মুজাহাদাকে মহান আল্লাহ এই পবিত্র আয়াতে একত্রিত করে দিয়েছেন, واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى

আর সেই ব্যক্তি যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফস (মন)-কে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে তবে নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা। এটাই হচ্ছে জেহাদে আকবর (বড় জেহাদ)। হাদীসের মধ্যে বর্ণিত যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি (হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এরশাদ

১) ইকরামে ইমাম আহমাদ রেযা।

করলেন, ورجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر
এবং আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম ছোট যুদ্ধ হতে বড় যুদ্ধের দিকে।[১]

আরয ঃ হুযূর! মুজাহাদার বিষয়ে আয়ুর কি বিশেষত্ব রয়েছে?

এর্শাদ ঃ মুজাহাদার জন্য অন্ততঃ ৮০ বছর প্রয়োজন। অবশিষ্ট তলব অবশ্যয় করতে হবে।

আরয ঃ কোন ব্যক্তি ৮০ বছরের বয়সে মুজাহাদা আরম্ভ করবে অথবা ৮০ বছর মুজাহাদা করবে?

এর্শাদ ঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, যেরূপ এই পৃথিবীতে বস্তুগুলোকে হেতুবদ্ধ করা হয়েছে, যদি এটাকে এই নীতির ওপরে চলমান এবং এলাহী করুনা দৃষ্টি দূরবর্তীকে নিকটে না করে, তাহলে অত্র অবস্থা অতিক্রম করতে ৮০ বছরের দরকার এবং রহমত অবতরণ করলে এক মুহূর্তে খ্রীষ্ট হতে আবদালে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়। এবং অন্তরঙ্গের সাথে মুজাহাদারত হলে এলাহী সহানুভূতি অবশ্যয় সফলকাম করে তুলে। মহান আল্লাহ এর্শাদ করেন-

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

যারা আমার রাস্তায় মুজাহাদা করবে অবশ্যয় আমি তাদেরকে নিজের পথের সন্ধান দান করব।[২]

আরয ঃ এটি কারো ক্ষেত্রে সম্ভব হলে হতে পারে। পার্থিব আসবাব, জিবীকা পরিহার করা ও কঠিন এবং ধর্মীয় সেবা (যথা ধর্মীয় শিক্ষা দান, তবলীগ করা) যা নিজের দায়িত্বে নিয়েছি তা বর্জন করতে হবে।

এর্শাদ ঃ এর জন্য এই (ধর্মীয়) সেবাগুলোই মুজাহাদা বলে বিবেচ্য। বরং নিয়ত সালেহ হলে অত্র মুজাহাদাগুলো অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। ইমাম আবু ইসহাক ইস্ফারাইনি যখন পথভ্রষ্টদের অধর্মগুলো হতে ওয়াকিব হাল হলেন, তখন সে সকল মহান আলেমগণের নিকটে গেলেন যারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস থেকে বিমুখ হয়ে পর্বতমালার উপরে মুজাহাদারত ছিলেন। তাদেরকে

১ ও ২) আলমালফুয খঃ ১

সম্বোধন করে বললেন,

اكلة الحشيش انتم ههنا وامة محمد صلى الله عليه وسلم فى الفتن

ওহে শুষ্ক ঘাস খোরেরা! তোমরা এখানে রয়েছ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উম্মত ফিৎনারত। তারা প্রতিত্তোরে বললেন হে ইমাম! আপনার পক্ষে সম্ভব, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। (ইমাম আবু ইসহাক) সেখান হতে ফিরে এলেন এবং অধার্মিকদের বিরুদ্ধে সত্যের নদীগুলো প্রবাহিত করলেন।

নির্জনে বসা

মৌলানা আব্দুল কারীম রেযবী চাতুড়ী নির্জনে বসা সম্পর্কে কিছু নিবেদন করলে, তিনি এর্শাদ করলেন "মানুষ তিন প্রকারের ১) মুফীদ, ২) মুস্তাফীদ, ৩) মুনফরিদ।

মুফীদ ঃ সেই ব্যক্তি যে অপরের কাজে আসে।

মুস্তাফীদ ঃ সেইজন যে অপরের কাছে উপকৃত।

মুনফারিদ ঃ সেই ব্যক্তি যে অপরের কাছে উপকার অর্জনের মুখাপেক্ষী নয়, আর না অপরকে উপকার দান করতে সক্ষম। মুফীদ ও মুস্তাফীদ এর জন্য নির্জনে বসা হারাম এবং মুনফারিদ এর জন্য জায়েয বরং ওয়াজিব। ইমাম ইবনুল হাজার আলাইহির রাহমা লিখেছেন- "এক আলেম সাহেব ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাকে কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল আপনার সাথে কি রকম ব্যবহার হল? তিনি বললেন জান্নাত দান করা হয়েছে। তা জ্ঞানের জন্য নয়, বরং হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর সাথে সেই সম্পর্কের হেতুতে যা কুকুরকে রাখালের সাথে হয় যে, সর্ব মুহূর্তে ভেউ ভেউ করে ভেড়াগুলোকে নেকড়ে হতে সচেতন করতে থাকে। শুনবে কিংবা শুনবেনা তা তাদের ব্যাপার। সরকার (মহা নবী) এর্শাদ করছেন, ভেউ ভেউ করতে থাকো, শুধু এ পরিমান সম্পর্ক যথেষ্ট। লক্ষ মুজাহাদা, লক্ষ রেয়াযত এই সম্পর্কের সামনে

১) আলমালফুয খঃ ১

নগন্য। যে ব্যক্তি এ সম্পর্ক পেয়ে গেছে, তার জন্য কোন মুজাহাদা, কোন রেয়াযত এর প্রয়োজন নেই। তাতে রেয়াযত কিভাবে হতে পারে? কারণ যে ব্যক্তি নির্জনে থাকল তার দেল, চোখ, কান সব রকমের কষ্ট হতে নিরাপদে রইল সেই ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করেন যে কাঠের গাঁথুনিতে মস্তক দিয়েছে এবং চারিদিক থেকে উপর্যুপরি প্রহার পড়ছে। শহস্রাধিক সংখ্যায় ঐ সকল লোক হবেন যারা না আমাকে দেখেছেন আর না আমি তাদেরকে দেখেছি এবং প্রতিদিন প্রভাতে উঠে তারা আমাকে অভিশাপ দানে রত হবেন এবং বিহামদিল্লাহ লক্ষাধিক সংখ্যায় সেই সকল হবেন যারা না আমাকে দেখেছেন আর না আমি তাদেরকে দেখেছি, তারা প্রতিদিন সকালে উঠে নামাযান্তে আমার জন্য দুআরত হবেন।[১]

আরয ঃ হুযূর! তলব এবং বাইয়াত এর মধ্যে পার্থক্য কি?

এর্শাদ ঃ তালিব হওয়াতে শুধু ফাইয বা অনুগ্রহ অর্জন করা বর্তমান এবং বাইয়াত এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিক্রি হয়ে যাওয়া, বাইয়াত সেই ব্যক্তির কাছে করতে হবে যার মধ্যে এই চারটি শর্ত থাকবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি সুস্থ আকীদার ধারক সুন্নী হবে। দেওবন্দী, ওয়াহাবী, রাফেযী, নেচরী, মৌদুদী এবং নদভী সকলেই পথভ্রষ্ট। এদের মধ্যে প্রথম শর্তটি না থাকার কারণে তারা পীর হবার উপযুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ঃ অন্ততঃ এ পরিমান জ্ঞানের ধারক হবে যদ্বারা অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ কেতাব হতে নিজেই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ঃ তার পীরত্ব সম্পর্ক পাক নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত থাকে, কোথাও বিচ্ছেদ না থাকে।

চতুর্থ ঃ ফাসিকে মুলিন না হয় অর্থাৎ প্রকাশ্যে পাপ না করে। আবার সেই বিবরণ চলাকালেই এর্শাদ করলেন লোকেরা দেখাদেখি বাইয়াত (মুরীদ) হচ্ছেন, বাইয়াত এর অর্থ বোঝেন না। হযরত

১) আলফুয খঃ ৩

ইহাহ মুনিরী-র এক মুরীদ দরিয়াতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন। হযরত খিযর সামনে এসে বললেন, নিজের হাত আমাকে দাও, আমি তোমাকে উদ্ধার করে দি। তার মুরীদ বললেন এই হাত হযরত ইয়াহয়া মুনিরীর হাতে দিয়েছি। এখন আপনাকে দিব না। হযরত খিযর আলাইহিস সালাম অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। এবং হযরত ইয়াহয়া মুনিরী ভাস্যমান হয়ে তাকে উদ্ধার করলেন। মুরীদী একে বলে।[১]

আরয ঃ যাইদ হযরত মুহাম্মাদ শের মিঞা পিলীভিতীর কাছে মুরীদ হল এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি এন্তেকাল করলেন। এখন যাইদ অন্য কারো নিকট মুরীদ হতে পারে কি?

এর্শাদ ঃ শরঈ হেতু বিহীনে বাইয়াত পরিবর্তন করা বাধাকৃত এবং (বাইয়াত-এর) নতুন করা জায়েয। রবং তা মুস্তাহাব বলে গন্য। যদি সে সিলসিলাএ আলিয়া কাদেরিয়াতে মুরীদ না হয়ে থাকে এবং নিজের পীর থেকে বিমূখ না হয়ে এই সিলসিলা-এ আলিয়াতে মুরীদ হয়, তাহলে তা বাইয়াত বদলানো নয় বরং তা হচ্ছে বাইয়াত এর নতুনত্ব। কারণ সমস্ত সিলসিলাগুলো অত্র উচ্চতম সিলসিলার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।[২]

ফানাফিশ্ শাইখ এর মর্যাদা

আরয ঃ হুযূর। ফানাফিশ শাইখ (নিজেকে পীরের ধ্যানে বিলীন করণ) এর মর্যাদা কিভাবে অর্জন করা যায়?

এর্শাদ ঃ এ ধ্যান রাখবে যে, আমার পীর আমার সামনে রয়েছেন। এবং নিজের কলবকে তার কলবের নীচে ধ্যান করে এরকম অনুভব করবে যে, মহা রাসূল সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামার ফাইয ও নূর পীরের কলব এর মধ্য দিয়ে আমার কলবে আসছে। অনন্তর কিছু দিন পর এ অবস্থা ঘটবে যে, বৃক্ষ, পাথর, দরজা এবং প্রাচীর এর উপরে পীরের ছবি দৃষ্টিগোচর হবে এমন কি নামাযের মধ্যেও তা পৃথক হবেনা। পরে প্রতিটি অবস্থায় তাকে নিজের সঙ্গে পাবে। হাদীসের হাফিয সাইয়েদী আহমাদ সাজিলমাসী কোথাও যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে তার নযর এক অত্যন্ত অপূর্ব নারীর উপরে পতিত হয়ে

১) আলমালফুয খঃ ২ পৃঃ ৪১, ২) আলমালফুয খঃ ১ পৃঃ.....

গেল। তা ছিল তার প্রথম নযর এবং তা ইচ্ছাকৃত ছিল না। পূণরায় তিনি নযরপাত করলেন। এখন তিনি দেখলেন যে, পাশে তার পীর সাইয়েদী যুগ গৌস আব্দুল আযীয দাববাগ্ আলাইহির রাহমা বর্তমান রয়েছেন। এবং এর্শাদ করছেন যে, আহমাদ! আলেম হয়ে, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ভুল কাজ করছ। সাইয়েদী আহমাদ সেজিলমাসীর দুই স্ত্রী ছিলেন। সাইয়েদী আব্দুল আযীয দাববাগ রাদীআল্লাহ আনহু এর্শাদ করলেন যে, রাত্রে এক স্ত্রীর জাগ্রতকালে অন্যটির সাথে সঙ্গম করলে। তা উচিৎ হয় নি। আরয করলেন হুযূর! সে অত্র সময় ঘুমিয়েছিলেন। তিনি বললেন সে ঘুমন্ত ছিল না। আরয করলেন হুযূর! কিকরে ওয়াকিবহাল হলেন। তিনি এর্শাদ করলেন যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে কি অন্য খাট ছিল? তিনি বললেন "হ্যাঁ"। একটি খাট খালি ছিল এর্শাদ করলেন তার উপরে আমি ছিলাম সুতরাং কোন মুহূর্তে পীর নিজের মুরীদ হতে পৃথক হন না। সর্ব মু হূর্তে সাথে রয়েছেন।[১]

রিজালুল গাইব অন্তরালের পুরুষজন

আরয ঃ হুযূর! রিজালুল গাইব্ কি ফারিশ্তাদের মধ্যে হয়ে থাকেন?

এর্শাদ ঃ না তারা জিন এবং মানবের অন্তর্ভুক্ত। আপনি কি রেজালুল গাইব এর প্রতি লক্ষ করলেন না (তা এ কারণে এর্শাদ করলেন যে রিজালুল গাইব এর অর্থ হল অদৃশ্য পুরুষগন) ফারিশ্তাগন না নর হন আর না নারী।

আরয ঃ রেজালুল গাইব্ কেন বলা হয়?

এর্শাদ ঃ তারা অদৃশ্য থাকেন। কাজেই তাদেরকে "রেজালুল গাইব" বলা হয়।

আরয ঃ রেজালুল গাইব ও কি আধ্যাত্মিক সিলসিলায় আবদ্ধ থাকেন?

এর্শাদ ঃ হ্যাঁ তারাও সিলসিলাভুক্ত থাকেন। তবে আফরাদ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ব্যতীত কারো অধীনে থাকেন না, কাজেই তাদেরকে 'ফার্দ' বলা হয়। তারা সিলসিলায় কারো অধীনে থাকেন না তবে তারা হুযূর গৌসে আযাম রাদীআল্লাহু আনহুর দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

১) আলমালফুয খঃ ২, ২) আলমালফুয খঃ ৪

আরয ঃ মাজযূবগন কি কোন সিলসিলাভুক্ত থাকেন?

এর্শাদ ঃ হ্যাঁ, তারা নিজেরাই সিলসিলাযুক্ত থাকেন। তাদের কোন সিলসিলা নেই, তাদের মাধ্যমে কোন সিলসিলা চলমান থাকেনা।[১]

আরয ঃ হুযূর! মাজযূব এর কি পরিচয়?

এর্শাদ ঃ খাঁটি মাজযূব এর পরিচয় হচ্ছে এ যে, পবিত্র শরীয়তের সাথে কোন সময় মুকাবেলা করবেনা।[২]

কতিপয় আরাবীয় আলেমগনের অভিমত

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযার জ্ঞান ও মহিমার সুনাম করতঃ অনেক আরাবীয় আলেমগন নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তম্মধ্যে কতিপয় আলেমগনের অভিমতগুলো পাঠ করুন।

(১) আলেম শ্রেয় শাফেঈ মুফ্তি শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ (মক্কা মুকাররামা)।

العلامة الكامل والمجاهد الذى عن دين نبيه يجاهد وبناضل اخى وعزيزى الشيخ احمد رضا خان

পূর্ণপারদর্শী, দক্ষতাপূর্ণ গুরু, স্বীয় নবীর ধর্মের পক্ষ হতে জেহাদকারী, আমার ভ্রাতা, আমার শ্রদ্ধেয় হযরত আহমাদ রেযা খান।[৩]

(২) মহান বুযুর্গ আবুল খাইর (মক্কা মুকাররামা)

فهو كنز الدقائق المنتخب من خزائن الذخرة وشمس المعارف المشرقة فى الظهيرة كشاف مشكلات العلوم فى الباطن والظاهر يحق لكل من وقف على فضله ان يقول كم ترك الاول للاخر وانى وان كنت الاخير زمانة لأت بما لاتستطيعه الاوائل وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم فى واحد ـ

সুক্ষগুলোর ধনভান্ডার, সুরক্ষিত ধনগুলো হতে নির্বাচিত, দ্বিপ্রহরে মারেফাতের দীপ্তিমান রবি, ব্যক্ত ও গুপ্ত জ্ঞানাদির সমস্যাসমূহের সমাধানকারী, তার মহিমাগুলোর পরিচায়ক এর জন্য একথা বলা যথার্য যে, পূর্বগন পরবর্তীদের জন্য বহু কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন। তিনি যদিও যুগের দিক দিয়ে পরবর্তী কিন্তু তিনি যে সব তত্ব নিয়ে এসছেন পূর্বগন নিয়ে আসেন নি। মহানের শক্তির উর্ধে এটা নয়

১) আলমালফুয খঃ ৪, ২) আলমালফুয খঃ ২, ৩) হোসামুল হারামাইন

যে, জগতকে একজনের মধ্য একত্রিত করে দেন।[১]

(৩) শাইখ সালেহ কামাল ভূতপূর্ব হানাফী মুফতী (মক্কা মুকাররামা)

العالم العلامة بحر الفضائل وقرة عيون الاماثل مولانا الشيخ المحقق بركة الزكان احمد رضا خان

অধিবিদ্য আলেম, মহিমাসমূহের সাগর, আস্থাশীল আলেমদের নয়ন শৈত্য, যুগ বরকত, শাইখ, গবেষক ইমাম অগ্রবর্তী আহমাদ রেযা খান।[২]

(৪) সাইয়াদ ইসমাঈল ম্যানেজার হারাম লাইব্রেরী (মক্কা)

مظهر كم ترك الاول للاخر فريد الدهر و حيد العصر مولانا الشيخ احمد رضا خان كيف لا وقد شهد له عالمو مكة بذالك ولو لم يكن المحل الا رفع لما وقع منهم ذالك بل اقول لو قيل فى حقه انه محدد هذا القرن لكان حقا و صدقا ـ

একথার বিকাশকেন্দ্র যে, পূর্বগন পরবর্তীদের জন্য বহু কিছু রেখে গেছেন, যুগ অতুলনীয়, সময়ের একজন হযরত আহমাদ রেযাখান। তিনি কেনই বা হবেন না অথচ মক্কার আলেমগন তার মহিমা ও বৈশিষ্টগুলোর সাক্ষ বহন করছেন বরং আমি বলছি যদি তার ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, তিনি চলিত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তাহলে এটা অবশ্যয় যথার্থি।[৩]

(৫) শাইখ আব্দুল হক মুহাজির মক্কী

الا ريب اللبيب المقام ذوالشرف والمجد المقدام الذى الذكى الكرام مولانا الفهامة الحاج احمد رضا خان كان الله له اينما كان

মেধাবী বিবেকসম্পন্ন অকূল সাগর, মর্যাদা ও মহিমাবান, অগ্রগামী, উজ্জ্বল মস্তিস্কের অধিকারী, পবিত্র অনুকম্পাশীল, আমাদের বাদশাহ, অতিবুদ্ধিজীবী হাজী আহমাদ রেযা খান তিনি যেখানেই থাকুন আল্লাহ তার প্রতি হন মেহেরবান।[৪]

(৬) শাইখ মূসা আলী মাদানী

১), ২), ৩) ও ৪) হোসামুল হারামাইন

امام الائمة المجدد لهذه الامة امر دينها المويد لنور قلوبها ويقينها الشيخ احمد رضا خان بلغه الله فى الدارين القبول والرضوان

ইমামগনের এমাম, এ উম্মতের মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক, নিশচয়তা ও অন্তর নূরের সহায়ক অর্থাৎ শাইখ আহমাদ রেযা খান। মহান আল্লাহ উভয় জগতে তাকে সন্তুষ্টি দান করেন।[১]

(৭) সাইয়াদ আবুল হোসাইন মারযুকী

بحر معارف تتدفق منه المسائل كالانهار صاحب الذكاء الرائع حامل العلوم الذى سد بها الزرائع المطيل بلسانه فى حفظ تقرير الشرائع المستولى على الاداب و السنن و الواجبات والفرائض استاذ العربية والحساب بحر المنطق الذى تكتسب منه لاليه اى اكتساب منهل الاصول الى علم الاصول حضرة مولانا العلامة المولوى البريلوى الشيخ احمد رضا خان

মারেফাতগুলোর এরকম সমুদ্র যা থেকে মাসআলাগুলো নদীসমূহের ন্যায় ছাপয়ে উঠে। সতেজ মেধাবী এরূপ জ্ঞানাদির বাহক যে সবের দ্বারা ভ্রান্তের মাধ্যমগুলো রুদ্ধ হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞানাদির প্রমান রক্ষনে বলিষ্ঠ ভাষাবান, কালাম, ফিকহ্ এবং ফারাএয শাস্ত্রসমূহের উপর ভরপুর দক্ষতাশীল। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এছাড়া মুস্তাহাবগুলোর প্রতি নিয়মিত আমলকারক, আরাবী ও অঙ্কের পারদর্শী ন্যায় শাস্ত্রের এমন দরিয়া যা হতে মুক্তাসমূহ অর্জিত হয়। উসূল বিদ্যার্জনের সরলকারক শাইখ আল্লামা ফাযিলে বেরেলবী আহমাদ রেযা খান।[২]

(৮) মালেকী মাযহাবের ভূতপূর্ব মুফতী শাইখ আবিদ বিন হোসাইন।

وفق الله لاحياء دينه القويم فى هذا القرن ذى الفتن والشر العميم من اراد الله به خيرا من ورثة سيد المرسلين سيد العلماء الاعلام وفخر الفضلاء الكرام وسعد الملة والدين احمد السير والعدل الرضا فى كل وطر العالم الكامل ذو الاحسان حضرة المولى احمد رضا خان

প্রখ্যাত আলেমগনের শিরমনি, শ্রদ্ধেয় ফাযিলগনের গৌরব যার

১) আদ দাওলাতুল মাক্কিয়াহ, ২) হোসামুল হারামাইন

আদর্শ ইসলাম ধর্মে প্রশংসনীয়, প্রতিকাজে পছন্দনীয় ন্যায়পরায়ন, আলিম বা-আমল শ্রেয় হযরত আহমাদ রেযা বিশ্বব্যাপী কুসংস্কার যুগে মহান আল্লাহ তাকে বলিষ্ঠ ধর্মে জীবন দান করণের সামর্থ দান করেন এবং তার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা করেন। তিনি রাসূলকূল সর্দার এর ওয়ারিস।[১]

(৯) শাফেঈ মুফতী সাইয়াদ আহমাদ বারযাঞ্জি মাদানী বলেন

العلامة النحرير والعلم الشهير ذو التحقيق والتحرير والتدقيق عالم اهل السنة والجماعة جناب الشيخ احمد رضا خان

পূর্ব অধিবিদ্য, প্রখ্যাত, নিপূন, নিখুঁত তদন্তকারী, সুক্ষ গবেষক, আহলে সুন্নাতের আলেম শাইখ আহমাদ রেযা খান। মহান আল্লাহ তার সামর্থ ও উচ্চতাকে চিরস্থায়ী করুন।[২]

কতিপয় নিরপেক্ষ বিদ্যানদের অভিমত

(১) মৌলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরীর পুত্র মৌলানা খলীলুর রহমান।

১৩০৩ হিঃ সনে মাদ্রাসাতুল হাদীস পিলিভীত এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত জালসায় সাহারানপুর, লাহোর, কানপুর, জোনপুর, রামপুর এবং বাদায়ুনের আলেমগনের উপস্থিতিতে মুহাদ্দিস সূরতীর একান্ত ইচ্ছাক্রমে আলা হযরত হাদীস শাস্ত্র-এর উপর অনাবরত তিন ঘন্টা যাবৎ সারগর্ভ ও সপ্রমান বক্তব্য রাখতেন। জলসায় উপস্থিত আলেমগন তার বক্তব্য অবাকচিত্তে শ্রবন করলেন এবং খুব প্রশংসা করলেন। মৌলানা খলীলুর রাহমান বক্তব্য শেষ হলে স্বতস্ফূর্তভাবে আলা হযরতের হাত চুম্বন করলেন আর বললেন যদি এ সময় আমার সম্মানিত পিতা থাকতেন, তবে তিনি আপনার জ্ঞান সমূহের উদার মনে প্রশংসা করতেন আর তখন তার এটা উচিৎ ও ছিলো। উল্লেখ্য মুহাদ্দিস সূরতী ও মৌলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গরী নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ এর প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর মন্তব্যকে সমর্থন করলেন।[৩]

(২) ডাক্তার ইকবাল

১). ২) হোসামুল হারামাইন, ৩) মাসিক পত্রিকা, আলকাওসার সনীদ, লাহোর, সেঃ ১৯৯১

ভারতবর্ষের শেষ যুগে আলা হযরতের মত বিজ্ঞ ও মেধা সম্পন্ন ফকীহ জন্ম গ্রহন করেন নি।

তাঁর ফাতাওয়াসমূহ পড়েই আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম। তাঁর ফতওয়াই তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকৃষ্ট সভার, পূর্ণাঙ্গ বুঝশক্তি এবং দীনী বিষয়াদিতে জ্ঞান সমূহের পক্ষে ন্যায়বান সাক্ষী।

তিনি যুগের আবু হানীফা ছিলেন।[১]

(৩) মৌলানা আব্দুল হাই পিতা মৌলানা আবুল হাসান আলী নদবী।

برع فى العلم وفاق اقرانه فى كثير من الفنون لا سيما الفقه والاصول

তিনি অধিকাংশ বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষরূপে ফিকহ এবং উসূলে ফিক্হ শাস্ত্রদ্বয়ে নিজের সমকালীন আলেমদের উপরে উচ্চতা লাভ করেন।[২]

কতিপয় বিরোধী বিদ্যানদের অভিমত

কথিত আছে "শত্রর স্বাক্ষ্য লক্ষের উপরে ভারী।"

শতাধিক মতান্তর থাকা সত্ত্বেও তাদের অভিমতগুলো পড়ুন–

(১) মৌলানা মুহাম্মাদ শিবলী নূমানী–

মৌলানা আহমাদ রেযার জ্ঞানবৃক্ষ এমনি উচ্চস্তরের যে, চলিত যুগের আলেমগন এই মৌলানা আহমাদ রেযার পরিপ্রেক্ষিতে খড়কুটার ও মর্যাদা রাখেনা।[৩]

(২) মৌলানা এজায আলী দেওবন্দী–

যেমন কি আপনি অবগত আছেন যে, আমি দেওবন্দী। বেরেলীর জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে আমার দূরেরও কোন সম্পর্ক নেই। তদুপরি অধম একথার প্রতি স্বীকৃতি দানে বাধ্য যে, বর্তমান যুগে যদি কোন গবেষক ও আলেমেদ্বীন রয়েছেন তাহলে তিনি হচ্ছেন আহমাদ রেযা বেরেলবী।[৪]

(৩) মৌলানা আনওয়ার শাহ কাশবেরী–

১) ইমাম আহমান রেযা নং

২) নুযহাতুল খওয়াতির ৮ম খঃ, ৩) মাহনামা আন নদবা অক্টোবর ১৯১৪,

৪) পত্রিকা আননূর থানা ভূবান।

তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা প্রনয়নকালে জরুরী হাদীসগুলো দেখার প্রয়োজন অনুভব হয়।

সুতরাং আমি শিয়া, আহলে হাদীস এবং দেওবন্দীদের কেতাবাদি দেখলাম কিন্তু মেধা অতৃপ্ত থাকায় পরিশেষে এক বন্ধুর পরামর্শের ভিত্তিতে মৌলানা আহমাদ রেযা বেরেলীর কেতাবাদি অধ্যায়ন করলাম এবং মনতৃপ্ত অর্জন করলাম যে, এখন আমি হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা অতি সহজে করতে সক্ষম হব। অতএব বেরেলবীদের শ্রেষ্ঠ আলেম মৌলানা আহমাদ রেযার লেখনীগুলি অতি প্রাঞ্জল, সুদৃঢ়, যে সবকে পাঠনের পর এ অনুমান হচ্ছে যে, মৌলানা আহমাদ রেযা এক অধিবিদ্য আলেম এবং ফকীহ রয়েছেন।[১]

(৪) মৌলানা শাবব্বীর আহমাদ উসমানী–

তিনি (আহমাদ রেযা) মহান আলেমেদ্বীন এবং উচ্চস্তরের গবেষক ছিলেন।[২]

(৫) সাইয়েদ সোলাইমান নদবী–

এ অধম জনাব মৌলানা আহমাদ রেযা বেরেলবীর কতিপয় গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করলে, আখিগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, আশ্চর্যান্বিত ছিলাম যে, আসলে এসব মৌলানা বেরেলবী মারহুমের। যার বিষয়ে কাল শুনেছিলাম যে, তিনি শুধু বিদআতীগণের ব্যাখ্যাতা এবং কদাচিৎ শাখামূলক মসলাসমূহে সীমিত। তবে আজ বোঝা গেল যে, "না" তিনি বিদআতীদের প্রধান দলপতি নয় বরং তিনি ইসলাম জগতের স্কলার বলে মনে হচ্ছেন।

যেরূপ গভীরতা মৌলানা মারহুমের লেখনীগুলোতে বিদ্যমান তদ্রূপ আমার মাননীয় শিক্ষক মৌলানা শিবলী, হযরত মৌলানা আশরাফ আলী থানবী, হযরত মৌলানা মাহমূদূল হাসান দেওবন্দী এবং হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী সাহেবগণের কেতাবাদিতে অবর্তমান।[৩]

(৬) মৌলানা আবুল হাসান নদবী–

১) নুযহাতুল খওয়াতির ৮ম খঃ, ২) মাকালাতে য়াওমে রেযা,
৩) উসওয়ায়ে আকাবির মুদীত দেওবন্দ, ৪) আলা হযরত কা ফিকহী মাকাম

YaNabi.in

كان عالما متبحرا كثير المطالعة واسع الاطلاع له قلم سيال وفكر حافل فى التاليف والتصنيف يندر نظيره فى عصره فى الاطلاع على الفقه الحنفى وجزئياته ويشهد بذ الك مجموع فتاواه وكتابه كفل الفقيه الفاهم فى احكام قرطاس الدراهم الذى الفه بمكة.....وكان راسخا طويل الباع فى العلوم الرياضية والهندسة والنحوم والتوقيت والرمل والجفر شاركا فى اكثر العلوم

তিনি একজন জ্ঞান সমুদ্র ছিলেন। যার জ্ঞান ছিলো বিস্তৃত এবং অধ্যায়ন ছিলো প্রচুর। আর কলম ছিলো অতিদ্রুতবেগী ও চলমান। লেখনী ও প্রনয়নে পূর্ণ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। হানাফী ফিকহ্ এবং তার শাখা-প্রশাখা মসলাগুলোর বিষয়ে তাঁর ন্যায় বিজ্ঞ কোন আলেমই ছিলেন না।

একথায় স্বাক্ষবহন করে তাঁর রচিত গ্রন্থ "ফাতাওয়া রিযবীয়াহ" এবং "কিফলুল ফকীহ" যেটা মক্কাতে প্রণয়ন করা হয়েছিলো তিনি জ্যামিতি, নক্ষত্র, জ্যোতিষি এবং সময় শাস্ত্রদিতে পুরোদমে ওয়াকিবহাল ছিলেন এছাড়া রমল, জফর এবং অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যাবুদ্ধিতে ও তাঁর অংশ ছিলো।[১]

(৭) মৌলানা আবুল আলা মৌদূদী–

মৌলানা আহমাদ রেযার জ্ঞানগরিমাকে আমি অন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলীর বিষয়ে অত্যান্ত উঁচুমানের ছিলেন।

তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্তলোককে ও স্বীকার করতে হবে যারা তাঁর সাথে বিরোধ রাখে।[২]

(৮) মৌলানা আশরাফ আলী থানবী–

আমার যদি সুযোগ হত তাহলে আমি মৌলানা আহমাদ রেযা খান বেরেলবীর পিছনে নামায পড়ে নিতাম।[৩]

আহমাদ রেযা খানের প্রতি আমার প্রচুর আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আমাকে কাফের বলছেন কিন্তু রাসূল প্রীতির ভিত্তিতে বলছেন অন্য কোন কারণের ভিত্তিতে তো বলছেন না।[৪]

১) নুযহাতুল খওয়াতির ৮ম খঃ, ২) মাকালাতে য়াওমে রেযা,
৩) উসওয়ায়ে আকাবির, ৪) পত্রিকা আননূর থানা ভূবান।

মানকাবাত

মুজাদ্দিদ, সাইয়াদ, ফার্দ, ইমাম উপাধিগুলি পাও তুমি
খোলাখুলি কাবা হতে হে মোদের আলা হযরত।
নবী দর্শণ করলে তুমি, মস্তক নয়নে হুযূর
নেই অসম্ভব 'আমর' জগতে, হে মোদের আলা হযরত।
শরঈ কৃপান হস্তে নিয়ে, বিদআতকে করো বিনাশ
সুন্নাত হাঁসে তোমার হাতে, হে মোদের আলা হযরত।
বাতিলকে পৃথক করাতে, জড়িত করেন মাসলাক,
পূণ্যাত্মারা তোমার সাথে, হে মোদের আলা হযরত।
কতিপয় অহঙ্কারীদের প্রতি নজরপাত করে
অসহায়দের করলে সাথে, হে মোদের আলা হযরত।
জালি কুফরের ফাতওয়া হতে নিরাপত্তা করলে দান
সরল মুসলিমদের স্বহাতে, হে মোদের আলা হযরত।
রুহানীফার আখিজ্যোতি, বড়পীরের হও নায়েব
মনিষিরা এটাই বলে, হে মোদের আলা হযরত।
দীপ্তিমান মারেফাত রবি, জটিলতা দ্বিধাবের
এগুলির সমাধান দিলে, হে মোদের আলা হযরত।
প্রকাশ পায় তোমার মহিমা দাওলাতে মাক্কিয়াতে
ঘন্টা আটে তুমি লিখলে, হে মোদের আলা হযরত।
হারামাইনের জ্ঞানীগুনী তোমার মহিমা বলেন
খোদার দ্বারে প্রিয় হলে, হে মোদের আলা হযরত।
সিরীয় বুযুর্গব্যক্তি নবীকে দেখেন নিরব
স্বপনযোগে পর্দা কালে, হে মোদের আলা হযরত।
পূর্বদের অনুকরণে বিদআতাকে কর খন্ডন
বিদআতের, বিদআত খন্ডল করলে, হে মোদের আলা হযরত।
সারা জগৎ বিমূখ হলো, ফারুকী দর্পণ দেখে।
মাঝ সদাসদ পৃথক করলে, হে মোদের আলা হযরত।
খেলাফত, অসহযোগ আর হিজরতগুলির অপকার

প্রকাশ মাত্র তুমি করলে, হে মোদের আলা হযরত।
ইকবাল, জিন্না ভাবেন নি দ্বিজাতি তত্বের গুনাগুন
তুমি তাদের দিশা দিলে, হে মোদের আলা হযরত।
পাপের প্রতিবাদ করণে, অজ্ঞদের নযর মাঝে
পাপী বলে খ্যাতি পেলে, হে মোদের আলা হযরত।
ফিরঙ্গের আদ্বেবারী আর যত প্রমূখ নেতা
তাদের তুমি পথ দেখালে, হে মোদের আলা হযরত।
নামধারী তৌহিদীগনের চেহারা কালো হয় হুযূর
তোমার তৌহীদ শিক্ষা তলে, হে মোদের আলা হযরত।
খোদা পরিচিতি দিলে এমন ভাবে মোদেরকে
যাকে পরিচিতি বলে, হে মোদের আলা হযরত।
নগন্য গোলাম অয়েযের নযরকে কবুল কর
মোরে আপন প্রিয় বলে, হে মোদের আলা হযরত।

মুজাদ্দিদে সানী

খোদার কুদরাতে নমুনা, মুজেযা-এ মাদানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।
বু হানীফার আঁখিজ্যোতি, গৌসে পাকের জীবনী
মুজাদ্দিদে লা সানী।
অহাবীদের অত্যাচারে সুন্নীয়াত বড়ো দাপায়
খোদা ভীরুদের বিরুদ্ধে ইবলিসী গান তারা গায়
এ মুহূর্তে আলা হযরত হন, তাদের জবাব ধনি
মুজাদ্দিদে লা সানী।
১২৭২ সনে বেরেলীতে জন্ম নেন,
১৩৪০ হিজরীতে পরলোক গমন করেন
দুই শতাব্দির সূত্র অন্তিম, পেলেন এই ধর্মের জ্ঞানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।
শৈশবকালে ছয় বছরে দুই ঘন্টা ভাষণ রাখেন
আটো-দশে নাহো, উসূলের ব্যাখ্যা ও টিকা লিখেন
বয়স চতুর্দশে তিনি হন ধর্মের মহা জ্ঞানী

মুজাদ্দিদে লা সানী।

মক্কার মুফ্‌তী তার লিখা এক আরাবী ফাতাওয়া পড়েন
আংশিক অধ্যায়নে তিনি এভাবে ব্যক্ত করেন
রচয়ীতা মনে হচ্ছে কাযী, হাসান শাইবানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।

নবীপাকের ইলমে গাইবে দৌলাতে মক্কীয়া বই
কাবাতে ৮ ঘন্টায় তুমি লিখে মোদের শান্তি দাও
বিরোধীদের নিশ্চুপ রাখতে কি তোমার জবাব খানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।

জ্যামিতির এক তত্ত্ব নিয়ে স্যার যিয়া চিন্তিত হন
জার্মানি যাত্রার মন্তব্য সমাধান ক্ষেত্রে করেন
অন্তিমেতে তোমার কাছে পান তিনি উত্তরখানি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

মিষ্টার আলবার্টের মন্তব্য ভুল বলেন শাহে রেযা
স্বাক্ষরেতে উচ্চসরে ব্যক্ত করে এ ধরা
পশ্চিম-পূর্বাঞ্চলের যত নত সব জ্ঞানী-গুনি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

প্রতিটি বাতিলের গৃবায় কলমের কৃপাণ চালান
প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বাতিল খন্ডনে কাটান
ধর্মের সংস্কারক হয়ে পেশ করেন মূলরূপ খানি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

শতাধিক বিদ্যাবুদ্ধিতে সহস্র গ্রন্থ লিখেন
পবিত্র কোরআনের নির্ভুল অনুবাদ মোদেরকে দেন
রহমারি কিতনার মধ্যে রক্ষা করো মান খানি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

আরব অনারবের মুফতী ফকীর-দরবেশ যা বলেন
তোমার মাহাত্ব সম্মুখে নিজেদেরকে নত করেন
তোমার অপূর্ব প্রতিভায় চেতনা পায় ধরণী।
মুজাদ্দিদে লা সানী।

আরবের শতাধিক ওয়ালী দাসত্বের মালা পরেন
আরিফ, ওয়াসিল, সালিক সবাই যথেষ্ট আদব করেন
গৌসে পাকের প্রতিনিধি ওয়ালীদের মুকুটমনি।
মুজাদ্দিদে লা সানী।

মক্কার এক অপূর্ব ওয়ালী মগরব নামাযের পরে
পরীচয় বিহীনে তাঁর হাত ধরে গেলেন ঘরে
কপালেতে চেয়ে বলেন দেখছি নূরে রাহমানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।

প্রতিটি প্রদেশের মুসলিম হজ্জ আদায় করণে যান
কিবা আলিম, কিবা সুফী, কুতুব, আবদাল, আরেফিন
হারামাইনের বুকেতে মাত্র তোমার চর্চা নাম শুনি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

তোমার সম্মানেতে দাঁড়ান হযরতে চুপ শাহ মিঞা
লজ্জা স্থানকে পর্দায় করেন তোমাকে দেখে শাহা
খোদার কুমির আদবেতে দেন তোমায় সালামখানি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

কাদেরী, সোহারদী, নাক্‌শবান্দী, চিস্তিদের
রহনুমাঈ করেন তিনি এ মন্তব্য জ্ঞানীদের
বাতিনের ময়দানে এলে বুঝবেন এটি ন্যায় বাণী
মুজাদ্দিদে লা সানী।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে আলে নবীর উপরে
আদব শ্রদ্ধা সম্মান জানাও স্বপবিত্র অন্তরে
এ থেকে প্রকাশ পেয়ে যায়, রাসূলের আশিক তিনি
মুজাদ্দিদে লা সানী।

নবীর যিয়ারত উদ্দেশ্যে রাওযার নিকট হাজির হন
মস্তক চোখে দেখব বলে অত্যান্ত করেন রোদন
সৎ প্রেমের ফল পেলেন তিনি, নয় কল্পিত কাহিনী
মুজাদ্দিদে লা সানী।

সিরীয় ওয়ালী সপ্রয়োগে নবীকে করেন দর্শন

YaNabi.in

কার যেন অপেক্ষায় আছেন মজলিসের এই বিবরণ
জিজ্ঞেস করলে, বলেন তারে আহমাদ রেযা রাব্বানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।
ইসলামী বাগানে আছে বিভিন্ন প্রকারের ফুল
নার্গিস, গুলাবী, চাম্বেলি তাছাড়া অন্যান্য গুল
কিরলি মোরা তোমাকে যুগ কুতুবে রাব্বানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।
ধরা থেকে মাতম উঠে আরশে খুশির ধনি
স্বর্গাপানে যাত্রাকালে ত্যাগ করতঃ ধরণী
নবীর আশিক খোদার প্রিয় ওয়ালীদের শিরমণি
মুজাদ্দিদে লা সানী।
কাদেরী-দুলহা আমাদের আনন্দর পাত্র সবার
কবর হাশর পুলসেরাতে ধরব চাদর তোমার
অবতাগু পাঠ কর অয়েয, দিবা এবং রজনী
মুজাদ্দিদে লা সানী।

শাজারা-এ ক্বাদেরীয়াহ্ রাযবীয়াহ

ইয়া এলাহী রাহ্ম ফারমা মুস্তাকা কে ওয়াস্তে
ইয়া রাসূলাল্লাহ কারাম কিজী-এ খোদাকে ওয়াস্তে।
মুশ্কিলেঁ হাল কার শাহে মুশ্কিল কুশাকে ওয়াস্তে
কারবালাএঁ রাদ শাহীদে কারবালাকে ওয়াস্তে।
সাইয়েদে সাজ্জাদকে সাদক্বে মেঁ সাজিদ রাখ মুঝে
ইলমে হাক্ব দে বাক্বিরে ইলমে হোদাকে ওয়াস্তে।
সিদক্বে সাদিক্ব কা তাসাদ্দুক্ব সাদিক্বল ইসলাম কার
বে গাযাব রাযি হো কাযিম আউর রাযাকে ওয়াস্তে।
বাহরে মা'রুফো সিররি মা'রুফ দে-বেখুদ সারী
জুন্দে হাক্ব মেঁ গিন জোনাইদে বা-সাফা কে ওয়াস্তে।
বাহ্রে শিবলী শেরে হাক্ব দুনিয়াকে কুত্তোসে বাচা
এক কা রাখ আন্দে ওয়াহিদ বে রিয়া কে ওয়াস্তে।
বল ফারাহ্ কা সাদক্বা কার গামকো ফারাহ দে হুসনো সা'দ

বুল হাসান আউর বুসাঈদ সা'দ যা কে ওয়াস্তে।
ক্বাদেরী কার ক্বাদেরী রাখ কাদেরিয়োঁ মেঁ উঠা
ক্বাদরে আব্দুল ক্বাদিরে ক্বদরাত নুমা কে ওয়াস্তে।
আহ্সানাল্লাহো লাহু রিযক্বান সে দে রিযক্বে হাসান
বান্দা-এ রাজ্জাক্ব তাজুল আসফিয়াকে ওয়াস্তে।
নাস্র আবি সালেহ কা সাদক্বা সালেহো মানসূর রাখ
দে হায়াতে দীঁ মুহ্য়ে জা ফেযাকে ওয়াস্তে।
ত্বরে ইরফানো উলূও হামদ্ হুস্না ওয়া বাহা
দে আলী মূসা হাসান আহমাদ বাহাকে ওয়াস্তে।
বাহরে ইব্রাহীম মুঝপার নারে গাম গুলযার কার
ভিক দে দাতা ভিখারী বাদশাহকে ওয়াস্তে।
যান- এ দিলকো যিয়া দে রুএ ঈমাঁ কো জামাল
শাহ যিয়া মৌলা জামালুল আওলিয়াকে ওয়াস্তে।
দে মুহাম্মাদ কে লি-এ রোযি কার আহমাদ কেলিএ
খানে ফাযলুল্লাহ সে হিস্সা গাদা কে ওয়াস্তে।
দ্বীন ও দুনিয়া কি মুঝে বারকাত দে বারকাত সে
ইশ্কে হাক্ব ইশ্কে ইশ্কি ইন্তিমাকে ওয়াস্তে।
হুব্বে আহলে বাইত দে আলে মুহাম্মাদকে লি-এ
কার শাহীদে ইশ্কে হামযা পেশওয়াকে ওয়াস্তে।
দিলকো আচ্ছা তানকো সুথরা জান কো পুর্ নূর কার
আচ্ছে পিয়ারে শাম্সে দীঁ বাদরুল উলাকে ওয়াস্তে।
দো জাহাঁমেঁ খাদিমে আলে রাসূলাল্লাহ কার
হাযরাতে আলে রাসূলে মুক্তাদাকে ওয়াস্তে।
ইয়া এলাহী আহ্লে সুন্নাতকে ত্বারীক্বে পার চালা
কুতবে আলাম সাইয়েদী আহমাদকে রাযা কে ওয়াস্তে।
সাদক্বা-এ হামিদ রাযা-এ হামদো মাহমূদো হামীদ
শাহে দ্বীঁ হাযরাত হাবীবে হাক্বনুমাকে ওয়াস্তে।
সাদক্বা ইন আ'য়াঁ কে দে ছা আইন্ ইযযো ইলমো আমাল
আফ্-ও ইরফাঁ আফিয়াত হাম সাব গাদা কে ওয়াস্তে।

YaNabi.in

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি

১।	বাহারে শারীআত (বাংলা) -	৩০০.০০ টাকা
২।	কানূনে শারীআত (বাংলা) -	১০০.০০ টাকা
৩।	তাবলিগী জামাআতের গুপ্ত রহস্য -	৫০.০০ টাকা
৪।	স্বলাতে মুস্তাফা (বাংলা) -	৫০.০০ টাকা
৫।	আনওয়ারে শারীআত (বাংলা) -	৫০.০০ টাকা
৬।	সরল বাংলা ভাষণ (বাংলা) -	২৫.০০ টাকা
৭।	আযানে কুবর (বাংলা) -	২০.০০ টাকা
৮।	আসুল চুমার মাসআলা (বাংলা) -	১৫.০০ টাকা
৯।	নাতে রাসূল (বাংলা) -	১০.০০ টাকা
১০।	মক্কর কুসুম (বাংলা) -	১০.০০ টাকা
১১।	বাহারে মাদীনা (বাংলা) -	১০.০০ টাকা
১২।	বিশ্ব নবীর সম্মান সূচক কেয়াম -	২০.০০ টাকা
১৩।	বিশ্ব নবীর জন্ম দিবস -	৮.০০ টাকা
১৪।	তাযকেরা-এ রেযা -	৪০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০
জেলা- মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১
মোবাইল-৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

YaNabi.in
+919093399730